পিএইচডি অভিসন্দর্ভ

বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপ: একটি প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণ

(The Form of Politeness Reflected in the Invitation Letter Written in Bangla Language: A Pragmatic Analysis)

খন্দকার খায়রুন্নাহার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৬৩/২০১৭-২০১৮ (পুন)
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপ: একটি প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণ' (The Form of Politeness Reflected in the Invitation Letter Written in Bangla Language: A Pragmatic Analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ ডিগ্রী বা প্রকাশের জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেওয়া হয় নাই।

গবেষক

(খন্দকার খায়রুন্নাহার)
সহযোগী অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, খন্দকার খায়রুন্নাহার (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৬৩/২০১৭-২০১৮, পুন) এর 'বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপ: একটি প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণ' (The Form of Politeness Reflected in the Invitation Letter Written in Bangla Language: A Pragmatic Analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচনা করেছেন। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও ডিগ্রী বা প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয় নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. হাকিম আরিফ)
অধ্যাপক
যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ (প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ) এর তত্ত্বাবধানে আমি ‘বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপঃ একটি প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণ’ (The Form of Politeness Reflected in the Invitation Letter Written in Bangla Language: A Pragmatic Analysis) শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ এর সুচিন্তিত মতামত, সঠিক দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ব্যতীত এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। তাঁর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার বিভাগের সকল সহকর্মীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা আমাকে এই পথ পরিক্রমে মনোবল যুগিয়েছে। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিভাগের শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমি গবেষণার কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি, গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমার পরিবারের সকল সদস্য, যাঁরা এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাকে সাহস যুগিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, পাশে থেকেছেন তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে আমার একমাত্র মেয়ে জারলিনা হাসান তিয়ানাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার পাশে সবসময় থাকার জন্য।

আমার বন্ধু, সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, যাঁরা সবসময় সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
ক.	সারণি সূচি	x- xi
খ.	চিত্র সূচি	xii
গ.	সার-সংক্ষেপ	xiii
১।	**প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা**	**১-৫**
	১.১ দাওয়াতপত্র: প্রাথমিক কথন	
	১.২ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বর্তমান গবেষণার বিষয় নির্ধারণ	
	১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা	
	১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	
	১.৫ গবেষণা প্রশ্ন	
	১.৬ অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন	
২।	**দ্বিতীয় অধ্যায়: পূর্ব-গবেষণা পর্যালোচনা**	**৬-১৭**
	২.১ প্রয়োগার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত পূর্ব-গবেষণা	
	২.২ বিনম্রতা এবং বাককৃতি সম্পর্কিত পূর্ব-গবেষণা	
৩।	**তৃতীয় অধ্যায়: তত্ত্বগত বিবেচনা**	**১৮-২৭**
	৩.১ বিনম্রতার তত্ত্ব	
	৩.১.১ গ্রাইসিয়ান রীতি	
	৩.১.২ ল্যাকফের বিনম্রতার রীতি	
	৩.১.৩ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল	
	৩.১.৩.১ অভিব্যক্তি	
	৩.১.৩.২ অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক	
	৩.১.৩.৩ ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা	
	৩.১.৪ লিচের বিনম্রতার রীতি	

৩.১.৫ ইডির বিনম্রতার রীতি

৩.২ বাককৃতি তত্ত্ব

৩.২.১ অস্টিনের বাককৃতি তত্ত্ব

৩.২.২ সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব

৩.২.২.১ প্রস্তাব কৃতি

৩.২.২.২ নিবেদন কৃতি

৩.২.২.২.১ নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাস

৩.২.২.৩ প্রতিক্রিয়া কৃতি

৪। চতুর্থ অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি ২৮-৩১

৪.১ অনুসৃত পদ্ধতি

৪.২ গবেষণা উদ্দীপক

৪.৩ উপাত্ত সংগ্রহ

৪.৩.১ প্রাথমিক উপাত্ত

৪.৩.২ দ্বৈতীয়িক উপাত্ত

৪.৪ উপাত্ত বিশ্লেষণ

৫। পঞ্চম অধ্যায়: ফলাফল বিশ্লেষণ ৩২-১০৮

৫.১ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল অনুসারে দাওয়াতপত্রের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

৫.১.১ পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

৫.১.২ ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

৫.১.৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

৫.১.৪ দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

৫.১.৫ একাডেমিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ

৫.২.১ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.২ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৩ ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৪ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৫ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২
ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ
খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৬ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১
ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ
খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ
গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৭ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২
ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ
খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৮ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১
ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ
খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ
গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.২.৯ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২
ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ
খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.৩ বাককৃতিতে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৩.১ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৩.২ ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৩.৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৩.৪ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৩.৫ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৩.৬ পাঁচ শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

৫.৪ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

৫.৪.১ দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষণ

৫.৪.২ দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষণ

৬। **ষষ্ঠ অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা** ১০৯-১১৭

৬.১ সার্ল এর বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বাককৃতির ফলাফল পর্যালোচনা

৬.২ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার ফলাফল পর্যালোচনা

৬.৩ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার ফলাফল পর্যালোচনা

৬.৪ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা ও বাককৃতির ফলাফল পর্যালোচনা

৭। **সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার** **১১৮-১২০**

৭.১ বর্তমান গবেষণাকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

৭.২ গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতা

৭.৩ সুপারিশমালা

তথ্যপঞ্জি **১২১-১২৫**

পরিশিষ্ট-১ **১২৬-১৩০**

পরিশিষ্ট-২ **১৩১-১৪৯**

সারণি চিত্র

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	নির্বাচিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৩৩-৩৫
২	নির্বাচিত ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৩৬
৩	নির্বাচিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৩৮-৩৯
৪	নির্বাচিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৪০-৪১
৫	নির্বাচিত একাডেমিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৪৩-৪৪
৬	পারিবারিক (শুভ বিবাহ) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৪৮
৭	লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৫২
৮	পারিবারিক (সুন্নতে খাৎনা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৫৫
৯	ধর্মীয় (সরস্বতী পূজা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৬০
১০	লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৬৩
১১	সামাজিক-সাংস্কৃতিক (জন্মদিন উদযাপন) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৬৬
১২	লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৬৯
১৩	সামাজিক-সাংস্কৃতিক (বর্ষবরণ) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৭১
১৪	দাপ্তরিক (মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৭৫
১৫	লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৭৮-৭৯
১৬	দাপ্তরিক (ভাষা পদযাত্রা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৮১
১৭	একাডেমিক (পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৮৫
১৮	লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	৮৮

১৯	একাডেমিক (জাতীয় সেমিনার) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ	৯১
২০	পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ	৯৪-৯৫
২১	ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ	৯৫-৯৬
২২	সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ	৯৬
২৩	দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ	৯৭
২৪	একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ	৯৮
২৫	নমুনা দাওয়াতপত্রের আন্তঃশ্রেণিতে কৃতি অনুসারে বিনম্রতার ধরন	৯৯
২৬	দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের প্রকৃতি	১০১-১০২
২৭	দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের প্রকৃতি (শতকরা)	১০৪-১০৫
২৮	আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ (শতকরা)	১০৭
২৯	আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ (শতকরা)	১০৭

চিত্র সূচি

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ	৩৫
২	ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ	৩৭
৩	সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ	৩৯
৪	দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ	৪২
৫	একাডেমিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ	৪৫
৬	পাঁচটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ	৪৬
৭	বিশ্লেষিত পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১	৪৭
৮	বিশ্লেষিত পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২	৫৪
৯	বিশ্লেষিত ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্র	৫৯
১০	বিশ্লেষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১	৬৫
১১	বিশ্লেষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২	৭০
১২	বিশ্লেষিত দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১	৭৪
১৩	বিশ্লেষিত দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২	৮০
১৪	বিশ্লেষিত একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১	৮৪
১৫	বিশ্লেষিত একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২	৯০

সার-সংক্ষেপ

প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের (pragmatics) অন্তর্ভুক্ত বিষয় বিনম্রতাকে (politeness) সামাজিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর মাধ্যমে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। মৌখিক ভাষার পাশাপাশি লিখিত ভাষাতেও বিনম্রতার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক সংজ্ঞাপনের অংশ হিসেবে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে (discourse) অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপনকর্মের কৃতি বা বাককৃতি (speech act) এবং বিনম্রতা (politeness) এই দুইটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ, যা পৃথিবীর প্রতিটি ভাষিক সমাজের দাওয়াতপত্রে উপস্থিত থাকে। বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে যে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপনধর্মী বাককৃতি রয়েছে তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং বিনম্রতার স্বরূপ ও প্রকৃতি কীভাবে এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তা উন্মোচন করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। উক্ত গবেষণাকর্মে বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বাককৃতি ও বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য গুণগত পদ্ধতির (qualitative method) অন্তর্ভুক্ত 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ' (content analysis) পদ্ধতিতে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ল (Searle, 1969) এর বাককৃতি তত্ত্ব, ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) এর বিনম্রতার কৌশল ও লিচ (Leech, 1983) এর বিনম্রতার তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে উন্মুক্ত প্রশ্নের (open-ended questions) মাধ্যমে দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতা সম্পর্কে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করে উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের আলোকে সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাগুক্ত তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক (positive politeness) শব্দ/বাক্যাংশ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক (negative politeness) শব্দ/বাক্যাংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেন নিজের অভিব্যক্তি (face) আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট সমুন্নত বা বৃদ্ধি করতে এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেন অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (face threatening act) বা অভীক হ্রাস করতে। এছাড়া প্রতিটি দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজে বিনয়ী হয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মান বৃদ্ধি করেন। বাককৃতির তত্ত্ব অনুসারে আমন্ত্রণকারী বর্ণনামূলক (representatives), আদেশমূলক (directives), অঙ্গীকারমূলক (commissives) এবং প্রকাশমূলক (expressives) নিবেদন কৃতি ব্যবহার করেছেন দাওয়াতপত্রের লিখিত উক্তিমালায়। এভাবেই দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ সুসম্পন্ন হয়।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাসরত মানুষের কিছু নিয়ম-রীতি মেনে চলতে হয়। এসব নিয়ম-রীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিনম্রতা (politeness)। বিনম্রতা (politeness) প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের (pragmatics) অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিনম্রতাকে সামাজিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর মাধ্যমে সমাজের সবার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি এবং তা রক্ষা করা যায়। প্রতিটি ভাষিক সমাজে বিনম্রতা প্রচলিত থাকলেও সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশ ভিন্নতর হয়ে থাকে। মৌখিক ভাষার পাশাপাশি লিখিত ভাষাতেও বিনম্রতার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক সংজ্ঞাপনের অংশ হিসেবে প্রচলিত দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষায় বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

১.১ দাওয়াতপত্র: প্রাথমিক কথন

দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সাধারণত কাউকে কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দাওয়াতপত্রের কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন অভিধানে আমন্ত্রণপত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১) ‘a card inviting someone to attend a party, wedding etc’ (Longman Dictionary of Contemporary English, 1987)

২) ‘a written or spoken request to come somewhere or do something or the act of inviting someone’ (Cambridge Dictionary, 2005)

৩) ‘an invitation is a written or spoken request to come to an event such a party, a meal or a meeting’ (Collins English Dictionary, 2014) ।

কাউকে কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমন্ত্রিত অতিথি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত মনে করেন। আমন্ত্রণ জানানোর পেছনেও কিছু কারণ রয়েছে, যেমন- নতুন কোনো সম্পর্ক তৈরি করা এবং তা রক্ষা করা, সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন করা, কাউকে কোনো ধরনের তথ্য প্রদান করা, স্মৃতিতে ঐ অনুষ্ঠানটি রেখে দেওয়া প্রভৃতি।

দাওয়াতপত্রের বির্বতনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, আগে শুধুমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। চতুর্দশ শতকে ঘোষণাকারী চিৎকার করে বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাতেন। সেক্ষেত্রে উপস্থিত যারা শুনতে পেতেন, তারা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারতেন। পরবর্তীতে এক্ষেত্রে লিখিত দাওয়াতপত্রের প্রচলন ঘটে। ষোড়শ শতকে ধাতব পাতে খোদাই করে বিয়ের আমন্ত্রণপত্র তৈরি করা হতো। অষ্টাদশ শতকে প্রিন্টিং মেশিনে ছাপানো দাওয়াতপত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটে, যা এখনো পর্যন্ত প্রচলিত। কালের বির্বতনে অনুষ্ঠানে যেমন ভিন্নতা দেখা যায় তেমনি দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় ('History of invitation', 2008)।

বর্তমানে করোনাকালীন মহামারীতে কিছু ক্ষেত্রে অনলাইন ভিত্তিক দাওয়াতপত্রের ব্যবহার দেখা যায়। কোন অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য, যেমন- কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা উল্লেখ থাকে। বিয়ের দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে বর-কনের পরিচিতি, অন্যান্য দাওয়াতপত্রে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বা প্রধান বক্তার নাম উল্লেখ করে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে করে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। প্রতিটি ভাষিক সমাজে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুসারে দাওয়াতপত্র প্রচলিত।

প্রায়োগিকতা অনুসারে বাংলা ভাষায় প্রচলিত দাওয়াতপত্রসমূহকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) পারিবারিক দাওয়াতপত্র

বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক অনুষ্ঠান, যেমন- বিয়ে, বৌভাত, সুন্নাতে খাৎনা, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পারিবারিক দাওয়াতপত্র আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। উল্লেখ্য, ধর্মীয়রীতিভেদে পারিবারিক দাওয়াতপত্রের ভাষা ভিন্ন হয়।

খ) ধর্মীয় দাওয়াতপত্র

ঈদ, পূজা বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বা শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় দাওয়াতপত্র ব্যবহার করা হয়। ধর্মীয়রীতিভেদে ধর্মীয় দাওয়াতপত্রের ভাষাতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

গ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র

সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেমন- কবিতা উৎসব, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটোৎসব, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্মদিন বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সংবর্ধনা প্রদান প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান।

ঘ) দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র

বিভিন্ন দপ্তরে অনুষ্ঠান বা দিবস উদযাপনের জন্য দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের প্রচলন রয়েছে। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দিনে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ঙ) একাডেমিক দাওয়াতপত্র

বিভিন্ন ধরনের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সেমিনার, গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব, স্মারক বক্তৃতা, বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, প্রখ্যাত কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুদিন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন একাডেমিক কর্মকাণ্ডে দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানোর রীতি আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান।

দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয়, এই কারণে দাওয়াতপত্রের ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াতপত্র যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেনো, যেহেতু দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাই দাওয়াতপত্রে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্ম বা বাককৃতি এবং ভাষিক উপাদান সমৃদ্ধ বিনম্রতার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

১.২ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বর্তমান গবেষণার বিষয় নির্ধারণ

দাওয়াপত্রের উক্তিমালাতে (discourse) অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্মের কৃতি বা বাককৃতি (speech act) এবং বিনম্রতা এই দুইটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। এ কারণে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্মের কৃতি বা বাককৃতি প্রতিটি দাওয়াতপত্রেই বিদ্যমান।

আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে একইসাথে বিনম্রতা প্রকাশক কিছু ভাষিক উপাদানও ব্যবহার করে থাকেন। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষিক সমাজে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে এই বিষয় দুটি থাকে।

অন্যান্য ভাষিক সংস্কৃতির মতো বাঙালি ভাষিক সমাজেও পারিবারিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, একাডেমিক, দাপ্তরিক ইত্যাদি বিভিন্ন পর্বে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত বিষয় দুইটির সমাবেশ ঘটান। এর মাধ্যমে আমাদের বিনম্রতার পাশাপাশি সংজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। একইসাথে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক রীতিরও পরিস্ফুটন ঘটে থাকে। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটি তাৎপর্যপূর্ণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণায় বাংলা ভাষার দাওয়াতপত্রে লিখিত বাককৃতির সংজ্ঞাপন বা অন্তর্নিহিত ভাব এবং এতে প্রকাশিত বিনম্রতার রূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয় নাই।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

ভাষার মাধ্যমে যেকোন বিষয়ের প্রকাশরূপ দেওয়া হয়। মৌখিক রূপের পাশাপাশি লিখিত ভাষার মধ্য দিয়েও যেকোন ঘটনাপ্রবাহ ফুটিয়ে তোলা হয়। ফলে লিখিত ভাষার বিনম্রতার বিষয়টিও উপেক্ষিত নয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে নাগরিক জীবনে বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই দাওয়াতপত্র রচনা করা হলেও গ্রামীণ ও শাহরিক প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়ে থাকে। বাংলা দাওয়াতপত্রের ভাষায় যে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপনধর্মী বাককৃতি রয়েছে তার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এবং বিনম্রতার কোন রূপটি এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তা উন্মোচনের জন্য এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বাককৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সার্লের (Searle, 1969) বাককৃতির সর্বজনীনতার যে রূপ তা বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে জানা যায়। পাশাপাশি ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) এবং লিচ (Leech, 1983) বিনম্রতার যে তাত্ত্বিক দিক উপস্থাপন করেছেন তার আলোকে বাংলা ভাষার বিনম্রতার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়।

মূলত এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই গবেষণাকর্মটি নির্বাচন করা হয়েছে। বলা যায়, ইতঃপূর্বে এই বিষয়ে কেউ গবেষণা সম্পাদনা করেন নাই। উল্লিখিত গবেষণায় এই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দাওয়াতপত্রের বাককৃতির অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন এবং বিনম্রতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য উক্ত বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার জানা মতে, বাংলা ভাষাতে এই ধরনের গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ এবং এই বিষয়ে গবেষণার প্রচেষ্টা এই প্রথম।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

১। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন দাওয়াতপত্রের অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কৃতি বা বাককৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ।

২। দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে প্রতিফলিত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ।

৩। দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত ভাষিক উপাদান, বাককৃতি ও বিনম্রতার মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ।

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন

ক) প্রধান গবেষণা প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রসমূহে বিধৃত উক্তিমালার প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি কী?

খ) সহায়ক গবেষণা প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষার লিখিত বিভিন্ন দাওয়াতপত্রে কোন ধরনের বিনম্রতা প্রকাশিত হয়?

২. দাওয়াতপত্রে প্রকাশিত বিনম্রতার সাথে এর অন্তর্নিহিত বাককৃতির সম্পর্কের স্বরূপটি কী?

১.৬ অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন

১. প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা**

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : **পূর্ব-গবেষণা পর্যালোচনা**

৩. তৃতীয় অধ্যায় : **তত্ত্বগত বিবেচনা**

৪. চতুর্থ অধ্যায় : **গবেষণা পদ্ধতি**

৫. পঞ্চম অধ্যায় : **ফলাফল বিশ্লেষণ**

৬. ষষ্ঠ অধ্যায় : **ফলাফল পর্যালোচনা**

৭. সপ্তম অধ্যায় : **উপসংহার**

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব-গবেষণা পর্যালোচনা

গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয় সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী গবেষণা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর ফলে গবেষণাকর্মটি অধিক সমৃদ্ধ হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উক্ত গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ প্রভৃতি পূর্ব-গবেষণার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিষয় সংশ্লিষ্ট পূর্ব-গবেষণা পর্যালোচনা এখানে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়েছে, যথা- প্রয়োগার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত পূর্ব গবেষণা এবং বিনম্রতা ও বাককৃতি সম্পর্কিত পূর্ব গবেষণা।

২.১ প্রয়োগার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত পূর্ব গবেষণা

আমেরিকান দার্শনিক মরিস (Morris, 1937) তাঁর Logical positivism, Pragatism and Scientific Empiricism প্রবন্ধে প্রথম প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের (pragmatics) উল্লেখ করেছেন। তিনি চিহ্নবিজ্ঞানের তিনটি শাখার কথা বলেছেন, যথা- বাক্যতত্ত্ব (syntactics), শব্দতত্ত্ব (semantics) এবং প্রয়োগার্থবিজ্ঞান (pragmatics)। গ্রিক শব্দ ‘pragma’ দিয়ে কোন কাজ নির্দেশ করা হয়। pragma থেকে উদ্ভূত হয়েছে pragmatics বা প্রয়োগার্থবিজ্ঞান। সত্তরের দশকের শেষের দিকে ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে বিকশিত হয় প্রয়োগার্থবিজ্ঞান। এখানে মূলত ‘প্রয়োগ অনুসারে ভাষার অর্থ’ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বক্তার উচ্চারিত শব্দ অথবা উক্তি অথবা বাক্যের পরিস্থিতি অনুসারে অর্থ এ জ্ঞান শাখায় বিবেচনা করা হয়। লেভিনসন তাঁর গবেষণায় (Levinson, 1983) উল্লেখ করেছেন, মানুষ কীভাবে প্রসঙ্গ অনুসারে উপযুক্ত বাক্যসমূহ পরস্পর সাজিয়ে ভাষায় ব্যবহার করতে পারে তার অধ্যয়নই প্রয়োগার্থবিজ্ঞান (pragmatics)। এটি প্রসঙ্গ এবং ভাষার ব্যবহারকে সম্পৃক্ত করে।

ইয়ল (Yule, 1996) প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের চারটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, যথা- 'বক্তার অর্থের অধ্যয়ন', 'প্রসঙ্গগত অর্থের অধ্যয়ন', 'বক্তার উচ্চারিত উক্তির অধিক যোগাযোগের অধ্যয়ন', 'আপেক্ষিক দূরত্ব (relative distance) প্রকাশের অধ্যয়ন'। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থ এবং প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। A Brief Sketch on The Origin and Devepopment of Pragmatics প্রবন্ধে আরিফ (Arif, 2013) প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের উদ্ভব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভাষিক দর্শন (Philosophy of language) থেকে উদ্ভূত হয়ে কীভাবে রূপকার্থে ভাষাবিজ্ঞানের 'ময়লার ঝুড়ি' (waste basket) থেকে প্রয়োগার্থবিজ্ঞান বর্তমান অবস্থায় এসেছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন এ প্রবন্ধে। On Some Definition of Pragmatics and Semantics প্রবন্ধে আরিফ (Arif, 2012) অর্থবিজ্ঞানের সাথে প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক, এদের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি এবং সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একইসাথে তিনি অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন যা প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.২ বিনম্রতা এবং বাককৃতি সম্পর্কিত পূর্ব গবেষণা

প্রাচীনকাল থেকেই বিনম্রতা মানব ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। চীনা ভাষিক সমাজে দুই হাজারের অধিককাল আগে থেকে বিনম্রতা বিষয়ক আলোচনা প্রচলিত (Leech, 2014)। বিনম্রতা বাচনিক বা অবাচনিক হতে পারে। বাচনিক বিনম্রতা প্রকাশ পায় বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের মাধ্যমে। ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown and Levinson) বিনম্রতার তত্ত্ব প্রথম প্রদান করেন ১৯৭৮ সালে, পরবর্তীতে বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ তা প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (১৯৮৭) প্রকাশের পর থেকে প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিনম্রতা (politeness) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। লিনের (Lin, 2013) মতে, বিনম্রতা নিয়ে প্রয়োগার্থবিজ্ঞানী, সমাজভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং মনোভাষাবিজ্ঞানীদের বেশ কিছু গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয়। লিচ (Leech, 2014) বলেছেন, বিনম্রতা মানব আচরণের আবশ্যিক কোনো বিষয় নয়, তথাপি বিনম্রতাকে সদগুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তাঁর মতে, বিনম্র আচরণের মাধ্যমে পারস্পরিক মূল্যবোধের বিনিময় ঘটে এবং এটি সুস্পষ্ট হয় পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। An Overview of Politeness Theories: Current Status, Future Orientation প্রবন্ধে শাহরোখি এবং বিদাবাদি (Shahrokhi and Bidabadi, 2013) বিনম্রতার ধ্রুপদী তত্ত্ব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক তত্ত্বসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, বিনম্রতা জন্মসূত্রে অর্জিত গুণাবলি না, সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ বিনম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করে। এই প্রবন্ধে তারা বিনম্রতার ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি বিনম্রতার দুইটি মাত্রার কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রথম মাত্রায় রয়েছে সামাজিক সদস্য হিসেবে বিনম্রতার প্রয়োগিক ব্যবহার, দ্বিতীয় মাত্রায় রয়েছে বিনম্রতার বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক। ভবিষ্যতে বিনম্রতার কোন ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করা যায় তারা সে বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। বিনম্রতার সাথে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত; এ কারণে আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনম্রতাকে গবেষকদ্বয় তাদের গবেষণায় গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার (honorifics) বিনম্রতার অন্তর্গত বিষয়।

Politeness Phenoma: A Case of Kiswahili Honorifics প্রবন্ধে হাবউই (Habwe, 2010) কেনিয়ার নাইরোবি শহরে প্রচলিত সরকারি ভাষা Standard Kiswahili তে সম্মানসূচক শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে বিনম্রতা প্রকাশিত হয় তা লক্ষ করেছেন। তিনি Kiswahili ভাষাতে ব্যবহৃত সম্মানসূচক (honorifics) শব্দকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে পরিস্থিতি অনুসারে সেগুলোর ব্যবহার নির্দেশ করেছেন। বয়সভেদে পারিবারিক, ধর্মীয়, পেশাগত, রাজনৈতিক, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা এমনকি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার এই ভাষার বিনম্রতার বিভিন্ন দিককে নির্দেশ করে এবং একই সাথে এর ব্যবহারের মাধ্যমে অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস করে সমাজে ঐকতান বজায় রাখে বলে হাবউই মনে করেন। সংস্কৃতি ভেদে বিনম্রতা যে ভিন্নতা লাভ করে তা Politeness Principle in Cross-Culture Communication প্রবন্ধে হুয়াং (Huang, 2004) আলোকপাত করেছেন। তিনি মূলত পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের, বিশেষ করে চীনা ভাষিক সমাজের সাথে বিনম্রতার পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি বিনম্রতার আলোচনায় কিছু বিষয় বিবেচনা করেছেন, যেমন- ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিত্ব, যোগাযোগের পটভূমি, সম্ভাষণ বা বিদায় জানানোর রীতি, প্রশংসা বা ধন্যবাদ জানানোর কৌশল, স্বকীয়তাবোধ, নিষিদ্ধ শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি। সংস্কৃতিগত মূল্যবোধের কারণে দুই ভাষীর মধ্যে বিনম্রতার প্রয়োগগত এবং অনুধাবনগত যে পার্থক্য রয়েছে তা তিনি উপস্থাপন করেছেন বর্ণনামূলক আলোচনার মাধ্যমে।

উৎপত্তিগত দিক থেকে দুটি নিকটবর্তী ভাষা, যথা- ডেনিশ এবং জার্মান ভাষায় বিনম্রতার মাত্রার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ফ্রেডসটেড তাঁর Politeness in Denmark: Getting to the point (Fredsted, 2005) প্রবন্ধে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এ গবেষণায় প্রায়োগিক উপাত্ত নিয়ে কাজ করে তিনি প্রথম ভাগে ভাষা দুইটির উপাত্তের গঠনপ্রণালি তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করেছেন, পরবর্তীতে বাচনিক বিনম্রতার চিহ্ন, যথা- ডিসকোর্স চিহ্ন, স্থির দৃষ্টি, দৃষ্টি বিনিময়, ইঙ্গিত প্রভৃতি অবাচনিক বিষয়ও লক্ষ করেছেন। অর্থাৎ তিনি ভাষিক, অভাষিক, ইঙ্গিত চিহ্নের বিনম্রতার সাহায্যে ভাষা দুটির বিনম্রতা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর এ গবেষণায় তিনি দেখতে পেয়েছেন জার্মান উপাত্তে বাচনিক বিনম্রতা অধিক হলেও ডেনিশ উপাত্তে অভাষিক (paralingual), অবাচনিক (non-verbal) বিনম্রতার ব্যবহার বেশি। মাননো সুইজারল্যাণ্ডের Deutschschweiz (DS) এবং Suisse Romande (SR) এর মধ্যেকার সম্মানসূচক এবং স্বীকৃতিমূলক বাককৃতির বিনম্রতা পর্যালোচনা করেছেন Politeness in Switzerland: Between Respect and Acceptance (Manno, 2005) প্রবন্ধে। জার্মান ভাষী সুইস (DS) এবং ফরাসি ভাষী সুইস (SR)- উভয়েই সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করলেও ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রথাগত ভিন্নতার কারণে তাদের বিনম্রতার নিজস্ব ধরন রয়েছে বলে মাননো মনে করেন। গবেষকের মতে, নেতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (FTA) যেমন প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে ইতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে FFA (Face Flattering Acts)ও প্রযোজ্য। DS, SR উভয় ভাষাগোষ্ঠী সম্বোধনের ক্ষেত্রে (Vous = V) এবং (Tu = T) ব্যবহার করে কিন্তু আনুষ্ঠানিক পরিবেশে V এবং অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে T ব্যবহৃত হলেও T এর ব্যবহার DS এ অপেক্ষাকৃত বেশি SR থেকে বলে গবেষক উল্লেখ করেছেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো তারা শ্রোতার সাথে প্রয়োজনের অধিক নিকটবর্তী হয় না, অপরিচিত কারো সাথে দৃষ্টি সংযোগও করে না। মাননো এ গবেষণায় আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ককে আনুভূমিক এবং উলম্বতার মাত্রা অনুসারে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বক্তা ও শ্রোতার উভয়ের অভিব্যক্তি (face) কে গুরুত্ব দিয়েছেন। জাপানি ভাষায় প্রচলিত সম্মানসূচক শব্দের (honorifics) ব্যবহার নিয়ে কাজ করেছেন ফুকাডা এবং আসাতো তাদের Universal politeness theory: application to the use of Japanese honorifics (Fukada and Asato, 2004) প্রবন্ধে। ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্বকে (১৯৮৭) তাঁরা পাশ্চাত্য বেশী উপযোগী বলেছেন কারণ সেখানে বিনম্রতা ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিক লক্ষ্য পূরণে।

কিন্তু National Language Research Institute (1957, 1983, 1990) এর গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা অনুসারে জাপানি ভাষাতে যে সম্মানসূচকতা (honorifics) ব্যবহৃত হয় তা সমাজ প্রয়োগার্থে বাধ্যতামূলক, ব্যক্তির লক্ষ্য পূরণ এখানে মুখ্য নয়। গবেষকদ্বয়ের মতে, জাপানি ভাষাতে ব্রাউন এবং লেভিনসনের তত্ত্ব শুধুমাত্র শ্রোতার নয়, বক্তার অভিব্যক্তির (face) জন্যও প্রযোজ্য এবং সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার জাপানি ভাষায় 'অভিব্যক্তি রক্ষণ' (face preservation) হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতিভেদে বিনম্রতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিনম্রতা দর্শনযোগ্য আচরণ, অন্তঃস্থিত অনুভূতি এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় (Leech, 2014)। আমাদের বাঙালি সমাজে বিনম্রতা প্রকাশিত হয় সাধারণত শ্রদ্ধাবোধ (respectfulness), মিতচারিতা (modesty), আচরণ (attitude), পরিমার্জন (refinement) প্রভৃতি গুণাবলির মাধ্যমে (খায়রুন্নাহার, ২০১৫)। Politeness Models in Indian English (Valentine, 1996) প্রবন্ধে ভ্যালেনটাইন বিনম্রতার আলোচনায় বিশ্বজনীনতা অপেক্ষা সংস্কৃতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ করে, এশিয়ান ভাষিক সমাজে, সংস্কৃতি যে বিনম্রতার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে তা তিনি ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে লক্ষ করেছেন। শব্দচয়ন, উচ্চারণের প্রকৃতি, বাক্যিক গঠন, বাককৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষিক বিনম্রতা প্রকাশ পায় বলে ভ্যালেনটাইন মনে করেন। তাঁর মতে, আত্মীয়সূচক শব্দের ব্যবহার, অনুজ্ঞাসূচক বিনম্রতার ব্যবহার, সামাজিক রীতি অনুসরণ করে কথা বলা ভারতীয়দের ভাষা ব্যবহারের ভিত্তি। সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কারণে ইংরেজি ভাষীদের সাথে ভারতীয়দের বিনম্রতার ব্যবহারে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে বলেও গবেষক উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন গবেষণার আলোকে বলা যায়, মানুষ শুধুমাত্র তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য কথা বলে না বরং কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিবেশে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্যও তারা সংজ্ঞাপন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিনম্রতাকে মানবিক আচরণের অন্যতম সমাজ-মনোগত পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Leech, 2014)। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনম্রতা এবং বাককৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন ধরনের বাককৃতির মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনে আমরা প্রতিনিয়ত অনেক রকমের উক্তি উচ্চারণ করি। এই সব উক্তি বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে, যেমন- আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, অভিনন্দন জানানো ইত্যাদি। উক্তির বাককৃতি বা ক্রিয়াশীলতা ভাষা দার্শনিক জন অস্টিন ১৯৫৫ (Austin, 1955) সালে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। অস্টিনের বাককৃতি তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে পরবর্তীতে আরো বিস্তৃতভাবে বাককৃতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন সার্ল (Searle, 1969)।

বাককৃতি এবং বিনম্রতা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তারা অধিকাংশক্ষেত্রে ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) এবং সার্লের (Searle, 1969) বাককৃতি তত্ত্ব অনুসরণ করেছেন।

Politeness Strategies in Directive Speech Acts in Local Indonesian Parliament Assembly Proceddings (Maskuri et al., 2019) প্রবন্ধে মাসকুরি এবং অন্যান্য ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় সংসদে সংসদ সদস্যগণের আদেশমূলক (directive) বাককৃতি ব্যবহারে বিনম্রতার কৌশল অনুসন্ধান করেছেন। এ গবেষণায় তাঁরা কিছু বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন, যেমন- আদেশমূলক বিনম্রতার প্রাসঙ্গিকতা, সংসদ সদস্যগণের আদেশমূলক বাককৃতিতে বিনম্রতার কৌশল, তাদের উক্তিতে আদেশমূলক বাককৃতির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। গবেষকের মতে, সভাপতি, যিনি সংসদের সমগ্র কার্যটি পরিচালনা করেন তার ব্যবহৃত উক্তিতে তিন ধরনের বিনম্রতার কৌশল, যথা- লিপিবদ্ধ বিনম্রতা (onrecord politeness), ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness), নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness) এবং অন্যান্যদের উক্তিতে নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশল (negative politeness) লক্ষণীয়। গবেষণার ফলাফলে সামগ্রিকভাবে নির্দেশনামূলক বাককৃতির বিনম্রতার কিছু কৌশলের কথা গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন, যথা- আমন্ত্রণ জানানো, সম্মান জানানো, প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিনম্রতা; পরামর্শ বা প্রতিবাদের ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ বিনম্রতা প্রভৃতি। মাসকুরি এবং অন্যান্যদের মতে, বিশ্লেষিত উপাত্তে নির্দেশনামূলক বাককৃতির বিনম্রতার ধরন থেকে বলা যায়, এগুলি রাজনৈতিক নির্দেশনামূলক বিনম্রতা। কারণ সংসদ সদস্যগণ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের জন প্রতিনিধি। শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর আলোচনার বাককৃতিতে বিনম্রতার প্রয়োগ পর্যালোচনা করেছেন পুতরি এবং অন্যান্য তাঁদের Speech Act Politeness in Asking and Answering Questions in Discussion of Students at Madrasah Tsanawiyah Negeri (Putri et al., 2018) প্রবন্ধে। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে প্রশ্ন করা বা উত্তর প্রদান উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাককৃতিতে তিন ধরনের বিনম্রতার প্রয়োগ ঘটেছে, যেমন- ইতিবাচক বিনম্রতা, নেতিবাচক বিনম্রতা এবং অস্পষ্ট উক্তির ব্যবহার। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই শ্রোতার অভিব্যক্তির (face) প্রতি লক্ষ্য রেখে এই তিন ধরনের বিনম্রতা প্রয়োগ করেছেন। তাদের গবেষণায় উল্লেখ্য বিষয় হলো ছেলে শিক্ষার্থী অপেক্ষা মেয়ে শিক্ষার্থীর বাককৃতিতে বিনম্রতার প্রয়োগ অধিক।

ডেভেচি এবং মিডা (Deveci and Hmida, 2017) The request speech act in emails by Arab University students in the UAE প্রবন্ধে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট পাঠানো ইমেইলের অনুরোধকৃতির বিনম্রতা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিনম্রতার সঠিক কৌশল তারা প্রয়োগ করতে পারে নাই। ইংরেজিভাষী শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের ইমেইলের ডিসকোর্স তুলনা করে গবেষকদ্বয় দেখেছেন, নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও ইংরেজিভাষীদের সাথে তাদের ডিসকোর্স কাঠামোয় বিনম্রতার কৌশল প্রয়োগে কিছুটা পার্থক্য রয়েই গেছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন। ইন্দোনেশিয়ার সাসাক (Sasak) সম্প্রদায়ের অন্তিমযাত্রার অনুষ্ঠানে ধর্মীয় গুরুর ভাষিক ডিসকোর্সের বিনম্রতা এবং বাককৃতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন জুনাইডি তার Politeness, Speech Acts, And Discourse In Sasak Community (Junaidi, 2017) প্রবন্ধে। এতে তিনি সংস্কৃতি এবং পরিস্থিতিভেদে বাককৃতি এবং বিনম্রতার প্রয়োগ লক্ষ করেছেন। গবেষকের মতে, পরিস্থিতি অনুসারে ভাষার ব্যবহার সবসময় ভাষিক সার্বজনীনতার নিয়ম অনুসরণ করে না। গবেষণার প্রাপ্ত ফলে দেখা যায় বিশ্লিষ্ট ডিসকোর্সে ধর্মীর গুরু কিছু ইতিবাচক কৌশল প্রয়োগ করেছেন সম্বোধনকারীর অভিব্যক্তির (face) বৃদ্ধি করতে এবং একইসাথে নেতিবাচক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন শ্রোতার নেতিবাচক অভিব্যক্তি (face)হ্রাস করার জন্য।

দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষার প্রয়োগার্থবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন জরুরি, অন্যথায় উক্তির বা বাক্যের প্রয়োগ সঠিক হয় না। Politeness and Indirect Request Speech Acts: Gender Oriented Listening Comprehension in Asian EFL Context প্রবন্ধে হারুনি (Harooni, 2017) বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে Written Discourse Completion Test (WDCT) পদ্ধতিতে ইরানীয় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর শ্রবণ ও উপলব্ধিবোধ থেকে অনুরোধকৃতির ক্ষেত্রে বিনম্রতা ও অপ্রত্যক্ষতার ধারণা জানার চেষ্টা করেছেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বিনম্রতা এবং অপ্রত্যক্ষ বাককৃতির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশনা প্রদান ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে EFL নারী-পুরুষ উভয় শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারে; বিশেষ করে, নারী শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারে। গবেষকের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল প্রয়োগ শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রসারতা বাড়াতে। তিনি আরো মনে করেন, প্রথাগত অপ্রত্যক্ষতা অনুরোধ কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক গৃহীত কৌশল এশিয়ান সংস্কৃতিতে বিশেষ করে নারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

কার্টজ তার Politeness theory and the classification of speech acts (Katz, 2015) প্রবন্ধে অস্টিন (১৯৬২) এবং সার্ল (১৯৬৯) প্রদত্ত বাককৃতির শ্রেণিবিভাগের সমালোচনা করেছেন। সার্লের শ্রেণিকরণ অস্টিনের শ্রেণিকরণ অপেক্ষা উন্নততর বললেও এখানেও কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেছেন কার্টজ। সার্লের শ্রেণিকরণের সবচেয়ে বড় ত্রুটি 'উপযুক্ততার অভিমুখ' (direction of fit) বলে তিনি মনে করেন। কার্টজ সার্লের শ্রেণিবিভাগকে ভিত ধরেই বাককৃতির শ্রেণিকরণ করেছেন এবং একই সাথে ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (১৯৮৭) ও কুলপেপার (Culpeper, 2003) এর অশিষ্টতার তত্ত্বকে (impoliteness theory) বাককৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে দেখিয়েছেন। এর ফলে বাককৃতির প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে বলে কার্টজ মনে করেন। A studey on the use of speech acts প্রবন্ধে বায়াত (Bayat, 2013) বিভিন্ন প্রকার বাককৃতির প্রায়োগিক দিক আলোচনা করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি চার ধরনের বাককৃতির প্রয়োগ, যথা- ক্ষমা প্রার্থনা (apology), অভিযোগ জ্ঞাপন (complaining), প্রত্যাখ্যান (refusing) এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন (thanking) সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেন। বায়াত তাঁর উপাত্তে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বাককৃতি সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণার সাথে যাচাই করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ কৃতির ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ রূপ (implicit) এবং ধন্যবাদ কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ রূপ (explicit) সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন।

Cross Cultural Variation of Politeness Orientation and Speech Act Perception প্রবন্ধে আল-খাওয়ালদে এবং জেগারাক (Al-Khawaldeh and Zegarac, 2013) জর্ডনীয় এবং ইংরেজি ভাষী সমাজের ধন্যবাদ জ্ঞাপন বাককৃতির উপলদ্ধিবোধ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এই দুই সংস্কৃতিতে কোন ক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং সেক্ষেত্রে কোন ধরনের বাককৃতি ব্যবহার করা হয় তা জানার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশ্লেষিত উপাত্তে সামান্য কিছু সাদৃশ্য এবং দৃশ্যমান বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কারণ এই দুই দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় দূরত্ব বিদ্যমান। তাঁদের মতে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফল থেকে বোঝা যায় প্রতিটি দেশের স্থানীয় অধিবাসী তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজ ভাষীদের দৈনন্দিন জীবনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তাদের শিষ্টাচার প্রকাশের অংশ কিন্তু জর্ডানীয় তথা আরব সমাজ তথা এশীয় সংস্কৃতিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন শুধুমাত্র শিষ্টাচার প্রকাশের অংশ নয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় এবং একই সাথে সামাজিক সুসম্পর্ক তৈরি ও রক্ষার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Speech acts, face work and politeness: Relationship-building across cultures প্রবন্ধে চেং (Cheng, 2011) কিছু মিশ্র সাংস্কৃতিক এবং আন্তঃসংস্কৃতিক গবেষণা পর্যালোচনা করেছেন। তিনি মূলত অভিব্যক্তি (face), অভিব্যক্তির কৃতি (face work), বিনম্রতা (politeness) এবং অবিনম্রতা (impoliteness) আলোচনা করে সেগুলোর প্রায়োগিকতা তুলে ধরেছেন এবং পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। গবেষক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশের বাককৃতিগত বৈচিত্র্য, যথা- ক্ষমা প্রার্থনা (apology), অভিযোগ (complaint), শুদ্ধি (correction), অভিবাদন (greetings), প্রত্যাখ্যান (refusal), অনুরোধ (request) ইত্যাদির তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে চেং গুরুত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন সংস্কৃতির রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির ওপর। বাস্তব জীবনের মিথক্রিয়ার প্রভাব মিশ্র সাংস্কৃতিক এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে এবং এটি একই সাথে আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা ও পেশাগত যোগাযোগে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে গবেষক উল্লেখ করেছেন। Politeness and indirectness across cultures: A comparison of English, German, Polish and Russian request প্রবন্ধে ওগিরম্যান (Ogiermann, 2009) ইংরেজি, জার্মান, পোলিশ ও রাশিয়ার ভাষায় অনুরোধ কৃতির তুলনামূলক বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করেছেন। গবেষকের মতে, অপ্রত্যক্ষ বাককৃতি ও বিনম্রতার মধ্যেকার সম্পর্ক সংস্কৃতিভেদে ভিন্নতা লাভ করে। এক্ষেত্রে তিনি DCT (Discourse Completion Test) পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য ব্লাম-কুলকা (Blum-Kulka, 1984)-র CCSARP (Cross-Cultural Speech Act Realization Project) অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। গবেষকের মতে, অনুরোধ কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা অপেক্ষা জার্মান, পোলিশ, রাশান ভাষাতে প্রত্যক্ষ রীতির প্রয়োগ বেশি। তিনি মনে করেন, উল্লিখিত চারটি ভাষাতেই অনুরোধ কৃতির ক্ষেত্রে নিবেদন কৃতির প্রত্যক্ষতা ভাষিক সংগঠনের সাথে সাথে সংস্কৃতির ওপরও নির্ভরশীল। উপাত্ত বিশ্লেষণে তিনি দেখতে পেয়েছেন, অনুজ্ঞাসূচক (imperative) বাক্যের ব্যবহার পোলিশ ও রাশান ভাষাতে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার তুলনায় বেশি অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বাঞ্চলে অনুজ্ঞাসূচক অনুরোধ কৃতির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান এক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। Polite request in the classroom: Mixing grammar and pragmatics instruction প্রবন্ধে রেয়েস (Reyes, 2008) শ্রেণিকক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ ক্লাসে বিভিন্ন ক্রিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে ইংরেজি অনুরোধ কৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কার্যকারিতা লক্ষ করেছেন।

তাঁর মতে, দ্বিতীয় ভাষার প্রায়োগিক জ্ঞান শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে বাককৃতি ও বিনম্রতার সঠিক ব্যবহার ভাষা শিক্ষণের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে গবেষক উল্লেখ করেন। DCT (Discourse Completion Test) পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে রেয়েস দেখতে পেয়েছেন যে, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণে প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীর প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই প্রশ্নের মাধ্যমে অনুরোধ কৃতি প্রয়োগ করেছেন। Please এর মাধ্যমে অধিক বিনম্রতা পরিলক্ষিত হয় বলে শিক্ষার্থীদের লিখিত বাক্যে please এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একই সাথে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, মূল্যবোধও দ্বিতীয় ভাষার অনুরোধ কৃতিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। Directness as a Sourse of Misunderstanding: The Case of Request and Suggestion প্রবন্ধে কাইললা (Kailla, 2005) বৃটিশ ইংরেজি, গ্রিক এবং জার্মান ভাষার পরামর্শ এবং অনুরোধ কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কাইললা এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে পরামর্শ এবং অনুরোধ কৃতি অনুধাবনের সাধারণ রীতি অনুসন্ধান করেছেন। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে পরামর্শ, অনুরোধ কৃতি অপেক্ষা কম অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) প্রদর্শন করে বলে তিনি মনে করেন। যথাযথভাবে পরামর্শ এবং অনুরোধ কৃতি অনুধাবন করতে না পারলে কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বৃটিশ, গ্রিক এবং জার্মানভাষী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষকের মতে, তিন ভাষাতেই প্রশ্নসূচক পরামর্শের মাধ্যমে অনুরোধ কৃতি করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, জার্মান এবং গ্রিক ভাষী অনুরোধ কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ রূপ, যেমন- অনুজ্ঞাসূচকে সহায়ক ক্রিয়া ব্যতীত প্রশ্ন বেশি করে থাকেন কিন্তু ব্রিটিশরা এই কৌশলকে অবিনম্রতা মনে করেন। ব্রিটিশরা তাদের ভাষাতে অপ্রত্যক্ষ কৌশল বেশি প্রয়োগ করেন বলেও গবেষক উল্লেখ করেছেন।

Politeness Strategies in Institutional Speech Acts প্রবন্ধে নাভ্রাতিলোভা (Navratilova, 2005) ইউনেস্কোর (UNESCO) লিখিত আইনে (resolutions) বিনম্রতা কৌশলের শাব্দিক এবং বাক্যিক প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মূলত লিখিত কূটনৈতিক ভাষার আদেশমূলক (directive) এবং প্রকাশমূলক (expressive) বাককৃতির ক্ষেত্রে বিনম্রতার কৌশল ও মিশ্র সংস্কৃতিতে সামাজিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে এর প্রয়োগ ঘটে তা লক্ষ করেছেন। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩১তম সাধারণ অধিবেশনের ১১৪টি লিখিত আইনের (resolutions) ডিসকোর্সে শব্দ সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। এর মধ্যে

আদেশমূলক বাককৃতি (directive speech acts), যেমন- আবেদন (appeal), ক্ষমতা প্রদান (authorize), আহ্বান করা (call upon), আমন্ত্রণ (invite), প্ররোচিত করা (urze), অনুরোধ (request) এবং *প্রকাশমূলক বাককৃতি*, যেমন- অভিনন্দন (congratulate), কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (convcy gratitude), ধন্যবাদ (thank) এর প্রয়োগে বিনম্রতার কৌশল পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখেছেন, নেতিবাচক বিনম্রতা প্রকাশিত হয় অপ্রত্যক্ষ আদেশমূলক (indirect directive) নিবেদন কৃতির কিছুটা প্রশমনের মাধ্যমে। তিনি ইতিবাচক বিনম্রতা চিহ্নিত করেছেন প্রকাশমূলক (expressive) বাককৃতির সাহায্যে। সাধারণত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভাষা ব্যবহারে রীতিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আদেশমূলক (directive) এবং প্রকাশমূলক (expressive) বাককৃতির ব্যবহার বিনম্রতা এবং সমাজ প্রায়োগিকতার ওপর নির্ভর করে বলে নাভ্রাতিলোভা মনে করেন।

Politeness in the Netherlands: Indirect Request প্রবন্ধে পেয়ার (Pair, 2005) নেদারল্যাণ্ডের তিনটি ভাষিক শ্রেণির অনুরোধ কৃতি ব্যবহারের কৌশল লক্ষ করেছেন। তিনি গবেষণার জন্য তিনটি ভাষিক শ্রেণি নির্ধারণ করেছেন এবং ডাচ ও স্প্যানিশ ভাষার অনুরোধ কৃতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং ডাচভাষী স্প্যানিশ শেখার পরে কীভাবে অনুরোধ কৃতি প্রয়োগ করে তা বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষমতা (power), সামাজিক দূরত্ব (social distance), পরিস্থিতি (situational context) চলক হিসেবে ধরে DCT (Discourse Completion Test) পদ্ধতিতে তিনি উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন। উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্প্যানিশ ভাষী অনুরোধ কৃতিতে প্রত্যক্ষ রীতি অধিক ব্যবহার করে কিন্তু ডাচভাষী স্প্যানিশ শিক্ষার্থীর অনুরোধ কৃতির কৌশলে ডাচ ভাষার অপ্রত্যক্ষতা অধিক প্রভাব বিস্তার করে। বাহাসা (ইন্দোনেশিয়া) ভাষাভাষীদের ইংরেজি ভাষার প্রত্যাখ্যান বাককৃতির (refusal speech acts) প্রয়োগগত সমস্যা তার Recognizing Speech Acts of Refusals প্রবন্ধে সোপ্রিয়াতমাদি (Soepriatmadi, 2003) উল্লেখ করেছেন। গবেষক বলেছেন কোনো ভাষা ব্যবহারকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের সাথে প্রায়োগিক দক্ষতা না থাকলে বিভিন্ন ধরনের বাককৃতির, বিশেষ করে প্রত্যাখ্যান বাককৃতির ক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

প্রয়োগার্থবিজ্ঞানে অনুরোধ ও প্রত্যাখ্যান বাককৃতি সহাবস্থানিক যুগলে অবস্থান করে। গবেষক সঠিকভাবে সহাবস্থানিক যুগলের ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারকারী অনুধাবন করতে পারবে কীভাবে উক্তির মাধ্যমে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যায়।

আমাদের প্রাত্যাহিক যোগাযোগের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি উচ্চারণ করি যার মাধ্যমে আমাদের মনোগত অভিপ্রায় (intention) নির্দেশিত হয় (Searle, 1969)। এই বাককৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায় বিনম্রতা, যা মানব সমাজের আদিমতম বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতিভেদে বিনম্রতার প্রকাশ ভিন্নতা লাভ করলেও উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় প্রতিটি ভাষিক সমাজে বাককৃতি এবং বিনম্রতার সহাবস্থান রয়েছে। কিন্তু আমাদের জানা মতে দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বা বিনম্রতা বিষয়ক ইতঃপূর্বে কোনো গবেষণা সম্পাদিত হয় নাই। এ কারণে এখানে দাওয়াতপত্রের বাককৃতির বিনম্রতা বিষয়ক পূর্ব গবেষণা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় অধ্যায়

তত্ত্বগত বিবেচনা

বর্তমান গবেষণায় বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন ধরনের দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতা ও বাককৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য দুই ধরনের তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে- প্রথমত, বিনম্রতা তত্ত্ব (politeness theory), এবং দ্বিতীয়ত, বাককৃতি তত্ত্ব (speech act theory)। নিচে সংক্ষেপে এ দুটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হলো-

৩.১ বিনম্রতার তত্ত্ব

Politeness এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিনম্রতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ভাষিক সমাজে বিনম্রতা থাকলেও সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিনয়ী হওয়ার অর্থ মূলত একটি ভাষিক সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষিক রীতিবদ্ধ আচরণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (Huang, 1997)। বিনম্রতার তত্ত্বে বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির মানুষের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ায় ব্যবহৃত নিয়মাবলির প্রতিফলন ঘটে থাকে। ভাষায় ব্যবহৃত বিনম্রতা ব্যাখ্যার জন্য বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে। উল্লেখযোগ্য তত্ত্বসমূহ নিচে প্রদত্ত হলো-

৩.১.১ গ্রাইসিয়ান রীতি (Gricean maxim)

প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের বিনম্রতার ক্ষেত্রে গ্রাইসের (Grice, 1967) সহযোগী রীতি (co-operative principle, CP) এবং কথোপকথন রীতি (maxim of conversation) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক পল গ্রাইস (Paul Grice) কথোপকথনের ক্ষেত্রে উক্তির ব্যবহার এবং তা অনুধাবন অনুসারে ৪টি সহযোগী রীতির প্রস্তাব করেছেন। এগুলি হলো-

i) পরিমাণ বা মাত্রার রীতি (maxim of quantity) : কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে পরিমিত তথ্য প্রদান করা।

ii) স্বভাব বা গুণগত রীতি (maxim of quality) : যা প্রমাণসিদ্ধ নয় বা মিথ্যা বলে মনে হয় তা না বলা।

iii) প্রাসঙ্গিকতার রীতি (maxim of relevence) : সংশ্লিষ্ট বিষয় বা প্রসঙ্গ অনুসারে কথা বলা।

iv) বিনয় রীতি (maxim of manner) : কথোপকথনে দুর্বোধ্যতা এড়িয়ে চলা এবং সংক্ষিপ্তকারে, সুশৃঙ্খলভাবে সংজ্ঞাপনে অংশ নেওয়া।

গ্রাইসের মতে (১৯৬৭) সাধারণ কথোপকথনে বক্তা-শ্রোতা উভয়েই সহযোগী রীতি (co-operative maxim) ব্যবহার করে, এ থেকে সুস্পষ্ট হয় তারা কীভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ করে। মূলত গ্রাইসের তত্ত্বের (১৯৬৭) উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংজ্ঞাপনে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে তথ্যের সফল আদান-প্রদান বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান।

৩.১.২ ল্যাকফের বিনম্রতার রীতি (Lakoff's rules of politeness)

এলেন (Elen), ল্যাকফকে (Lakoff) আধুনিক বিনম্রতা (politeness) তত্ত্বের জননী বলে অবিহিত করেছেন (উদ্বৃত; Leech, 1983)। ল্যাকফের (১৯৭৩) মতে, ভাষিক ব্যাকরণে শুধুমাত্র ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি নয়, ভাষার প্রয়োগার্থিক (pragmatics) দিকও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। গ্রাইসের (Grice, 1967) কথোপকথন রীতির (conversational maxim) ওপর ভিত্তি করে ল্যাকফ প্রয়োগার্থিক ক্ষেত্রে ২টি সার্বজনীন রীতির উল্লেখ করেছেন, যথা- সুস্পষ্ট হওয়া (be clear) এবং বিনম্র হওয়া (be polite)। বিনম্র হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বক্তা-শ্রোতার কথোপকথনের ৩টি কৌশলের কথা বলেছেন, যথা- কোনো কিছু আরোপ না করা, বিকল্প প্রদান করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা (do not impose, give options, and be friendly)।

গ্রাইসের (১৯৬৭) মতো তিনিও মনে করেন, সঠিক যোগাযোগের জন্য সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রদান প্রয়োজন। পরবর্তী প্রকাশনায় ল্যাকফ (১৯৯০) ভিন্ন ৩টি রীতির উল্লেখ করেছেন, যথা- আনুষ্ঠানিকতা (formality), সশ্রদ্ধ বাধ্যতা (deference) এবং পারস্পরিক আস্থা (camaraderie)। সংস্কৃতিভেদে এ রীতিসমূহ ভিন্নতা পায়। দৈনন্দিন কথোপকথনে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা ল্যাকফের তত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

৩.১.৩ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল (Brown and Levinson's politeness strategies)

ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson), গোফম্যানের (Goffman, 1967) অভিব্যক্তি (face) ধারণার ওপর ভিত্তি করে ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করেন *Politeness: Some universal in language usage* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তাঁরা অতি পরিচিত বিনম্রতা তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যেটি প্রয়োগার্থবিজ্ঞানে সার্বজনিক বিনম্রতা তত্ত্ব নামে পরিচিত (আরিফ, ২০২২)। তাঁদের আলোচনার মূল

বিষয় অভিব্যক্তি (face), ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness), নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness), অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (face threatening act, FTA) এবং বিনম্রতার কৌশল (politeness strategies)। নিচে এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

৩.১.৩.১ অভিব্যক্তি (face)

ব্রাউন এবং লেভিনসনের মতে, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব অভিব্যক্তি (face) রয়েছে। একে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা হিসেবে (Brown and Levinson, 1987)। চীনা ভাষাবিজ্ঞানী গু (Gu, 1990) এর মতে, অভিব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করাকে ব্যক্তিগত বিষয় অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও অভিব্যক্তি দিয়ে ব্যক্তির নিজস্ব কিছুকে বোঝায় তারপরও এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় আন্তঃব্যক্তিক বা সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক। ব্রাউন ও লেভিনসন তাঁদের তত্ত্বে দুই ধরনের অভিব্যক্তির উল্লেখ করেছেন, যথা- ইতিবাচক অভিব্যক্তি (positive face) এবং নেতিবাচক অভিব্যক্তি (negative face)। এই দুই ধরনের অভিব্যক্তিই সংজ্ঞাপনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৩.১.৩.২ অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক

ব্রাউন এবং লেভিনসনের তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বিষয় অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (face threatening act, FTA)। বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিব্যক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাঁধাস্বরূপ হয় বা এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করে থাকে যাকে ব্রাউন এবং লেভিনসন অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক বলেছেন (আরিফ, ২০২২)।

৩.১.৩.৩ ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা

ব্রাউন এবং লেভিনসন তাঁদের তত্ত্বে দুই ধরনের বিনম্রতা নির্দেশ করেছেন, যথা- ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness) এবং নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness) (Brown and Levinson, 1987)। এই দুই শ্রেণির বিনম্রতার বেশ কিছু কৌশল রয়েছে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো।

ক. ইতিবাচক বিনম্রতার কৌশল

ইতিবাচক বিনম্রতা বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড, যেমন- প্রশংসা করা, অভিনন্দন জানানো, সৌহার্দ্য দেখানোর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়। ইতিবাচক বিনম্রতা প্রদর্শনের জন্য ব্রাউন এবং লেভিনসন ১৫ ধরনের কৌশল নির্ধারণ করেন (Brown and Levinson, 1987; উদ্বৃত, আরিফ, ২০২২)। এগুলো হলো-

১। শ্রোতাকে খেয়াল করা, মনোযোগ দেওয়া (তাঁর আগ্রহ, প্রয়োজন, চাওয়া এবং সম্পত্তি) Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods)

২। বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার কৌতূহল, অনুমোদন এবং সহানুভূতি) Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)

৩। শ্রোতার কৌতূহলকে তীব্রতর করা (Intensify interest to H)

৪। দলভুক্ত পরিচয়কে সূচিত করা (Use in-group identity markers)

৫। মতৈক্য অন্বেষণ (Seek agreement)

৬। মতানৈক্য এড়ানো (Avoid disagreement)

৭। অভিন্ন ভিত্তিকে অনুমান/উত্থাপন/ঘোষণা করা (Presuppose/raise/assert common ground)

৮। তামাশা (Joke)

৯। শ্রোতার প্রত্যাশা বিষয়ে বক্তার যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে পূর্বানুমান করা (Assert or presuppose S’s knowledge of concern for H’s wants)

১০। প্রস্তাব দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া (Offer, promise)

১১। আশাবাদী হওয়া (Be optimistic)

১২। কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা (Include both S and H in the activity)

১৩। যুক্তি প্রদান করা বা যুক্তি প্রত্যাশা করা Give (or ask for) reasons

১৪। পারস্পরিকতা বিষয়ে অনুমান করা বা ঘোষণা করা (Assume or assert reciprocity)

১৫। শ্রোতাকে উপহার প্রদান (দ্রব্য, সহানুভূতি, বোঝাপড়া, সহযোগিতা) Give gifts to H (goods, sympathy, understanding, cooperation)

এখানে, H (hearer) এবং S (speaker) দ্বারা যথাক্রমে বক্তা ও শ্রোতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

খ. নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশল

যেকোনো ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বা সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বা আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে নেতিবাচক বিনম্রতা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। নেতিবাচক পরিস্থিতি প্রশমনের কৌশল হিসেবে এই শ্রেণির বিনম্রতা ব্যবহার করা হয় বলে একে নেতিবাচক বিনম্রতা নামকরণ করা হয়েছে। নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থতা করার জন্যও ব্রাউন এবং লেভিনসন ১০ ধরনের কৌশল শনাক্ত করেছেন (Brown and Levinson, 1987; উদ্বৃত, আরিফ, ২০২২)। এগুলো হলো-

১। স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া (Be conventionally indirect)

২। প্রশ্ন, রক্ষাকবচ (Question, hedge)

৩। নিরাশ হওয়া (Be pessimistic)

৪। হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা (Minimize the imposition, R)

৫। ভিন্নধর্মী হওয়া (Give deference)

৬। ক্ষমা চাওয়া (Apologize)

৭। বক্তা-শ্রোতাকে নিরপেক্ষ করা : ‘আমি’ এবং ‘তুমি’র ব্যবহারকে এড়িয়ে যাওয়া (Impersonalize S and H: Avoid the pronouns `I’ and `you’)

৮। অকিঞ্চিৎকর হওয়া (State the FTA as a general rule)

৯। সম্মান দেওয়া (Nominalize)

১০। বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া, শ্রোতাকে অকৃতজ্ঞ না করা/ভাবা (Go on record as incurring a debt, or as not indebting H)

এখানেও H (hearer) এবং S (speaker) দিয়ে বক্তা ও শ্রোতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, ব্রাউন এবং লেভিনসনের মতে, বিনম্রতার সাথে দুইটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। একদিকে অভীক (FTA) হ্রাস করা, অন্যদিকে অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করা। নেতিবাচক বিনম্রতায় অভীক হ্রাস পায় কারণ বক্তা এক্ষেত্রে শ্রোতাকে কোনো বিষয়ে জোর করেন না বা সরাসরি আদেশ করেন না। নেতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে বক্তা অনুরোধের মাধ্যমে বা পরোক্ষভাবে শ্রোতাকে তার মনোগত অভিপ্রায় বা ইচ্ছা (intention) সম্পর্কে বলেন। ইতিবাচক বিনম্রতার বক্তার অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি পায় কারণ বক্তা চান, তার সম্পর্কে যে ইতিবাচক ধারণা শ্রোতার মনে রয়েছে তা যেন বর্তমান থাকে বা বৃদ্ধি পায়।

৩.১.৪ লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech’s Model of Politeness)

বিনম্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে লিচ (Leech, 1983) অপ্রত্যক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গ্রাইসের (Grice, 1967) সহযোগী রীতি (co-operative principle, CP) এর ওপর ভিত্তি করে লিচ বিনম্রতার রীতি (politeness principle, PP) প্রস্তাব করেছেন। কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই রীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে তিনি মনে করেন (Leech, 1983)। লিচ ভাষিক বিনম্রতার ৬টি রীতি উল্লেখ করেছেন (১৯৮৩)। যথা-

i) বিচক্ষণ রীতি (tact maxim)

ii) উদারতা রীতি (generosity maxim)

iii) অনুমোদিত রীতি (approbation maxim)

iv) মিতচারিতা রীতি (modesty maxim)

v) চুক্তিবদ্ধ রীতি (agreement maxim)

vi) সহানুভূতিগত রীতি (sympathy maxim)

অধিকতর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, বিচক্ষণ রীতির ক্ষেত্রে শ্রোতার সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। উদারতা রীতির ক্ষেত্রে বক্তার সুবিধা হ্রাস করা হয়। অনুমোদিত রীতির ক্ষেত্রে শ্রোতার সম্মানকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মিতচারিতা রীতিতে বক্তা নিজেকে তুচ্ছ করে শ্রোতাকে সম্মানিত করে। চুক্তিবদ্ধ রীতিতে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যকার মতানৈক্য হ্রাস করা হয় এবং সহানুভূতি রীতিতে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যকার বিদ্বেষ দূর করে পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি করা হয়। লিচের তত্ত্ব অনুসারে বক্তা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর করে শ্রোতাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করে। বক্তা-শ্রোতার আন্তঃসম্পর্ক তথা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৩.১.৫ ইডির বিনম্রতার রীতি (Ide’s politeness principle)

প্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ভাষাবিজ্ঞানী ইডি (Ide, 1993)। তিনি মূলত জাপানি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিনম্রতা আলোচনা করেছেন। ইডি ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) বিনম্রতার তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন পাশ্চাত্যের পক্ষপাতের জন্য (Ide, 1993)।

তাঁর মতে, পাশ্চাত্যে বিনম্রতা ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিক অভীপ্সা পূরণের জন্য। ইডি তার আলোচনায় দুই ধরনের বিনম্রতার উল্লেখ করেছেন, যথা- ইচ্ছাকৃত (volitional) বিনম্রতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক (discernment) বিনম্রতা। ইচ্ছাকৃত বিনম্রতা ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্যমূলক চাওয়া নির্দেশ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিনম্রতা সমাজে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির দায়িত্ববোধের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইডি-র চিন্তাধারা সমষ্টিবাদ বনাম ব্যক্তিবাদের মধ্যকার পার্থক্যকে নির্দেশ করে, যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

৩.২ বাককৃতি তত্ত্ব (Speech Act Theory)

ইংরেজি Speech Act এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বাককৃতি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। মানব সমাজে ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা এবং তা রক্ষা করা। এখানে যোগাযোগ বলতে মূলত ভাববিনিময় যোগ্যতাকে বোঝাচ্ছে (Arif, 2011)। আমাদের দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি উচ্চারণ করি। এই সব উক্তি বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি এক ধরনের ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে, যেমন- আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, শুভেচ্ছা জানানো ইত্যাদি।

অস্টিন ও সার্লকৃত বাককৃতি তত্ত্বের রূপভেদ লক্ষ করা যায়। নিচে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো।

৩.২.১ অস্টিনের বাককৃতি তত্ত্ব (Austin's Speech Act Theory)

ভাষা দার্শনিক জন অস্টিন ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বাককৃতি উপস্থাপন করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তাতে বাক্য বা উক্তির ক্রিয়াশীলতার কথাও বলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ভাষণগুলি একত্রিত করে *How to do Things With Words* (Austin, 1962) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। অস্টিন তাঁর বাককৃতি তত্ত্বের প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন ধরনের বাক্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং লক্ষ করেছেন যে এসব উক্তি বা বাক্যের মাধ্যমে বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি ক্রিয়াশীলতা নির্দেশিত হয়। ইংরেজি বাক্যসমূহকে তিনি তার অলোচনায় দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা-

১) বিবৃতি প্রকাশী বাক্য (constative sentence)

২) কার্য সম্পাদী বাক্য (performative sentence)

বিবৃতি প্রকাশী বাক্যের মাধ্যমে সাধারণত কোনো বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, কার্য-সম্পাদী বাক্যের মাধ্যমে বাক্যের ক্রিয়াশীলতা উপস্থাপিত হয়। কার্য-সম্পাদী বাক্যের ক্রিয়াধর্মিতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে একে তিনি আবার দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা- পরোক্ষ কার্য-সম্পাদী বাক্য (implicit performative sentence) এবং প্রত্যক্ষ কার্য-সম্পাদী বাক্য (explicit performative sentence)। কিন্তু পরবর্তীতে অস্টিন তাঁর এই ধারণাতে স্থির ছিলেন না। তিনি বলেন বিবৃতি প্রকাশী বাক্যেরও ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান। যেহেতু মানুষের মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্যই ক্রিয়াশীলতা নির্দেশ করে, তাই উক্তির এই ক্রিয়াশীলতা নির্দেশে তিনি প্রস্তাব করেন 'সার্বজনীন বাককৃতি তত্ত্বের'। এই তত্ত্বটি তিনটি অভ্যন্তরীণ সহকৃতির সমন্বয়ে গঠিত, যথা-

১) প্রকাশ কৃতি (locutionary act)

২) নিবেদন কৃতি (illocutionary act) এবং

৩) প্রতিক্রিয়া কৃতি (perlocutionary act)

প্রকাশ কৃতি ভাষিক সংগঠন যা মূলত উক্তিকে নির্দেশ করে। প্রকাশ কৃতি উচ্চারণের পেছনে বক্তার যে অভিপ্রায় থাকে, যা শ্রোতাকে সংজ্ঞাপন শেষ করতে প্ররোচনা করে, তাই নিবেদন কৃতি। সংজ্ঞাপন শেষ করার জন্য বক্তা প্রকাশ কৃতির মাধ্যমে শ্রোতার কাছে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এই অভিপ্রায়ের প্রতিক্রিয়াতে শ্রোতা যদি কোনো কৃতি সম্পাদন করে তাহলে তাকে প্রতিক্রিয়া কৃতি বলে।

৩.২.২ সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব (Searle's speech act theory)

ভাষা দার্শনিক জন অস্টিনের (Austin, 1962) বাককৃতি তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে পরবর্তীতে আরো গ্রহণযোগ্য এবং বিস্তৃতভাবে বাককৃতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন সার্ল (Searle, 1969)। সার্ল-এর মতে, বাককৃতি মানব ভাষায় ব্যাপক বিস্তৃত এবং প্রভাবশালী একটি বিষয়। বাককৃতিকে সার্লই প্রথম মানুষের মনোগত সত্তার সাথে সম্পর্কিত করে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যাখ্যা করেছেন (Arif, 2011)। কথা বলার সময় বক্তা শুধুমাত্র কিছু উক্তিই উচ্চারণ করে না, এগুলির মাধ্যমে শ্রোতাকে প্রভাবিতও করে। তাই সার্ল বলেছেন, ভাষা বলার অর্থই বাককৃতি (Searle, 1969)। আমাদের প্রতিটি উক্তির পেছনে অভিপ্রায় (intention) কাজ করে। অভিপ্রায়মূলক বাককৃতি ভাষিক যোগাযোগ সফল ও ফলপ্রসূ করতে মূল ভূমিকা পালন করে। বক্তার অভিপ্রায়মূলক আচরণ ব্যতীত অন্য কোনো যোগাযোগকে প্রকৃত যোগাযোগ বলে না, কারণ উদ্দেশ্যহীন আচরণ শ্রোতার ওপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলে না।

এ কারণে সার্ল দৃঢ়ভাবে বলেছেন (Searle, 1969), ‘অভিপ্রায়’ (intention) বাককৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিস (Davis, 2007) এর সমর্থনে বলেন, সার্ল এর তত্ত্বের মূলকথা হলো প্রসঙ্গযুক্ত ভাষিক উপাদান, যা উদ্ভূত হয় বক্তার মানসিক অভিপ্রায় থেকে। বাককৃতি সম্পন্ন করার জন্য সার্ল ৩টি সহকৃতির কথা বলেছেন (1969), যেমন- প্রস্তাব কৃতি (propositional act), নিবেদন কৃতি (illocutionary act) এবং প্রতিক্রিয়া কৃতি (perlucationary act)।

৩.২.২.১ প্রস্তাব কৃতি

যেকোনো উক্তি বা বাক্য, যার মাধ্যমে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংজ্ঞাপন শুরু হয় তাই প্রস্তাব কৃতি। উক্তিতে ব্যবহৃত ভাষিক উপাদানসমূহকে বলা হয় প্রস্তাব কৃতি। প্রস্তাব কৃতি কোনো নিহিত অভিপ্রায় ব্যতীত একা সংঘঠিত হতে পারে না। তাই বলা যায়, নিবেদন কৃতির অভিপ্রায় (intention) প্রস্তাব কৃতির মূল বিষয় হিসেবে কাজ করে।

৩.২.২.২ নিবেদন কৃতি

সার্ল-এর সহকৃতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন কৃতি। কোনো উক্তির মাধ্যমে আমরা যেসব কাজের ধারণা প্রকাশ করি, যেমন- আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদির পেছনে আমাদের অভিপ্রায় কাজ করে। উক্তির অন্তরালের এই অভিপ্রায় (intention) হলো নিবেদন কৃতি, যা সার্লের ভাষিক দর্শনের মূল উপাদান।

৩.২.২.২.১ নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাস

অস্টিনকৃত নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাসের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে সার্ল (Searle, 1969) নিবেদন কৃতিকে নতুন করে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা-

১) বর্ণনামূলক (representatives)

২) আদেশমূলক (directives)

৩) অঙ্গীকারমূলক (commissives)

৪) প্রকাশমূলক (expressives) এবং

৫) ঘোষণামূলক (declaratives)

বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে বক্তা সাধারণত প্রচলিত কোনো তথ্য শ্রোতাকে বলে থাকেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তা, শ্রোতাকে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেন। আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, প্রশ্ন, অনুরোধ, আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে বক্তা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার জন্য শ্রোতার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হন। প্রতিজ্ঞা করা, কিছু প্রদান করা, প্রত্যাখ্যান করা, হুমকি দেওয়া এই শ্রেণির অন্তর্গত। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তার মানসিক অবস্থা, যেমন- আনন্দ, দুঃখ, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অভিনন্দন জ্ঞাপন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, প্রশংসা করা এই শ্রেণির অন্তর্গত। ঘোষণামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে বক্তার অতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক যোগ্যতা প্রয়োজন। কেননা, ঘোষণামূলক নিবেদনকৃতি উচ্চারণের সাথে সাথে পূর্ববর্তী অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাউকে সমাজচ্যুত করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা, কাউকে মনোনীত করা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি ঘোষণামূলক বাককৃতির অন্তর্গত।

৩.২.২.৩ প্রতিক্রিয়া কৃতি

শ্রোতা প্রতিক্রিয়া কৃতি ব্যবহার করে বক্তার অভিপ্রায় পূরণের উদ্দেশ্যে। শ্রোতা যদি বক্তার নিবেদন কৃতি উপলব্ধি করে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তাহলে তাকে প্রতিক্রিয়া কৃতি বলে। বলা যায়, বক্তার বাককৃতির সাফল্য নির্ভর করে শ্রোতার ত্রুটিহীন প্রতিক্রিয়ার ওপর (Arif, 2011)। লিচ একে নিবেদন কৃতির অভিপ্রায়গত ফলাফল বলে আখ্যায়িত করেছেন (Leech, 2014)। সার্ল (Searle, 1969) প্রতিক্রিয়া কৃতিকে মানবীয় যোগাযোগের সর্বশেষ ধাপ বলে উল্লেখ করেছেন।

এই গবেষণাকর্মটি মূলত ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) এবং লিচের (Leech, 1983) বিনম্রতার তত্ত্ব এবং সার্ল (Searle, 1969) এর বাককৃতি তত্ত্বের আলোকে সম্পাদন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

যেকোনো গবেষণাকর্মে যথাযথ ফলাফল লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিসওয়েলের মতে, 'গবেষণা হলো কোনো একটি বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বাড়ানোর জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পদক্ষেপের একটি প্রক্রিয়া (Creswell, 2012)। তাই বলা যায়, গবেষণা পদ্ধতি হলো কোনো একটি শৃঙ্খলার মধ্যে প্রয়োগকৃত নীতি, প্রণালি বা কার্যপদ্ধতির প্রক্রিয়াগত অধ্যয়ন। গবেষণার জন্য সারা বিশ্বে স্বীকৃত কিছু পদ্ধতি রয়েছে। গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় অনুসারে গবেষণাকর্মে নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন।

৪.১ অনুসৃত পদ্ধতি

উক্ত গবেষণাকর্মে বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বাককৃতি ও বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার কারণে এখানে গুণগত পদ্ধতি (qualitative method) ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিসওয়েল (Creswell, 2012) গুণগত গবেষণাকে উন্মোচিত মডেল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, গুণগত গবেষণা প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটে থাকে এবং এ পদ্ধতি গবেষককে প্রকৃত অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত থেকে বিশদ স্তরের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। গুণগত গবেষণার ধারণা, মতামত বা অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য অসংখ্যাসূচক উপাত্ত, যেমন- পাঠ বা টেক্সট, ভিডিও, অডিও প্রভৃতি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট থাকে।

বর্তমান গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির (qualitative method) অন্তর্ভুক্ত 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ' (content analysis) পদ্ধতিতে দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্স বা উক্তিমালাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) পদ্ধতির জনক বেরেলসন (Berelson, 1952) এই পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, 'গণসংযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়ের রীতিবদ্ধ, বস্তু নিরপেক্ষ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) বলে'। ফলে গবেষণায় বিষয়বস্তু হিসেবে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স পূর্বে উল্লিখিত তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২ গবেষণা উদ্দীপক

উক্ত গবেষণায় উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্র। এতে মোট ৯৬টি দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দাওয়াতপত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যে ৫টি শ্রেণির দাওয়াতপত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো হলো- পারিবারিক দাওয়াতপত্র, ধর্মীয় দাওয়াতপত্র, সামাজিক-সংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র, দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র এবং একাডেমিক দাওয়াতপত্র। তারই আলোকে এতে পারিবারিক শ্রেণির ১৮টি, ধর্মীয় শ্রেণির ৬টি, সামাজিক-সংস্কৃতিক শ্রেণির ২০টি, দাপ্তরিক শ্রেণির ২৭টি এবং একাডেমিক শ্রেণির ২৫টি দাওয়াতপত্র গবেষণা উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.৩ উপাত্ত সংগ্রহ

৪.৩.১ প্রাথমিক উপাত্ত

গুণগত পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দীপক বা দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষণের জন্য গৃহীত সব ধরনের দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি এক ধরনের নিবেদন বা অনুরোধ জ্ঞাপন করে থাকেন, এটি এক ধরনের বাককৃতি। আবার আমন্ত্রণকারী হিসেবে দাওয়াতপত্রের শব্দচয়নেও তিনি বিনম্রতার আশ্রয় নেন। নির্বাচিত দাওয়াতপত্রসমূহে বাককৃতি এবং বিনম্রতা একই সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে উক্ত গবেষণাকর্মে দাওয়াতপত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে বাককৃতির প্রকৃতি এবং বিনম্রতার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) এবং লিচ (Leech, 1983) এর বিনম্রতার তত্ত্ব ও সার্ল (Searle, 1969) এর বাককৃতি তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রশ্নপত্রের (questionnaire) মাধ্যমে ৫জন দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী বা আমন্ত্রণকারী এবং ১২জন দাওয়াতপত্রগ্রহিতা বা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে উন্মুক্ত প্রশ্নের (open-ended questions) মাধ্যমে দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতা সম্পর্কে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিনম্রতা এবং বাককৃতি তত্ত্বের আলোকে এই উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.৩.২ দ্বৈতীয়িক উপাত্ত

বিনম্রতা (politeness) বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং গবেষণা প্রবন্ধে প্রকাশিত তত্ত্ব যা এই গবেষণাকর্মের উপাত্ত বিশ্লেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলি দ্বৈতীয়িক উপাত্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

৪.৪ উপাত্ত বিশ্লেষণ

গৃহীত তত্ত্বসমূহের আলোকে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষণে দাওয়াতপত্রের ভাষাগত এবং প্রায়োগিক দিককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপাত্তসমূহে প্রতিফলিত বিনম্রতা বিশ্লেষণের জন্য ব্রাউন এবং লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ৫টি শ্রেণির সর্বমোট ৯৬টি দাওয়াতপত্র থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিতে প্রাপ্ত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানগত দিকও উল্লেখ করা হয়েছে। উপাত্তসমূহের সংক্ষিপ্তসার শতকরা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে এ গবেষণাকর্মে। সবশেষে প্রাপ্ত মোট ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে দাওয়াতপত্রের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ নির্দেশনার জন্য। অতঃপর ৫টি শ্রেণি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা দাওয়াতপত্র নির্বাচন করে সার্ল (Searle, 1969) এর বাককৃতি তত্ত্বানুসারে দাওয়াতপত্রের উপাত্তসমূহের বাককৃতি (speech act) নির্দেশের জন্য নমুনা দাওয়াতপত্রসমূহের টেক্সট বিশ্লেষণ করে এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সার্লের প্রস্তাব কৃতি, নিবেদন কৃতি এবং প্রতিক্রিয়া কৃতির মাধ্যমে কীভাবে বাককৃতি বা সংজ্ঞাপন সুসম্পন্ন হয় তা এ গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে। একইসাথে নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বাককৃতির মাধ্যমে কোন ধরনের বিনম্রতা প্রকাশ পেয়েছে সেটিও সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে ইতিবাচক, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ, অভিব্যক্তি (face), অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (face threatening act) বা অভীক নির্ণয় করা হয়েছে।

দাওয়াতপত্রের উক্তিমালার বিনম্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) তত্ত্বের সাথে সাথে লিচের (Leech, 1983) ভাষিক বিনম্রতার রীতি অনুসারেও ৫টি শ্রেণির দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লিচ (Leech, 1983) বিনম্রতার যে ছয়টি রীতির উল্লেখ করেছেন তা অনুসারে পূর্বে বিশ্লেষিত নমুনা দাওয়াতপত্র থেকে প্রাপ্ত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহকে সারণিবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে বিনম্রতাপ্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ কেন লিচ নির্ধারিত ঐ শ্রেণির্ভুক্ত করা হয়েছে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণাকর্মে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) এর বিনম্রতার কৌশল, লিচ (Leech, 1983) এর বিনম্রতার রীতি এবং সার্ল (Searle 1969) এর বাককৃতি তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

পঞ্চম অধ্যায়

ফলাফল বিশ্লেষণ

বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য ব্রাউন এবং লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ৫টি শ্রেণির ৯৬টি দাওয়াতপত্র থেকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিতে প্রাপ্ত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমুহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। একইসাথে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানগত দিক নির্দেশ করা হয়েছে এ গবেষণাকর্মে। ৫টি শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করে পৃথকভাবে সেগুলির অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় তুলে ধরা হয়েছে এতে। সার্লের (Searle, 1969) বাককৃতি তত্ত্বের ৩টি সহকৃতি এবং নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিভাগ অনুসারে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাসমূহকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে সেগুলির বাককৃতি নির্দেশ করা হয়েছে এবং বাককৃতির উক্তিমালার মাধ্যমে কোন ধরনের বিনম্রতা প্রকাশ পেয়েছে সেটিও উল্লেখ ধরা হয়েছে এখানে। নমুনা দাওয়াতপত্রসমূহে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) বিনম্রতার কৌশল এবং লিচের (Leech, 1983) বিনম্রতার রীতি অনুসারে। একই সাথে ৫টি শ্রেণির দাওয়াতপত্র প্রণেতা ৫ জন এবং দাওয়াতপত্রগ্রহিতা ১২ জনের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তর সংগ্রহ করে প্রাপ্ত উপাত্ত বিনম্রতা ও বাককৃতির তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

৫.১ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল অনুসারে দাওয়াতপত্রের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

ব্রাউন ও লেভিনসনের সার্বজনিক বিনম্রতা তত্ত্বের (Brown and Levinson, 1987) মৌলিক ধারণাসমূহের মধ্যে অন্যতম বিনম্রতা কৌশল। ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) তাঁদের তত্ত্বে ইতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার জন্য সামাজিক সংজ্ঞাপন প্রতিবেশে ১৫ ধরনের কৌশল নির্ধারণ করেছেন (উদ্বৃত: আরিফ, ২০২২)।

একইভাবে নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থতা করার জন্যও ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) ১০ ধরনের কৌশল শনাক্ত করেছেন (উদ্বৃতঃ আরিফ, ২০২২)। এই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কৌশলের আলোকে পূর্বে উল্লিখিত ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্রে প্রাপ্ত বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশসমূহ বিশ্লেষণ করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

৫.১.১ পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

পারিবারিক দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্স বা উক্তিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই শ্রেণির দাওয়াতপত্রে বিনম্রতার বহুল ব্যবহার রয়েছে। পারিবারিক দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণের জন্য মুসলিম ও হিন্দু উভয় রীতির গায়ে হলুদ, শুভ বিবাহ, বৌভাত/বিবাহোত্তর সংবর্ধনা, অন্নপ্রাশন, সুন্নাতে খাৎনার মোট ১৮টি দাওয়াতপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যথা- মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ বাস করলেও খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারিবারিক দাওয়াতপত্র সহজপ্রাপ্তি না হওয়ায় শুধুমাত্র মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের পারিবারিক দাওয়াতপত্র বর্তমান গবেষণায় গৃহীত হয়েছে।

নিচে নির্বাচিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণিঃ ১ নির্বাচিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987)	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	জনাব/জনাবা	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১০	
২	বেগম	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	

৩	সুহৃদ	বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার অনুভূতি)	১	
৪	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	
৫	মহাশয়/মহাশয়া	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৫	
৬	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
৭	শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৪
৮	আসসালামু আলাইকুম	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৯	
৯	আল্লাহ সর্বশক্তিমান	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
১০	আশীর্বাদ করা	বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার সহানুভূতি)	৬	
১১	বাধিত হইব	সম্মান দেওয়া		২
১২	অশেষ রহমতে	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৫
১৩	ত্রুটি মার্জনীয়	রক্ষাকবচ		৩
১৪	উপস্থিতি ও দোয়া	সম্মান দেওয়া		১০
১৫	আন্তরিকভাবে কামনা করছি	সম্মান দেওয়া		৬
১৬	কামনা করছি	সম্মান দেওয়া		২
১৭	শুভেচ্ছা	বাড়িয়ে তোলা (সহানুভূতি)	১	
১৮	শুভেচ্ছান্তে	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া/সম্মান জানানো		৮
১৯	একান্ত কাম্য	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		৩
২০	কৃতার্থ করিবেন	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২১	যথাবিহীত সম্মানপূর্বক নিবেদন	সম্মান দেওয়া		২
২২	সবান্ধব	সম্মান দেওয়া		২
২৩	বাধিত করিবেন	সম্মান দেওয়া		৩
২৪	ঈশ্বরের কৃপায়	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৩

২৫	ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৩
২৬	নিমন্ত্রণে	কার্যক্রমে বক্তা শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা	২	
২৭	অভ্যর্থনায়	বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার কৌতূহল)	৭	
২৮	বিনীত/বিনীতা	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২৯	ধন্যবাদান্তে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৪
৩০	পরম করুণাময়	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
			৪৫	৭১

ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পারিবারিক দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে ৪৫টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং ৭১টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ রয়েছে। সে হিসেবে মোট ১১৬টি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পারিবারিক দাওয়াতপত্রে পাওয়া যায়। পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসুচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ৩৯ ও ৬১ ভাগ। উল্লিখিত সারণিতে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে নিচের চিত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার রকমফের উপস্থাপন করা যায় এভাবে।

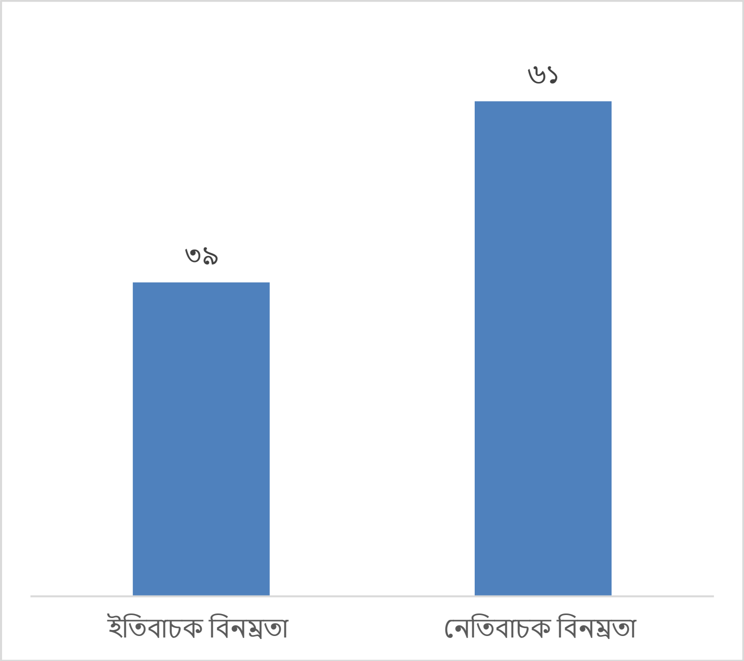

চিত্র ১. পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৫.১.২ ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

ধর্মীয় দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্স বা উক্তিমালা বিশ্লেষণের জন্য মোট ৬টি দাওয়াতপত্র নির্বাচিত করা হয়। এগুলোর মধ্যে মুসলিম রীতির ৩টি ঈদের দাওয়াতপত্র এবং হিন্দু রীতির ৩টি পূজার দাওয়াতপত্র রয়েছে। নিচে এই দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশলের আলোকে উক্ত ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে প্রাপ্ত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

সারণিঃ ২ নির্বাচিত ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987)	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	ঈদ মোবারক	কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা	৩	
২	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	
৩	একান্তভাবে কাম্য	সম্মান দেওয়া		৩
৪	কামনা করি	সম্মান দেওয়া		১
৫	সপরিজন	সম্মান দেওয়া		২
৬	বিনয়াবনত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
৭	নিবেদক	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
৮	শারদীয় শুভেচ্ছা	কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা	২	
৯	ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১
১০	পুন্যতিথি	সম্মান দেওয়া		১
১১	বাগ্‌দেবী	সম্মান দেওয়া		১
১২	উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি	সম্মান দেওয়া		১
			৮	১৪

নির্বাচিত ধর্মীয় দাওয়াতপত্রসমূহ ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে ৮টি ইতিবাচক এবং ১৪টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ রয়েছে। মোট ২২টি বিনম্রসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এখানে পাওয়া যায়। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ৩৬ ভাগ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসুচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের হার ৬৪ ভাগ যা নিচের চিত্রে উল্লেখ করা হলো।

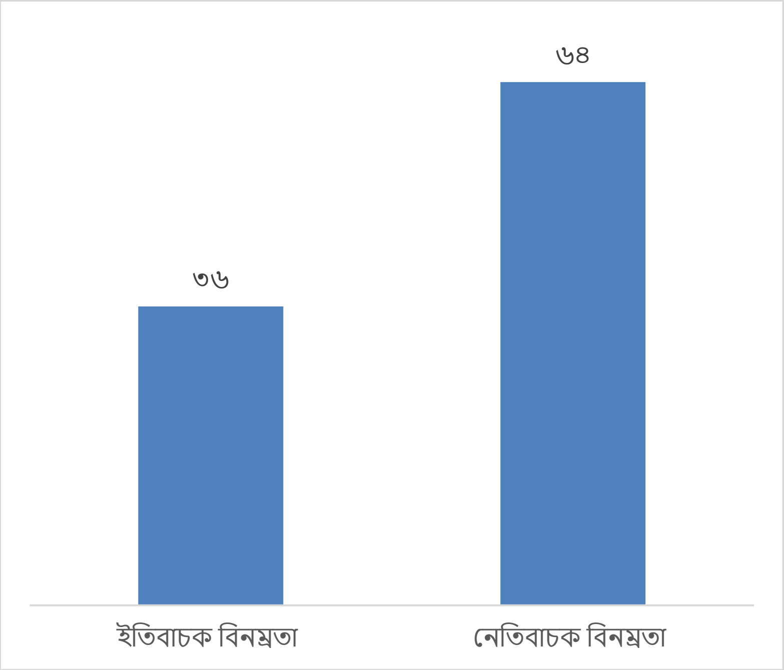

চিত্র ২. ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৫.১.৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

এই গবেষণাকর্মে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেমন- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্মদিন উদযাপন, সংবর্ধনা প্রদান, বৈশাখের অনুষ্ঠান, বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনী, সাংস্কৃতিক উৎসব প্রভৃতির দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ২০টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা ব্রাউন এবং লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ সারণিবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ৩ নির্বাচিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987)	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	সম্মানিত সদস্য	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৫	
২	শুভেচ্ছা	বাড়িয়ে তোলা (সহানুভূতি)	২	
৩	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১২	
৪	সাদর আমন্ত্রণ	সম্মান দেওয়া		১১
৫	আমন্ত্রণ জানাচ্ছি	সম্মান দেওয়া		১
৬	সবান্ধব উপস্থিতি	সম্মান দেওয়া		১
৭	উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		১
৮	সদয় সম্মতিজ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		৫
৯	প্রাণিত করবে	হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা		১
১০	উৎসাহিত করবে	হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা		১
১১	প্রত্যাশা করছি	সম্মান দেওয়া		১
১২	আনন্দময় ও সার্থক করবে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
১৩	সমৃদ্ধ ও স্মরণীয় করবে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১
১৪	অনুপ্রেরণা যোগাবে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
১৫	সম্মানিত অতিথি	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	
১৬	সহৃদয় উপস্থিতি	সম্মান দেওয়া		১
১৭	আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
১৮	সহৃদয়	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১	
১৯	সানুগ্রহ উপস্থিতি	সম্মান দেওয়া		১
২০	সুহৃদ	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১	

২১	প্রীত্যন্তে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১
২২	অশেষ শুভেচ্ছাসহ	সম্মান দেওয়া		২
২৩	ধন্যবাদসহ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
২৪	বিনয়াবনত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২৫	শুভেচ্ছান্তে	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		২
২৬	বিনীত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
২৭	ধন্যবাদান্তে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৫
			২৩	৪৬

ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এখানে ২৩টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং ৪৬টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্রেণির দাওয়াতপত্রে প্রাপ্ত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ মোট ৬৯টি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৩৩ ভাগ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৬৭ ভাগ। নিচের চিত্রে তা উপস্থাপিত হলো।

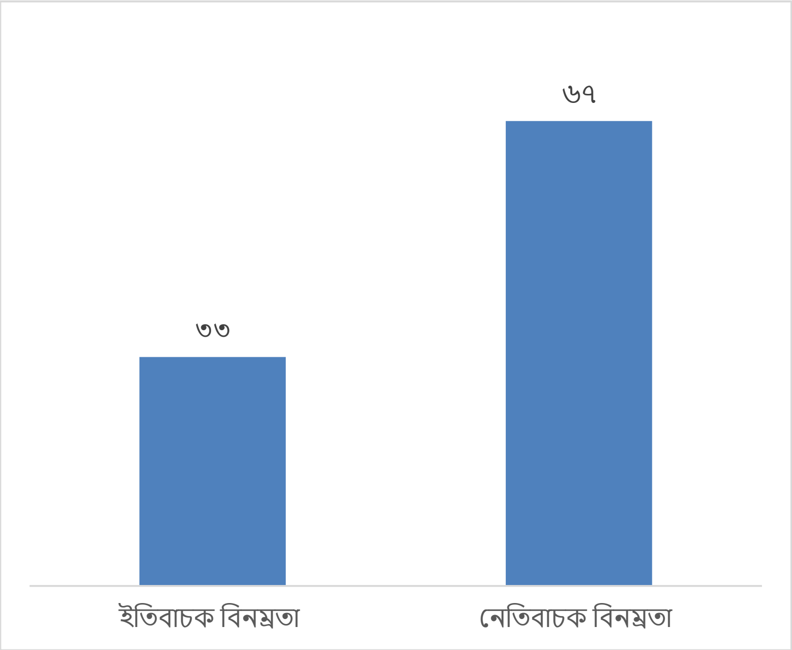

চিত্র ৩. সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৫.১.৪ দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদযাপিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন- স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম বা মৃত্যুদিন, শোক দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে বিনম্রতাসূচক শব্দ বিশ্লেষণের জন্য।

উক্ত গবেষণায় ২৭টি দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষণ করে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথক করা হয়েছে। নিচে তা উপস্থাপিত হলো:

সারণি: ৪ নির্বাচিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987)	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১৭	
২	প্রিয় সহকর্মী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	
৩	মহামান্য	সম্মান দেওয়া		২
৪	সম্মানীয়	সম্মান দেওয়া		১
৫	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১
৬	প্রখ্যাত	সম্মান দেওয়া		১
৭	শুভেচ্ছা	শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা	১	
৮	প্রিয় মহোদয়	শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা	২	
৯	মহোদয়	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	
১০	মাননীয়	সম্মান দেওয়া		১৫
১১	সম্মানিত অতিথি	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১০	
১২	সম্মানিত সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	

১৩	উপস্থিতি কামনা করছি	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		১
১৪	সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি	সম্মান দেওয়া		১৩
১৫	অনুরোধ জানাই	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		২
১৬	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		১৩
১৭	আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৫
১৮	সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		১
১৯	অনুপ্রাণিত করবে	হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা		৩
২০	সানুগ্রহ উপস্থিতি	সম্মান দেওয়া		২
২১	গভীর শ্রদ্ধা	সম্মান দেওয়া		২
২২	সবিনয় অনুরোধ	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২৩	লোকান্তরিত আত্মা	সম্মান দেওয়া		১
২৪	শান্তি লাভ করুক	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		১
২৫	বিনয় সম্ভাষণান্তে	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
২৬	বিনীতভাবে কামনা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
২৭	ধন্যবাদান্তে	ব্যক্তি হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৩
২৮	ধন্যবাদ ও আন্তরিকতাসহ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১
২৯	বিনীত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
৩০	বিনয়াবনত	অকিঞ্চিৎকার হওয়া		৩
৩১	সনির্বন্ধ	সম্মান দেওয়া		১
৩২	ধন্যবাদসহ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৭
৩৩	সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		১
			৩৮	৮৮

ব্রাউন এবং লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশল (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে একটি দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা পর্যালোচনা করে দেখা যায় এতে ৩৮টি ইতিবাচক এবং ৮৮টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে মোট ১২৬টি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সে হিসেবে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৩০ ভাগ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৭০ ভাগ। নিচের চিত্রে তা উল্লেখ করা হলো।

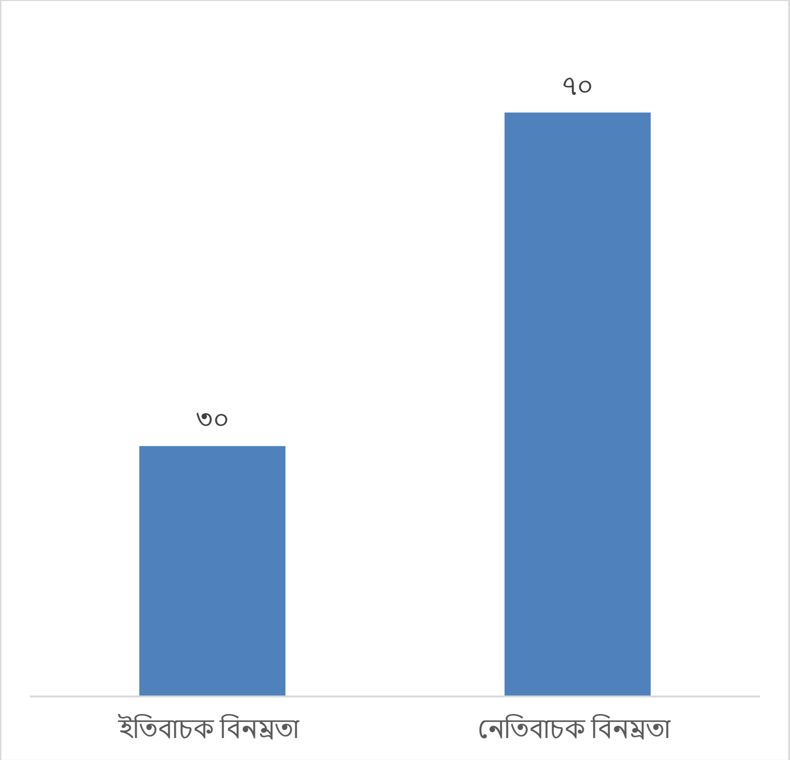

চিত্র ৪. দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৫.১.৫ একাডেমিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার, কোনো বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা, গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের

জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার বা আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র গৃহীত হয়েছে বিনম্রতা বিশ্লেষণের জন্য। একাডেমিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিশ্লেষণের জন্য ২৫টি দাওয়াতপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি: ৫ নির্বাচিত একাডেমিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987)	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	সম্মানিত সহকর্মী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	
২	সম্মানিত অতিথি	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	
৩	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১৮	
৪	মহোদয়	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১	
৫	মাননীয়	সম্মান দেওয়া		১৯
৬	জনাব	শ্রোতাকে খেয়াল করা	১	
৭	বিশিষ্ট	সম্মান দেওয়া		৭
৮	প্রিয় মহোদয়	শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা		১
৯	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		৪
১০	বিনীত অনুরোধ	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
১১	সাদর আমন্ত্রণ	সম্মান দেওয়া		১১
১২	সালাম	সম্মান দেওয়া		১
১৩	সদয় উপস্থিতি কামনা করছি	সম্মান দেওয়া		২
১৪	একান্ত আন্তরিকতায়	বিনীত হওয়া		১

১৫	সবান্ধব আমন্ত্রিত	সম্মান দেওয়া		২
১৬	উপস্থিতি কামনা করছি	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		২
১৭	সানুগ্রহ উপস্থিতি	সম্মান দেওয়া		২
১৮	একান্তভাবে প্রত্যাশা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
১৯	সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি	আশাবাদী হওয়া	১	
২০	আপনার মূল্যবান পরামর্শ	কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা	১	
২১	অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		৩
২২	আসন অলঙ্কৃত করবেন	সম্মান দেওয়া		২
২৩	শুভেচ্ছা	সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা	৪	
২৪	ধন্যবাদান্তে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
২৫	সফল করে তুলবেন	পারস্পরিকতা বিষয়ে অনুমান করা বা ঘোষণা করা	১	
২৬	শ্রদ্ধান্তে	সম্মান জানানো		১
২৭	বিনীত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
২৮	বিনয় সম্ভাষণান্তে	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
২৯	আপনার বিশ্বস্ত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
৩০	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
৩১	ধন্যবাদ ও আন্তরিকতাসহ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
৩২	মহান	সম্মান দেওয়া		১
			৩৩	৭৫

একাডেমিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশল (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে ৩৩টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং ৭৫টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। দাওয়াতপত্রসমূহে ব্যবহৃত মোট বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের সংখ্যা ১০৮টি। সে হিসেবে একাডেমিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৩১ ভাগ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৬৯ ভাগ, যা নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

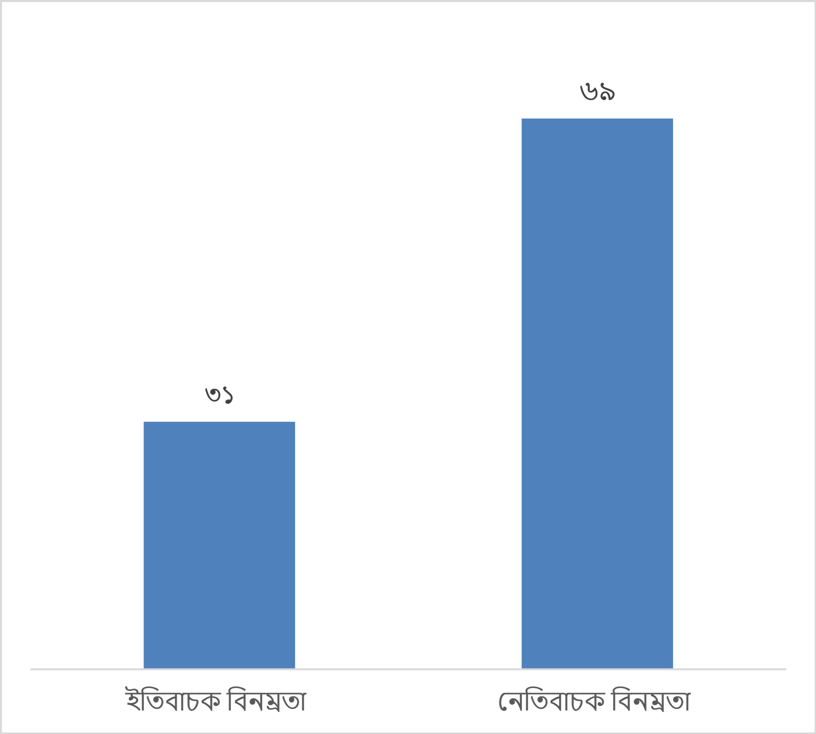

চিত্র ৫. একাডেমিক দাওয়াপত্রের ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

ওপরে উল্লিখিত ৫টি শ্রেণির দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিটি শ্রেণির ক্ষেত্রেই ব্রাউন এবং লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে ‘অভীক’ পরিভাষাটি প্রযুক্ত করা যেতে পারে ‘অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম’ বিষয়টি বোঝানোর জন্য। এই অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস ইতিবাচক বিনম্রতা অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

শ্রোতা যেন কোন ভাবেই মনে না করেন তার ওপর বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বা তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে না, এ কারণেই লেখক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক ব্যবহার করেন। এই গবেষণায় দাওয়াতপত্রের পাঁচটি শ্রেণিতে ব্যবহৃত ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩ ও ৬৭ ভাগ। নিচে লেখচিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো-

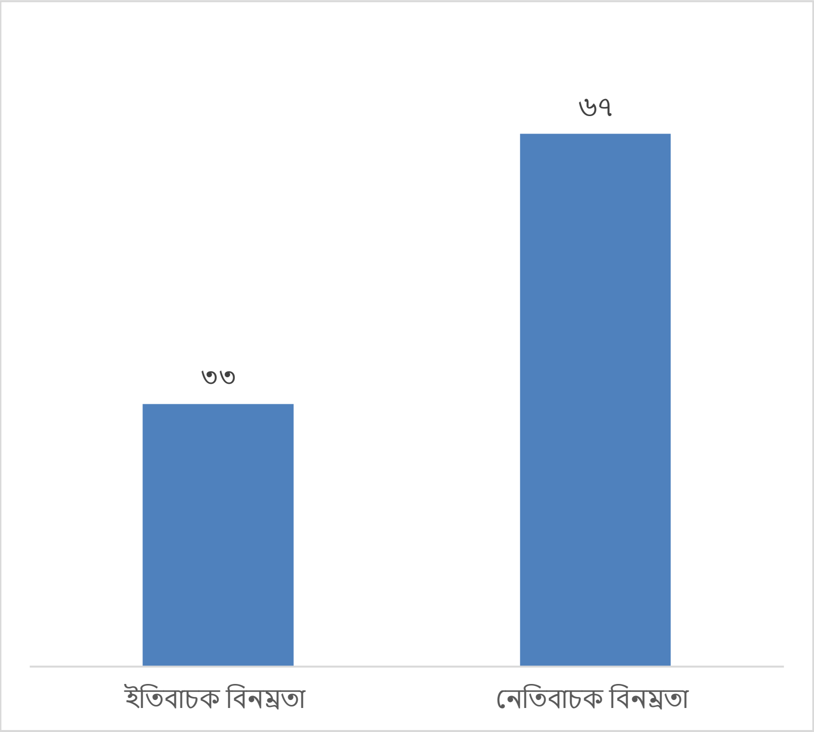

চিত্র ৬. পাঁচটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৫.২ নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাঁচটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ গ্রাফ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিমাণ ৩৩ ভাগ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিমাণ ৬৭ ভাগ। অর্থাৎ প্রতিটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী অধিক ব্যবহার করেছেন। সে বিবেচনায় এই গবেষণায় উল্লিখিত প্রতিটি বর্গ থেকে দুটি করে নমুনা দাওয়াতপত্রের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হলো এগুলোতে প্রতিফলিত বিনম্রতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য।

কিন্তু ধর্মীয় দাওয়াতপত্রের অপ্রতুলতার কারণে এই শ্রেণি থেকে মাত্র একটি নমুনা দাওয়াতপত্রের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত ডিসকোর্স বা উক্তিমালার মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী মনোগত অভিপ্রায় বা বাককৃতির পাশাপাশি সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসারে বিনম্রতাও প্রকাশ করেন। এই কারণে নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণে উল্লিখিত প্রতিটি বর্গের ক্ষেত্রে সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব, ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব এবং লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পর্যায়ক্রমে নমুনা দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করে আমন্ত্রণকারীর বাককৃতি ও বিনম্রতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.২.১ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণের জন্য পারিবারিক দাওয়াতপত্র শ্রেণির অন্তর্গত 'শুভ বিবাহ' অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

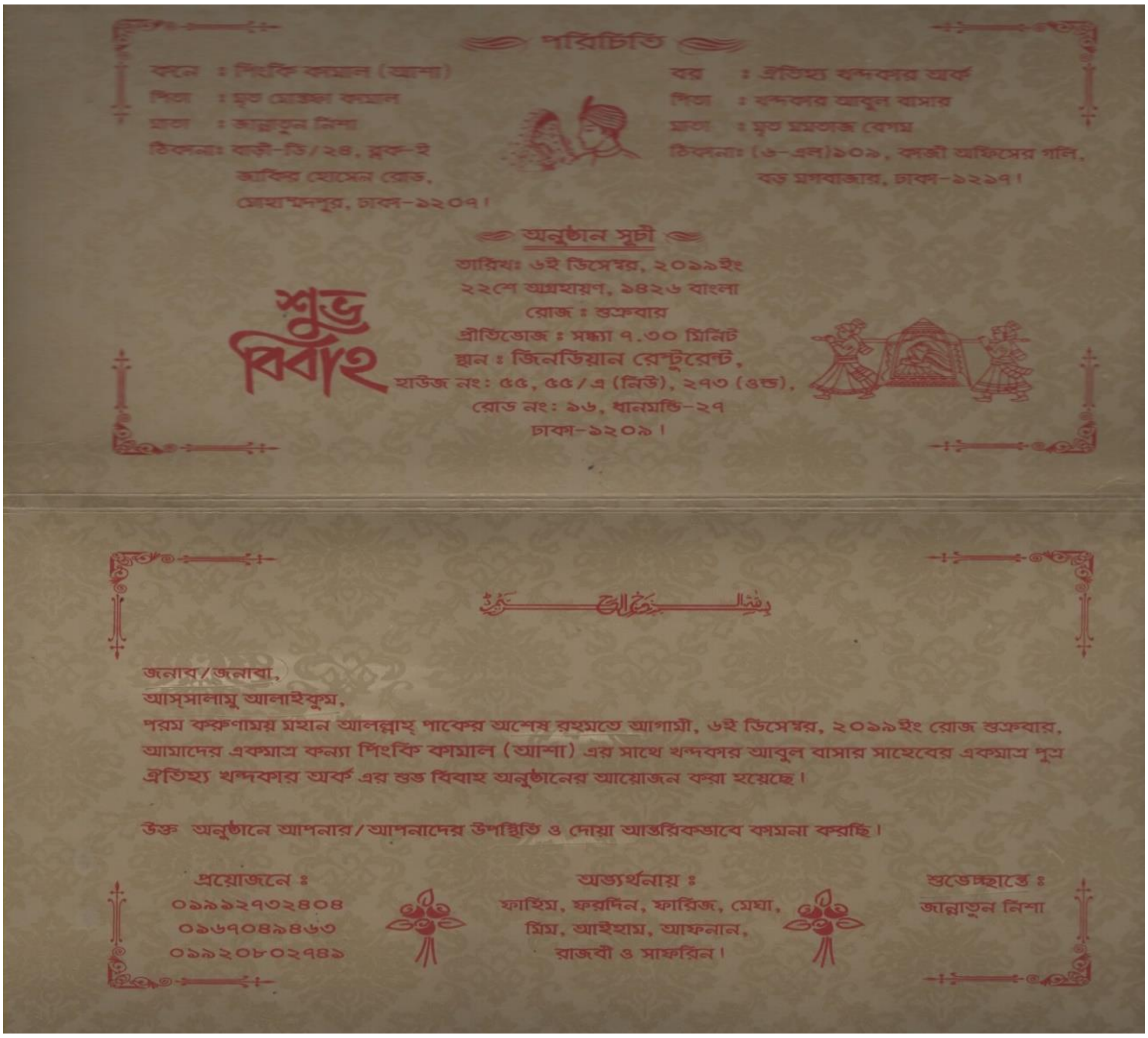

চিত্র ৭. বিশ্লেষিত পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

উল্লিখিত দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট সাতটি অংশ রয়েছে যথা- i) সম্বোধন ii) ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টতা iii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iv) বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানানো v) যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ vi) সমাদর এবং vii) আমন্ত্রণকারীর নামসহ বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

একটি পারিবারিক দাওয়াতপত্রের এই সাতটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ৬ পারিবারিক (শুভ বিবাহ) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	জনাব/জনাবা	আমন্ত্রিত অতিথিদের পুরুষ-নারী অনুসারে সম্বোধন
২	আস্‌সালামু আলাইকুম	ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টতা
৩	অনুষ্ঠানের দিন, তারিখ, স্থান, বর-কনের পরিচিতি	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৪	উপস্থিতি ও দোয়া আন্তরিকভাবে কামনা করছি	বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানানো
৫	প্রয়োজনে	অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো দরকারে যোগাযোগ
৬	অভ্যর্থনা	সমাদর
৭	শুভেচ্ছান্তে	আমন্ত্রণকারীর নিজের নাম উল্লেখ করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

দাওয়াতপত্রের লিখিত এই ভাষিক উপাদানকে সার্লের (Searle, 1969) বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় প্রস্তাব কৃতি। এই প্রস্তাব কৃতির আলোচনার শুরুতেই পুরুষ-নারী অনুসারে সম্মানসূচক সম্বোধনের জন্য ‘জনাব’, ‘জনাবা’ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা ভাষাতে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের জন্য সাধারণত ‘জনাব’ শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত।

ফারসি 'জনাব' শব্দটির নারীবাচক শব্দ হিসেবে 'জনাবা' অনেকে ব্যবহার করেন কিন্তু বাংলা ভাষায় নিয়ম অনুসারে 'জনাবা' শব্দটি সঠিক নয়। আলোচ্য দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্সের পরবর্তী অংশে রয়েছে 'ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টতা'। আমন্ত্রণকারী তাঁর ধর্মানুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে দাওয়াতপত্রে সালাম বা আদাব জানিয়ে থাকেন। এটি সামাজিক শিষ্টতারও অংশ। আলোচিত দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী মুসলিম বিধায় তিনি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' ব্যবহার করেছেন। এ অংশে আমন্ত্রণকারী কিছু তথ্যের মাধ্যমে নিমন্ত্রিত অতিথিকে দাওয়াতপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, তথ্যের মধ্যে রয়েছে অনুষ্ঠানটি কবে, কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হবে, সর্বোপরি যাদের জন্য এ আয়োজন অর্থাৎ বর কনের পরিচিতি এ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে শুভ কাজে আমরা সবার 'উপস্থিতি ও দোয়া' কামনা করে থাকি। আমন্ত্রণকারীও বর-কনের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয় এ কারণে আমন্ত্রিত অতিথির 'উপস্থিতি ও দোয়া' কামনা করেছেন। অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য দাওয়াতপত্রে 'প্রয়োজনে' লিখে কয়েকটি মোবাইল ফোন নাম্বার উল্লেখ করা আছে। অতঃপর 'অভ্যর্থনায়' ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা আছে, এঁরা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবেন। দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতির সবশেষে দেখা যায়, সামাজিক রীতি অনুসারে আমন্ত্রণকারী 'শুভেচ্ছান্তে' এর মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে শুভ কামনা জানিয়ে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশসমূহের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা, কেননা এর মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। সার্লের (Searle, 1969) মতে আমরা যখন কথা বলি তা দিয়ে কাজও নির্দেশিত হয়। দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষার মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় পাঠকের নিকট। এই অভিপ্রায়কে বলা হয় নিবেদন কৃতি (Searle, 1969)। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় হচ্ছে আমন্ত্রণগ্রহীতাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো।

সার্লের নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে 'পরম করুণাময় ....আয়োজন করা হয়েছে' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে লেখক, পাঠককে কোন একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনার পরবর্তী অংশে 'উক্ত অনুষ্ঠানে .... কামনা করছি' আমন্ত্রণকারীর মনোগত

ইচ্ছা বা অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি অতিথিকে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। সার্লের (Searle, 1969) তত্ত্বানুসারে এটি 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। কারণ আদেশমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। 'শুভেচ্ছা' প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি, কারণ এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মানসিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এই দাওয়াতপত্রটিকে 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি' বলা যায়। কেননা আমন্ত্রণকারীর প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে রয়েছে 'অনুরোধ' যা এক ধরনের আদেশমূলক নিবেদন কৃতি।

আমরা জানি, সংজ্ঞাপন বা যেকোনো ধরনের ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখক-পাঠকের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আমন্ত্রণকারীর প্রস্তাব কৃতির অন্তরালের নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি সাড়া প্রদান করেন বা আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলে সার্লের তত্ত্বানুসারে (Searle, 1969) প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে। আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারীর অনুরোধে আমন্ত্রিত ব্যক্তি সাধারণত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বা অপারগতা প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন করেন। সার্লের মতে (Searle, 1969) এভাবেই সংজ্ঞাপন সুসম্পন্ন হয়।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী তাঁর মেয়ের 'শুভ বিবাহ' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে বিনীতভাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে বিনম্রতাসূচক কিছু শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রটিতে বিনম্রতাসূচক যেসব শব্দ বা বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'জনাব/জনাবা', 'আসসালামু আলাইকুম', 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' ইত্যাদি।

বাঙালি সমাজে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের জন্য 'জনাব/জনাবা' ব্যবহার করা হয়। ধর্মীয় রীতি অনুসারে সবাইকে সালাম বা আদাব জানানোও আমাদের সংস্কৃতির অংশ। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে 'জনাব/জনাবা', 'আসসালামু আলাইকুম' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্য। অপরদিকে 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া',

‘আন্তরিকভাবে কামনা করছি’, ‘শুভেচ্ছান্তে’, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য (Brown and Levinson, 1987)। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে (1987) আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে তার নিজস্ব অভিব্যক্তি (face) ধরে রাখতে চাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য, ‘পরম করুণাময়’, ‘অশেষ রহমতে’ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি বিনম্রতা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। আমন্ত্রণকারী অন্যান্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্য, যেমন- ‘উপস্থিতি ও দোয়া’, ‘আন্তরিকভাবে কামনা করছি’, ‘শুভেচ্ছান্তে’ প্রভৃতি আমন্ত্রণগ্রহিতাকে উদ্দেশ্য করে প্রয়োগ করেছেন।

আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন মনে না করেন তাকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে দাওয়াত দেওয়া হয় নাই, এ কারণে আমন্ত্রণকারী উল্লিখিত নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যসমূহ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে ‘অনুরোধ’ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য অর্থাৎ তিনি আমন্ত্রণগ্রহিতাকে জোর করছেন না বা তার ওপর বিষয়টি চাপিয়ে দিচ্ছেন না। লেখকের অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহারের কারণে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস পেয়েছে। তাহলে বলা যায়, এই দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি ব্যবহারের মাধ্যমে লেখকের অভিব্যক্তি (face) যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যের ব্যবহারে বক্তার ‘অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম’ (অভীক) হ্রাস পেয়েছে যা ব্রাউন এবং লেভিনসনের তত্ত্বের মূলকথা।

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

লিচের রীতি অনুসারে নমুনা দাওয়াতপত্র দুটির বিনম্রতা একত্রিত করে বিশ্লেষিত হয়েছে। লিচ (Leech, 1983) ভাষিক বিনম্রতার ক্ষেত্রে ছয়টি রীতি উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত রীতির প্রতিটিতে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য বক্তা নিজের চাওয়া বা পছন্দকে সংক্ষেপিত করে শ্রোতার বা অন্যের চাওয়া বা পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। লিচকৃত ছয়টি রীতি অনুসারে পূর্বে আলোচিত পাঁচ ধরনের নমুনা দাওয়াতপত্রসমূহে অর্থাৎ পারিবারিক দাওয়াতপত্র, ধর্মীয় দাওয়াতপত্র, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র, দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র ও একাডেমিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে। নিচে তা সবিস্তার বর্ণিত হলো।

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১ এর উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করে ‘জনাব/জনাবা’, ‘জনাব/বেগম’, ‘আসসালামু আলাইকুম’, ‘পরম করুণাময়’, ‘অশেষ রহমতে’, ‘উপস্থিতি ও দোয়া’, ‘আন্তরিকভাবে কামনা করছি’, ‘শুভেচ্ছান্তে’ প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়।

সারণি: ৭ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	জনাব/জনাবা	অনুমোদিত রীতি
২	জনাব/বেগম	অনুমোদিত রীতি
৩	আসসালামু আলাইকুম	সহানুভূতি রীতি
৪	পরম করুণাময়	মিতচারিতা রীতি
৫	অশেষ রহমতে	মিতচারিতা রীতি
৬	উপস্থিতি ও দোয়া	অনুমোদিত রীতি
৭	আন্তরিকভাবে কামনা করছি	অনুমোদিত রীতি
৮	শুভেচ্ছান্তে	সহানুভূতি রীতি
৯	অভ্যর্থনায়	অনুমোদিত রীতি

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্সে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে দাওয়াতপত্রের শুরুতেই সম্বোধনের জন্য ‘জনাব/জনাবা’, ‘জনাব/বেগম’ প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এই শব্দসমূহ অনুমোদিত রীতি। কারণ আমন্ত্রণকারী সম্বোধনের ক্ষেত্রে দাওয়াতগ্রহিতার সম্মানকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন বা তাকে সম্মানিত করেছেন। পরবর্তীতে পাওয়া যায় ধর্মীয় সৌজন্যসূচক বাক্যাংশ ‘আসসালামু আলাইকুম’। লিচের রীতি অনুসারে ‘আসসালামু আলাইকুম’ সহানুভূতি রীতি। কেননা এই রীতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার

মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট-বড় সবাইকে সালাম জানানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ দুইটির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, যা লিচের 'মিতচারিতা রীতির' অন্তর্গত। এই রীতিতে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'উপস্থিতি ও দোয়া' লিচের বিনম্রতার 'অনুমোদিত রীতি'র অংশ। আমন্ত্রণকারী এই বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহণকারীর সম্মানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি' বাক্যাংশও 'অনুমোদিত রীতি'। কারণ এই অংশে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিশ্লেষিত বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহের সবশেষে রয়েছে 'শুভেচ্ছান্তে'। 'শুভেচ্ছান্তে' লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সহানুভূতি রীতি'। কেননা বিনম্রতাসূচক এই শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

৫.২.২ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য সুন্নতে খাৎনা অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

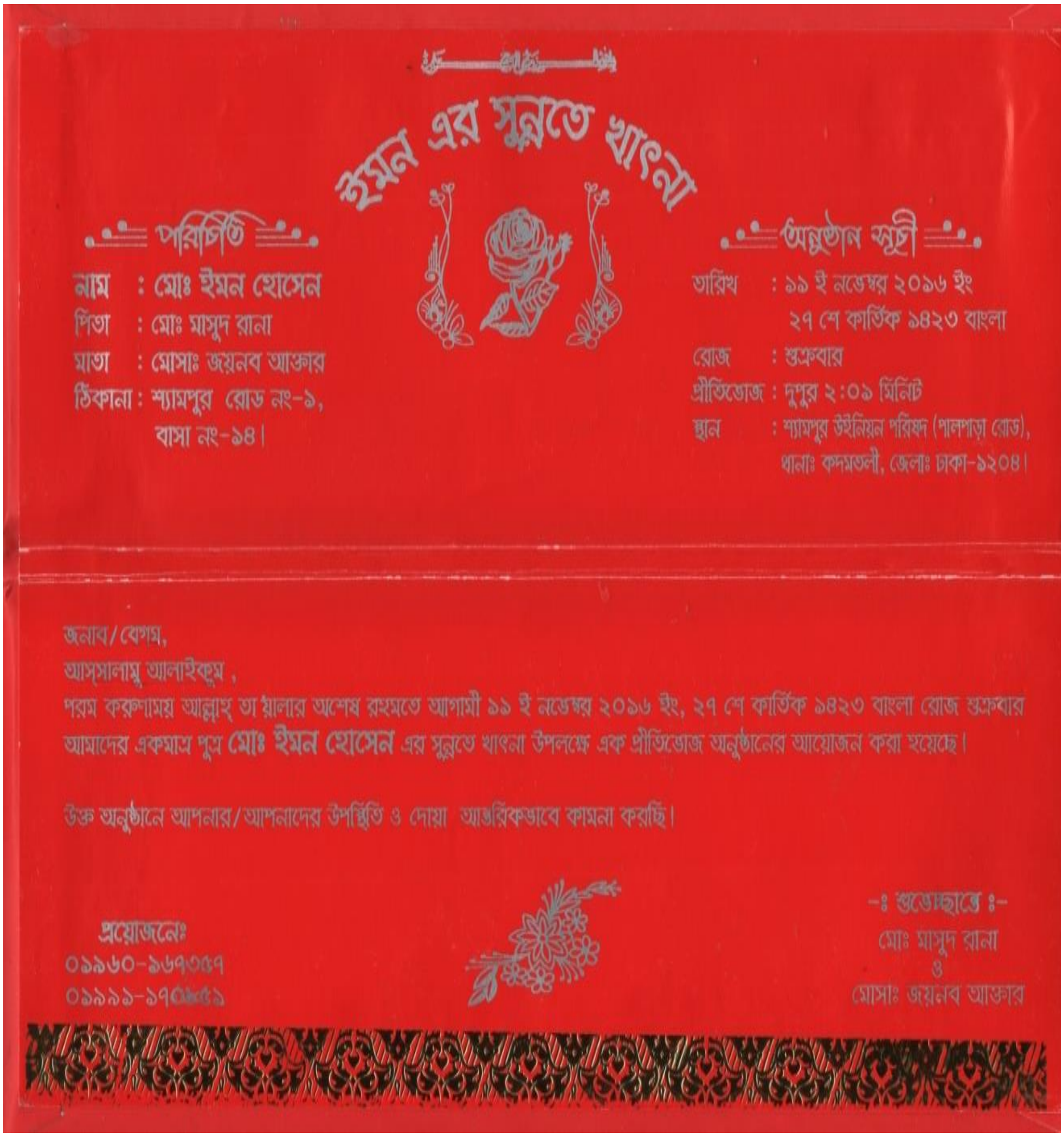

চিত্র ৮. বিশ্লেষিত পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

নির্বাচিত পারিবারিক (সুন্নতে খাৎনা) নমুনা দাওয়াতপত্রটির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট ছয়টি অংশ রয়েছে। যথা- i) সম্বোধন ii) ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টাচার iii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iv) আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো v) অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ এবং vi) আমন্ত্রণকারীর নামসহ বিদায়ী শুভেচ্ছা। এই ছয়টি অংশে যে ধরনের ভাষাগত উপাদান যা বাককৃতির তত্ত্বানুসারে প্রস্তাবকৃতির অন্তর্ভুক্ত, তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ৮ পারিবারিক (সুন্নতে খাৎনা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	জনাব/বেগম	আমন্ত্রিত অতিথিদের পুরুষ-নারী অনুসারে সম্বোধন
২	আস্‌সালামু আলাইকুম	ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টাচার
৩	অনুষ্ঠানের দিন, তারিখ, কি অনুষ্ঠান, কার জন্য আয়োজন করা হয়েছে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৪	উপস্থিতি ও দোয়া আন্তরিকভাবে কামনা করছি	বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানানো
৫	প্রয়োজনে	অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো দরকারে যোগাযোগ
৬	শুভেচ্ছান্তে	আমন্ত্রিত অতিথিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের নাম উল্লেখ

এই দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত প্রস্তাব কৃতির শুরুতেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে লিঙ্গ অনুসারে জনাব/বেগম সম্বোধন করেছেন। আমাদের সমাজে সম্মানিত নারী/পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'জনাব' প্রচলিত হলেও মর্যাদাপূর্ণ নারীকে সম্বোধনে 'বেগম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এরপর রয়েছে ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টাচার। আমন্ত্রণকারী তাঁর ধর্মানুসারে দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রিত অতিথিকে 'সালাম' বা 'আদাব' বলে থাকেন।

এখানে আমন্ত্রণকারী মুসলিম হওয়ায় তিনি তাঁর ধর্মীয় রীতি অনুসারে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন এ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। তথ্যের মধ্যে রয়েছে তারিখ, সময়, কোথায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে প্রভৃতি। তাছাড়া যার উপলক্ষে এ আয়োজন, তার সম্পর্কে পরিচিতিমূলক কিছু তথ্য এ অংশে রয়েছে। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারী আন্তরিকতার সাথে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য।

বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এই কারণে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুন্নতে খাৎনার' অনুষ্ঠান অনেক পরিবার ধুমধাম করে পালন করে থাকেন। যেকোনো শুভ অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী সবার উপস্থিতি ও দোয়া কামনা করি। অতিথির মনে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তা যেন জানতে বা জানাতে পারেন এ কারণে দাওয়াতপত্রে 'প্রয়োজনে' লিখে কয়েকটি ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে। প্রস্তাব কৃতির শেষ অংশে সামাজিক রীতি অনুসারে আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণকারী নিজের নাম উল্লেখ করেছেন।

দাওয়াতপত্রের উল্লেখিত ছয়টি অংশের মধ্যে প্রধান অংশ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা পুরো অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে পারেন। সার্লের তত্ত্বমতে (Searle, 1969) আমাদের কথার মধ্য দিয়েও কাজ নির্দেশিত হয়। উল্লিখিত এই দাওয়াতপত্রের লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েও কাজ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে পাঠকের কাছে। সার্ল (Searle, 1969) এই অভিপ্রায়কে বলেছেন 'নিবেদন কৃতি'। মূলত 'নিবেদন কৃতি' প্রকাশের জন্যই প্রস্তাব কৃতির অবতারণা। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় হচ্ছে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো। সার্লের তত্ত্বমতে (Searle, 1969) 'পরম করুণাময় ..... করা হয়েছে' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। পরবর্তী অংশে 'উক্ত অনুষ্ঠানে ...... কামনা করছি' এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি উপরিউক্ত প্রস্তাব কৃতির মাধ্যমে অতিথিকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছেন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। সার্ল (Searle, 1969) একে চিহ্নিত করেন ‘আদেশমূলক নিবেদন কৃতি’ হিসাবে। কারণ এর মাধ্যমে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। আমন্ত্রণকারী ‘অনুরোধের’ মাধ্যমে ‘আদেশমূলক নিবেদন কৃতি’ প্রকাশ করেছেন। ‘শুভেচ্ছা’ প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু আমন্ত্রণকারীর অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে আদেশমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে এই কারণে দাওয়াতপত্রটির কৃতিকে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

যেকোনো সংজ্ঞাপন উভয়পক্ষের অংশগ্রহণে সফলতা লাভ করে। সার্লের তত্ত্বমতে (Searle, 1969) আমন্ত্রণকারীর ‘অনুরোধ’ সাড়া দিয়ে আমন্ত্রণগ্রহণকারী যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা কোনো কারণে থাকতে না পারলে তা জানিয়ে দেন তাহলেই ‘প্রতিক্রিয়া কৃতি’ সম্পন্ন হবে। আমাদের সংস্কৃতিতে সাধারণত আমন্ত্রণ পাবার পর অতিথি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বা অপারগতা প্রকাশ করে ‘প্রতিক্রিয়া কৃতি’ সম্পন্ন করেন। এভাবেই সমস্ত সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় (Searle, 1969)। তবে কখনও কখনও প্রতিক্রিয়া কৃতি না করে আমন্ত্রণগ্রহিতা নীরবও থাকতে পারেন।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

বিনম্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী তাঁর ছেলের ‘সুন্নতে খাৎনা’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে দাওয়াতপত্রে কিছু বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে ‘জনাব/বেগম’, ‘আসসালামু আলাইকুম’, ‘পরম করুণাময়’, ‘অশেষ রহমতে’, ‘উপস্থিতি ও দোয়া’, ‘আন্তরিকভাবে কামনা করছি’, ‘শুভেচ্ছান্তে’ ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেছেন। বাঙালি সমাজে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ‘জনাব/বেগম’ লিঙ্গ অনুসারে ব্যবহার করা হয়। আবার, ধর্মীয় এবং একইসাথে সামাজিক শিষ্টাচারের অংশ হিসেবে পরিচিত/অপরিচিত সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে সালাম বা আদাব জানানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে ‘জনাব/বেগম’, ‘আসসালামু আলাইকুম’ ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য।

আমন্ত্রণকারী নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করার জন্য ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করেন। অপরদিকে 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' ব্রাউন ও লেভিনসনের মতে (Brown and Levinson, 1987) নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য। 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে' প্রভৃতি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশসমূহ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা/বিনম্রতা প্রদর্শনের জন্য। 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' প্রভৃতি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহের মধ্যে 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি' এর মাধ্যমে বক্তা অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছেন অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহার করেছেন। এর ফলে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পেয়েছে। আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন মনে না করেন তাকে আমন্ত্রণকারী যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে দাওয়াত দেন নাই, এ কারণেও দাওয়াতকারী নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বানুসারে (Brown and Levinson, 1987) দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ইতিবাচক বিনম্রতার মধ্য দিয়ে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি (face) যেমন বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলির ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তির ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পায়। বিনম্রতাসূচক যোগাযোগের জন্য অভিব্যক্তি বৃদ্ধি এবং অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস দুটি বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ, যা এই দাওয়াতপত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

দাওয়াতপত্রটির বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ।

৫.২.৩ ধর্মীয় নমুনা দাওয়াপত্র বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল কর্তৃক আয়োজিত 'সরস্বতী পূজা' অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

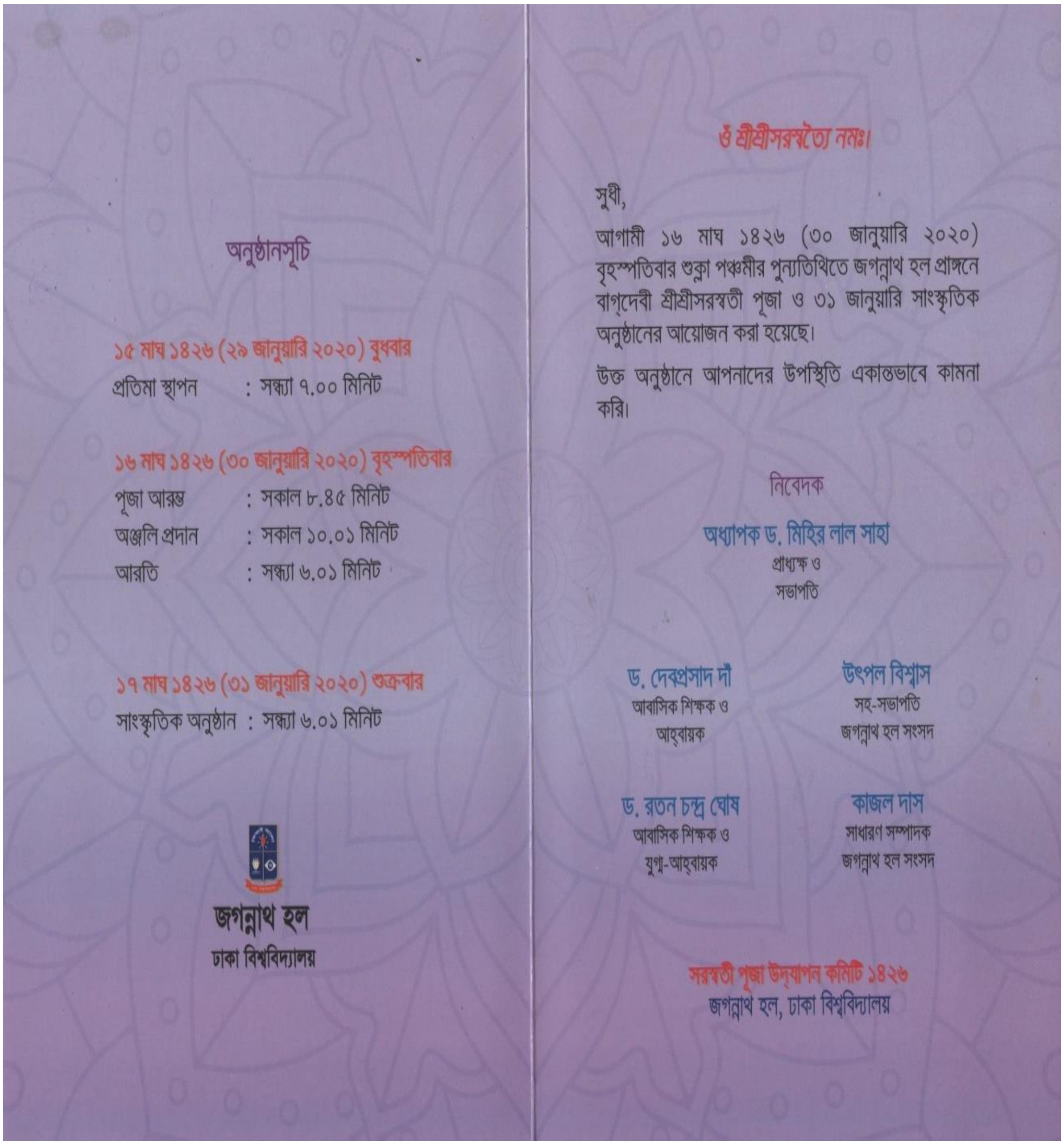

অনুষ্ঠানসূচি

১৫ মাঘ ১৪২৬ (২৯ জানুয়ারি ২০২০) বুধবার
প্রতিমা স্থাপন : সন্ধ্যা ৭.০০ মিনিট

১৬ মাঘ ১৪২৬ (৩০ জানুয়ারি ২০২০) বৃহস্পতিবার
পূজা আরম্ভ : সকাল ৮.৪৫ মিনিট
অঞ্জলি প্রদান : সকাল ১০.০১ মিনিট
আরতি : সন্ধ্যা ৬.০১ মিনিট

১৭ মাঘ ১৪২৬ (৩১ জানুয়ারি ২০২০) শুক্রবার
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬.০১ মিনিট

জগন্নাথ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওঁ শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

সুধী,

আগামী ১৬ মাঘ ১৪২৬ (৩০ জানুয়ারি ২০২০) বৃহস্পতিবার শুক্লা পঞ্চমীর পুন্যতিথিতে জগন্নাথ হল প্রাঙ্গনে বাগ্‌দেবী শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ও ৩১ জানুয়ারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

নিবেদক

অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা
প্রাধ্যক্ষ ও
সভাপতি

ড. দেবপ্রসাদ দাঁ
আবাসিক শিক্ষক ও
আহ্বায়ক

উৎপল বিশ্বাস
সহ-সভাপতি
জগন্নাথ হল সংসদ

ড. রতন চন্দ্র ঘোষ
আবাসিক শিক্ষক ও
যুগ্ম-আহ্বায়ক

কাজল দাস
সাধারণ সম্পাদক
জগন্নাথ হল সংসদ

সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ১৪২৬
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্র ৯. বিশ্লেষিত ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্র

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রটির (সরস্বতী পূজা) কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট ৬ অংশ রয়েছে, যথা- i) ধর্মীয় রীতি অনুসারে দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ii) সম্বোধন iii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iv) আন্তরিকতার সাথে আমন্ত্রণ জানানো v) বিনম্রতা প্রকাশ করে আমন্ত্রণকারীবৃন্দের নাম এবং vi) উদ্‌যাপন কমিটি ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের নাম। একটি ধর্মীয় দাওয়াতপত্রের ছয়টি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ৯ ধর্মীয় (সরস্বতী পূজা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ	ধর্মীয় রীতি অনুসারে দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন
২	সুধী	সম্বোধন
৩	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৪	উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি	আন্তরিকতার সাথে আমন্ত্রণ জানানো
৫	নিবেদক	বিনম্রতা প্রকাশ করে আমন্ত্রণকারীবৃন্দের নাম
৬	সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্‌যাপক কমিটি ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের নাম

সার্লের তত্ত্ব অনুসারে (Searle, 1969) এই দাওয়াতপত্রের লিখিত প্রস্তাব কৃতির শুরুতেই আমন্ত্রণকারী সনাতন ধর্মের প্রচলিত রীতি অনুসারে দেবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরবর্তী অংশে বিধিগত পরিবেশের রীতি অনুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করেছেন। তৃতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে, আমন্ত্রণকারী বেশ কিছু তথ্য আমন্ত্রিত অতিথির অবগতির জন্য উল্লেখ করেছেন, যেমন- কবে, কখন, কোথায়, কী উপলক্ষে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে প্রভৃতি। চতুর্থ অংশে আমন্ত্রণকারী আন্তরিকতার সাথে অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানটিতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী সবার উপস্থিতি কামনা করে আমন্ত্রণকারীবৃন্দ আমন্ত্রণ করেছেন।

আমন্ত্রণকারীবৃন্দ বিনয়ের সাথে নিজেদের নাম উল্লেখ করেছেন পরবর্তী অংশে। প্রস্তাব কৃতির সর্বশেষ অংশে উদ্‌যাপক কমিটি ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দাওয়াতপত্রের উল্লেখিত ছয়টি অংশের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। কারণ এই অংশটির মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

সার্লের তত্ত্বমতে (Searle, 1969), আমাদের কথা বা লেখনির মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়। এখানে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় পাঠকের নিকট প্রকাশ পায়। এই 'মনোগত অভিপ্রায়'কে সার্ল (Searle, 1969) বলেছেন 'নিবেদন কৃতি'। এই দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে এখানে নিবেদন কৃতিই প্রকাশ করা হয়েছে। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় উল্লিখিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে আমন্ত্রণ জানানো। সার্লের তত্ত্বানুসারে (Searle, 1969) 'আগামী ১৬ মাঘ ...... আয়োজন করা হয়েছে' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এ অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। পরবর্তী অংশ 'উক্ত অনুষ্ঠানে .... কামনা করি' এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় বা ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এই প্রস্তাব কৃতির মাধ্যমে অতিথিকে আন্তরিকভাবে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। সার্ল এই অংশটুকুকে বলেছেন 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। এখানে আমন্ত্রণকারী 'অনুরোধের' মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ করেছেন।

যে কোনো সংজ্ঞাপন লেখক/পাঠক, আমন্ত্রণকারী/আমন্ত্রণগ্রহিতার অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়। আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি আমন্ত্রণকারীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা কোনো কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলে জানিয়ে দেন তাহলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে (Searle, 1969)। এভাবেই সফল সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই দাওয়াতপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যদি আমন্ত্রণকারীর লিখিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতা দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন তাহলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

আমাদের সংস্কৃতিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে পূজার অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সাধারণত পূজা উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা সমগ্র অনুষ্ঠানটি যথাযথভাবে পালনের অংশ হিসেবে আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে দাওয়াতপত্র তৈরি করেন।

আমন্ত্রণকারী হিসেবে এই দাওয়াতপত্রটিতে কিছু সংখ্যক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যবহার করেছেন, যেমন- 'ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ', 'সুধী', 'পুণ্যতিথি', 'বাগ্দেবী', 'উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি', 'নিবেদক' ইত্যাদি। বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ লক্ষ করলে দেখা যায় কয়েকটি বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ 'সরস্বতী দেবী' কে উদ্দেশ্য করে বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন- সনাতন ধর্মের রীতি অনুসারে যেকোনো পূজা অনুষ্ঠানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেবীকে নমস্কার জানিয়ে বা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা। তাই বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে সম্মান জানিয়ে 'ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ তিথি বা চান্দ্রমাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে তিথি বা চান্দ্রমাসে পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেই সময় বা তিথিকেও সম্মান জানিয়ে পুণ্য বা পবিত্র বলা হয়েছে। সনাতন ধর্মমতে সরস্বতী বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবী। এ কারণে আমন্ত্রণকারী দেবীকে সম্মান/শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বাগ্দেবী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করেছেন দাওয়াতপত্রে। এছাড়া আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণপত্রে আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত অন্যান্য বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ করেছেন, যেমন- আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে বিধিগত পরিবেশে কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্মান প্রদর্শন করে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি', 'নিবেদক' এই বিনম্রতাসূচক বাক্যংাশ বা শব্দও আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি বিনম্রতা প্রকাশের জন্য।

ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ', 'পুণ্যতিথি', 'বাগ্দেবী', 'উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি', 'নিবেদক' নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ। কেননা, 'ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ', 'পুণ্যতিথি', 'বাগ্দেবী' বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশসমূহ দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন, যেন শুভ কাজে দেবীর আর্শীবাদ সাথে থাকে। এছাড়া অতিথি আমন্ত্রিত হয়ে যেন সম্মানিত বোধ করেন এ কারণে 'উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি'- এই নেতিবাচক বিনম্র বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন এবং সবশেষে 'নিবেদক' নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে (Brown and Levinson, 1987) নিজে অকিঞ্চিৎকর হয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্মানিত করেছেন।

নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারে এখানে দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি আমন্ত্রণকারীর ‘অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম’ (অভীক) হ্রাস করেছে। কারণ আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ আমন্ত্রণগ্রহিতাকে তিনি জোর করছেন না। পক্ষান্তরে, দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত ‘সুধী’ শব্দটি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ (Brown and Levinson, 1987)। আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে বিধিগত পরিবেশে আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে ‘সুধী’ সম্বোধন করা হয়। এই ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করে আমন্ত্রকারী নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির নিকট। ব্রাউন ও লেভিনসনের মতে (Brown and Levinson, 1987) পারস্পরিক যোগাযোগে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করে ‘ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ’, ‘সুধী’, ‘পুণ্যতিথি’, ‘বাগদেবী’, ‘উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি’, ‘নিবেদক’ ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়।

সারণি: ১০ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ	অনুমোদিত রীতি
২	সুধী	অনুমোদিত রীতি
৩	পুণ্যতিথি	অনুমোদিত রীতি
৪	বাগদেবী	অনুমোদিত রীতি
৫	উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি	অনুমোদিত রীতি
৬	নিবেদক	মিতচারিতা রীতি

ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্মীয় রীতি অনুসারে দাওয়াতপত্রের শুরুতেই আমন্ত্রণকারী ‘ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ’ বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছেন দেবী সরস্বতীকে উদ্দেশ্য করে। সনাতন ধর্মের রীতি অনুসারে যেকোনো পূজা আয়োজনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেবীকে সম্মান করে নমস্কার জানানো হয়। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ‘ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ’ বাক্যাংশটি দিয়ে দেবীকে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে, এ কারণে এটি ‘অনুমোদিত রীতি’। ‘সুধী’ বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করে। ‘সুধী’ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মানিত করা হয়েছে। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ‘সুধী’ ‘অনুমোদিত রীতি’। নমুনা দাওয়াতপত্রের পরবর্তী অংশে রয়েছে ‘পুণ্যতিথি’। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ সাধারণত তিথি বা চান্দ্রমাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে চান্দ্রমাস বা তিথিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিথি বা সময়কে সম্মান জানিয়ে সনাতন ধর্মে পুণ্য বা পবিত্র বলা হয়। ‘পুণ্যতিথি’ শব্দটিও অনুমোদিত রীতির অংশ।
সনাতন ধর্মমতে দেবী সরস্বতী বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবী। এ কারণে দেবীকে সম্মান প্রদর্শন করে ‘বাগদেবী’ বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। ‘বাগদেবী’ শব্দটিও লিচের রীতি অনুসারে ‘অনুমোদিত রীতি’। ‘উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি’ বাক্যাংশটি আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন। এ বাক্যাংশের মাধ্যমেও আমন্ত্রণকারী অতিথিকে সম্মানিত করেছেন।

লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এটি ‘অনুমোদিত রীতির’ অংশ। ‘নিবেদক’ বিনম্রতাসূচক শব্দটি লিচের রীতি অনুসারে ‘মিতচারিতা রীতি’। মিতচারিতা রীতি প্রয়োগের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট নিবেদন করছেন তার বার্তাটি। এখানে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে বিনয় প্রকাশ করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট।

৫.২.৪ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মদিন উদ্‌যাপনের (কবি শামসুর রহমানের ৯১ তম জন্মদিন উদ্‌যাপন) দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের জন্য দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

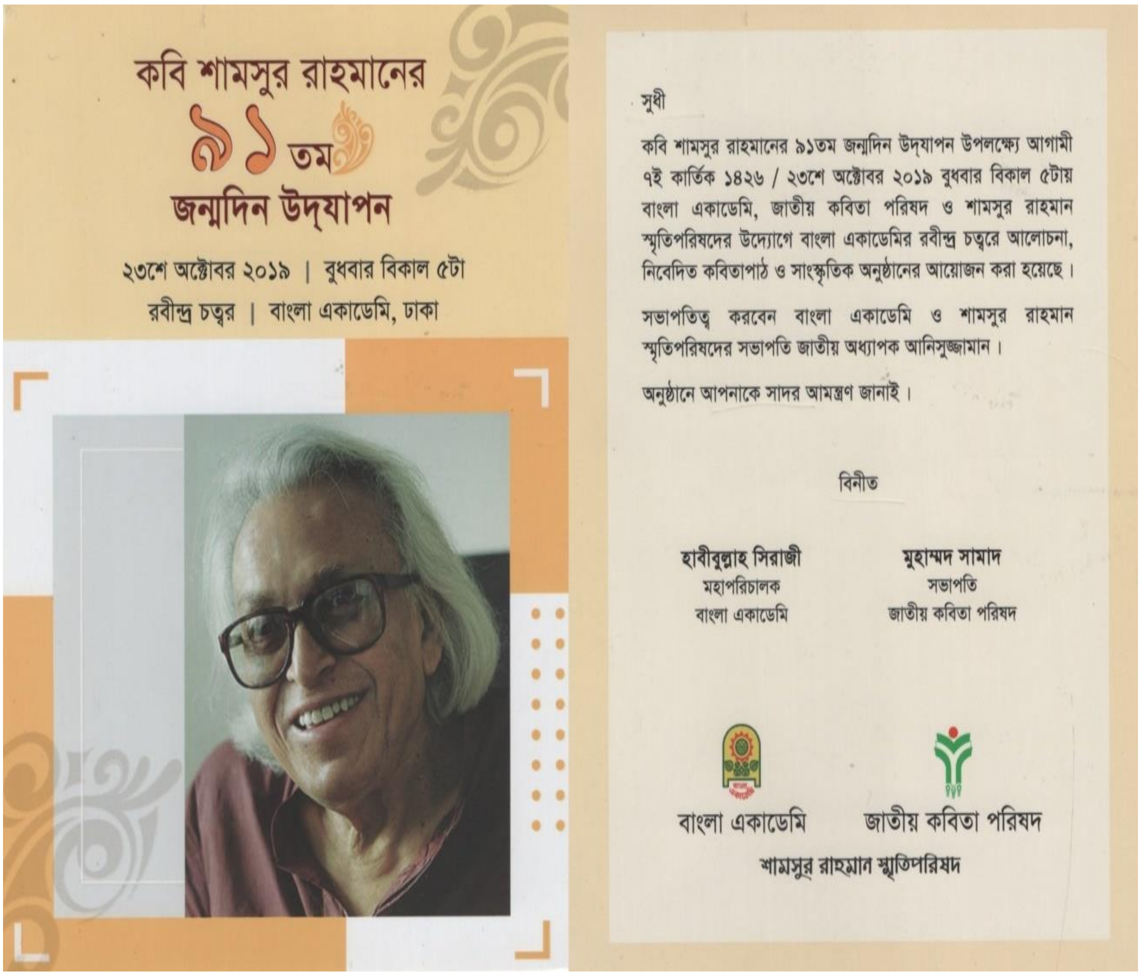

চিত্র ১০. বিশ্লেষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

নমুনা দাওয়াতপত্রটির (জন্মদিন উদ্‌যাপন সংক্রান্ত) উক্তিমালা বা ডিসেকোর্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দাওয়াতপত্রটিতে ৫টি অংশ রয়েছে, যথা- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iii) আমন্ত্রণ জানানো iv) আমন্ত্রণকারীদ্বয়ের নামের পূর্বে সৌজন্যসূচক শব্দের ব্যবহার এবং v) আয়োজনকারী সংগঠনসমূহের নাম। একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রের এই পাঁচটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো।

সারণিঃ ১১ সামাজিক-সাংস্কৃতিক (জন্মদিন উদযাপন) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন
২	কার স্মরণে, কবে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠান হবে, অনুষ্ঠানমালায় কী কী বিষয় থাকবে, সভাপতিত্ব কে করবেন প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৩	সাদর আমন্ত্রণ	অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ
৪	বিনীত	আমন্ত্রণকারীদ্বয়ের নামের পূর্বে সৌজন্যসূচক শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে শিষ্টাচার প্রকাশ
৫	বাংলা একাডেমী জাতীয় কবিতা পরিষদ, শামসুর রহমান স্মৃতি পরিষদ	আয়োজক সংগঠনসমূহের নামের তালিকা

সার্লের (Searle, 1969) তত্ত্ব অনুসারে (সারণিঃ ৯ এ উল্লেখিত) প্রস্তাব কৃতির প্রথমেই আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন করে 'সুধী' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সমাজে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে অতিথিকে সম্মানসূচক সম্বোধনের জন্য 'সুধী' ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী অংশে রয়েছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা।
এ অংশটিতে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন, যেমন- কার স্মরণে, কবে, কোথায়, কখন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে, অনুষ্ঠানমালায় কী কী বিষয় থাকবে, অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব কে করবেন প্রভৃতি।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্মদিন বা মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন। এই ধরনের কার্যক্রমে সাধারণত আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। যেহেতু বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রে বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন কবির জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এ কারণে কবিতা পাঠ এই অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লিখিত প্রস্তাব কৃতির তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনায় একজন সভাপতির নাম উল্লেখ আছে, যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারী অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সবশেষে আমন্ত্রণকারী শিষ্টাচার প্রকাশের জন্য সৌজন্যসূচক 'বিনীত' শব্দটির ব্যবহার করে নিজেদের নাম এবং আয়োজক সংগঠনসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা'। কেননা এর মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারেন।

সার্লের তত্ত্বানুসারে (Searle, 1969) উক্তির মাধ্যমে আমরা মূলত কাজ করে থাকি। এই দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেও এ তত্ত্ব প্রযোজ্য। লিখিত বক্তব্য বা প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আমন্ত্রণকারী তাঁর মনোগত অভিপ্রায় নির্দেশ করেছেন সেটি হচ্ছে নিবেদন কৃতি। এখানে দাওয়াতকারীর মনোগত অভিপ্রায় হলো আমন্ত্রিত অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। কেননা আমন্ত্রিত সবাই উপস্থিত থাকলে অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। সার্লের নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিভাগ অনুসারে 'কবি শামসুর রহমানের .... জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ আমন্ত্রণকারী এ অংশে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। পরবর্তী অংশ 'অনুষ্ঠানে আপনাকে .... আমন্ত্রণ জানাই' দিয়ে আমন্ত্রণকারীর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি অতিথিকে অনুরোধ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। সে বিবেচনায় সার্লের মতে (Searle, 1969) এটি 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। কেননা এই আদেশমূলক নিবেদন কৃতি 'অনুরোধের' মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। যেকোনো ধরনের যোগাযোগ লেখক-পাঠক/আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। আমন্ত্রকারীর প্রস্তাব কৃতির অন্তরালের নিবেদন কৃতিতে সাড়া দিয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিন থাকেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলেই সার্লের তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ বাককৃতিটি সফল হয়।

এই তাত্ত্বিক বর্ণনা অনুসারে বলা যায় আমন্ত্রণকারীর লিখিত আহ্বানে সাড়া প্রদান করে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তাহলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র সাধারণত কোন একটি সামাজিক সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে করা হয়ে থাকে। এ কারণে উল্লিখিত দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী হিসেবে ঐ সংগঠনের উর্ধ্বতন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নাম দাওয়াতপত্রে উল্লেখ থাকে। এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী হিসেবে দুই জনের নাম উল্লেখ আছে। আমন্ত্রণকারীদ্বয় কবি শামসুর রহমানের ৯১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে উপস্থিত থাকার জন্য বেশ কিছু বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রটিতে বিনম্রতাসূচক যেসব শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ‘সুধী’, ‘সাদর আমন্ত্রণ’, ‘বিনীত’ প্রভৃতি। আমাদের সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে সম্মানিত কাউকে সম্বোধনের জন্য ‘সুধী’ ব্যবহার করা হয়। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে ‘সুধী’ ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। এই ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তার অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়ে ‘সাদর আমন্ত্রণ’ বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে আমন্ত্রণকারীদ্বয় নিজেদের নাম এবং সংগঠনের নাম উল্লেখের পূর্বে ‘বিনীত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন রীতি অনুসারে। এখানে ‘বিনীত’ শব্দটির দ্বারা আমন্ত্রণকারীর শিষ্টাচার প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে ‘সাদর আমন্ত্রণ’ এবং ‘বিনীত’ দুটোই নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ নির্দেশ করে। ‘সাদর আমন্ত্রণ’ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশটি ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক বিনম্রতা প্রকাশের সাথে সাথে আমন্ত্রিত অতিথির ‘অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম’ (অভীক) হ্রাস করেছেন। একইসাথে আমন্ত্রিত অতিথির সম্মানও বৃদ্ধি করেছেন (Brown and Levinson, 1987)। কারণ আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ রূপ ব্যবহার করেছেন অনুরোধের মাধ্যমে, তিনি এক্ষেত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে জোর করছেন না।

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রসমূহের ডিসকোর্স বা উক্তিমালা বিশ্লেষণ করে 'সুধী', 'সাদর আমন্ত্রণ', 'বিনীত', 'সম্মানিত সদস্য', 'অশেষ শুভেচ্ছাসহ', 'বিনীত অনুরোধ' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়।

সারণি: ১২ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	সুধী	অনুমোদিত রীতি
২	সম্মানিত সদস্য	অনুমোদিত রীতি
৩	সাদর আমন্ত্রণ	অনুমোদিত রীতি
৪	অশেষ শুভেচ্ছাসহ	সহানুভূতি রীতি
৫	বিনীত	মিতচারিতা রীতি
৬	বিনীত অনুরোধ	মিতচারিতা রীতি

সামাজিক-সাংস্কৃতি নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কাউকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়।

আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 'সুধী', 'সম্মানিত সদস্য' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ প্রয়োগ করেছেন। 'সুধী', 'সম্মানিত সদস্য' ইত্যাদি সম্বোধনসূচক শব্দ/বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সুধী' 'সম্মানিত সদস্য' 'অনুমোদিত রীতির' অন্তর্গত। অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়ে 'সাদর আমন্ত্রণ' বাক্যাংশটি আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানানো হয়েছে। এটিও 'অনুমোদিত রীতি'র অংশ। আমন্ত্রণপত্রের শেষ অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথির নিকট অনুরোধ জানানোর জন্য 'বিনীত', 'বিনীত অনুরোধ' বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন।

লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'বিনীত' এবং 'বিনীত অনুরোধ' উভয় শব্দ এবং বাক্যাংশ দিয়েই 'মিতচারিতা রীতি' প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে বিনয় প্রকাশ করেছেন আমন্ত্রণগ্রহণকারীর নিকট।

৫.২.৫ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রেণির ২য় নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য 'বাংলা নববর্ষ' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের জন্য দাওয়াতপত্রটি নিচে সংযোজন করা হলো।

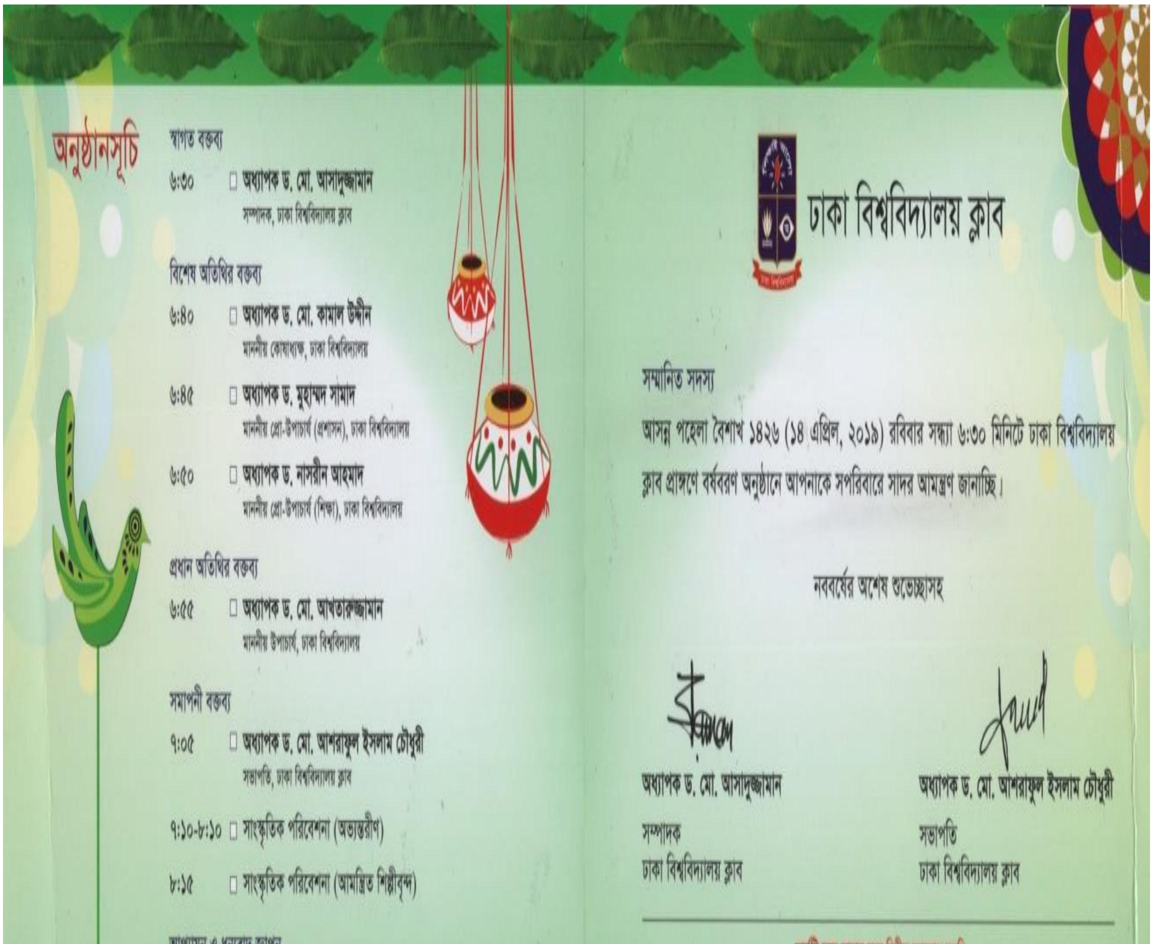

অনুষ্ঠানসূচি

স্বাগত বক্তব্য
৬:৩০ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান
সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

বিশেষ অতিথির বক্তব্য
৬:৪০ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন
মাননীয় কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬:৪৫ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ
মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬:৫০ অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ
মাননীয় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান অতিথির বক্তব্য
৬:৫৫ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান
মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাপনী বক্তব্য
৭:০৫ অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী
সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব
৭:১০-৮:১০ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা (অভ্যন্তরীণ)
৮:১৫ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা (আমন্ত্রিত শিল্পীবৃন্দ)

আপ্যায়ন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

সম্মানিত সদস্য
আসন্ন পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ (১৪ এপ্রিল, ২০১৯) রবিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব প্রাঙ্গণে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আপনাকে সপরিবারে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নববর্ষের অশেষ শুভেচ্ছাসহ

অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান
সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী
সভাপতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

কার্ডটি সঙ্গে আনার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি

চিত্র ১১. বিশ্লেষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রটির ডিসকোর্স বা উক্তিমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে ৫টি কাঠামোগত অংশ রয়েছে, যথা- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা iii) আমন্ত্রণ জানানো iv) শুভেচ্ছাসহ আমন্ত্রণকারীর নাম এবং v) বিনীত অনুরোধ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রের এই পাঁচটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ১৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক (বর্ষবরণ) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সম্মানিত সদস্য	আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য	তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা
৩	সাদর আমন্ত্রণ	অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ
৪	অশেষ শুভেচ্ছাসহ	আমন্ত্রণকারীদ্বয় নিজেদের নামের পূর্বে সৌজন্যসূচক শব্দের মাধ্যমে শিষ্টতা প্রকাশ করেছেন
৫	বিনীত অনুরোধ	সংগঠনটির নীতিমালা অনুসারে ঐ সংগঠনের সদস্যগণ শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন, এ কারণে দাওয়াতপত্রটি সাথে রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা

সার্লের তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে এই দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষিক উপস্থাপন (সারণি: ১০) প্রস্তাব কৃতি। এই প্রস্তাব কৃতির শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন করে আমন্ত্রণকারী 'সম্মানিত সদস্য' ব্যবহার করেছেন।

আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিক কোন ক্ষেত্রে অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য 'সম্মানসূচক' শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী অংশে রয়েছে তথ্য বা বিষয়বস্তুর বর্ণনা। এ অংশটি দাওয়াতপত্রের

ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই অংশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি আমন্ত্রণের বিষয়বস্তু অর্থাৎ কবে, কেন, কোথায় অনুষ্ঠানটি হবে সে সম্পর্কে অবগত হন। বিশ্লেষিত দাওয়াতটিতে দেখা যায় 'বাংলা নববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। এরপর আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অতিথিদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারীদ্বয় নিজেদের নাম উল্লেখের পূর্বে অতিথিবৃন্দকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

আলোচ্য দাওয়াতপত্রটির প্রস্তাব কৃতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো, অন্যান্য দাওয়াতপত্রে যেখানে আমন্ত্রণকারী সাধারণত নিজের নাম উল্লেখ করে প্রস্তাব কৃতি শেষ করেন, সেখানে এই দাওয়াতপত্রের উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক রীতি অনুসারে দাওয়াতপত্রটি আমন্ত্রিত অতিথি যেন নিজের সাথে রাখেন সে বিষয়ে নিচে ছোট হরফে নোট উল্লেখ করে প্রস্তাব কৃতি শেষ করা হয়েছে। সার্লের তত্ত্ব অনুসারে (Searle, 1969) এই দাওয়াতপত্রের লিখিত বক্তব্য বা প্রস্তাব কৃতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী তাঁর যে মনোগত অভিপ্রায় নির্দেশ করেছেন এই অভিপ্রায়কে বলা হয়েছে 'নিবেদন কৃতি'। মূলত এই দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারীর দুইটি মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত, আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকেন, দ্বিতীয়ত, দাওয়াতপত্রটি তিনি যেন সাথে রাখেন। সার্ল প্রদত্ত নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে 'আসন্ন পহেলা বৈশাখ ...... বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এ অংশে দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। 'আপনাকে সাদর .... জানাচ্ছি' এবং 'কার্ডটি সঙ্গে ..... অনুরোধ করছি' এ বাক্যদুটির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। আমন্ত্রণকারীদ্বয় অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং কার্ডটি সাথে রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাই এটি 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। মূলত আদেশমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে 'অনুরোধ' প্রকাশ পেয়েছে। যেকোনো ধরনের যোগাযোগ সম্পন্ন হয় লেখক-পাঠকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সে হিসেবে এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারীর নিবেদন কৃতিতে সাড়া দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানে দাওয়াতপত্রটি সাথে নিয়ে উপস্থিত থাকলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সুসম্পন্ন হবে অর্থাৎ যোগাযোগ সফল হবে।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

উক্ত আমন্ত্রণপত্রটিতে আমন্ত্রণকারীদ্বয় উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে উপস্থিত থাকার জন্য বেশ কিছু

বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন, যেমন- 'সম্মানিত সদস্য', 'সাদর আমন্ত্রণ', 'অশেষ শুভেচ্ছাসহ', 'বিনীত অনুরোধ' প্রভৃতি। আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কাউকে সম্বোধন করার জন্য সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। ক্লাবের নীতিমালা অনুসারে এর সদস্যগণই শুধুমাত্র এ সংগঠনের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ কারণে দাওয়াতগ্রহিতা ক্লাবের সদস্যদেরকে সম্মান জানিয়ে 'সম্মানিত সদস্য' সম্বোধন করা হয়েছে।

ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে 'সম্মানিত সদস্য' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে সম্মানসূচক শব্দ চয়নে সম্বোধন করে নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করেছেন আমন্ত্রণগ্রহণকারীর নিকট। পক্ষান্তরে, 'সাদর আমন্ত্রণ' এবং 'অশেষ শুভেচ্ছাসহ', 'বিনীত অনুরোধ' বাক্যাংশ তিনটি ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ। আমন্ত্রণগ্রহিতার মনে যেন নেতিবাচক ধারণা না সৃষ্টি হয় যে তাকে যথেষ্ট শিষ্টতার সাথে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই, এ কারণে আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশসমূহ আমন্ত্রণপত্রে ব্যবহার করেছেন। 'সাদর আমন্ত্রণ', 'বিনীত অনুরোধ' বাক্যাংশের মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশের সাথে সাথে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পেয়েছে। এই দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব মতে নিজের অভিব্যক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি 'অভীক' হ্রাসও করেছেন।

৫.২.৬ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

দাপ্তরিক শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দাওয়াতপত্রটি নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে সংযোজিত হলো।

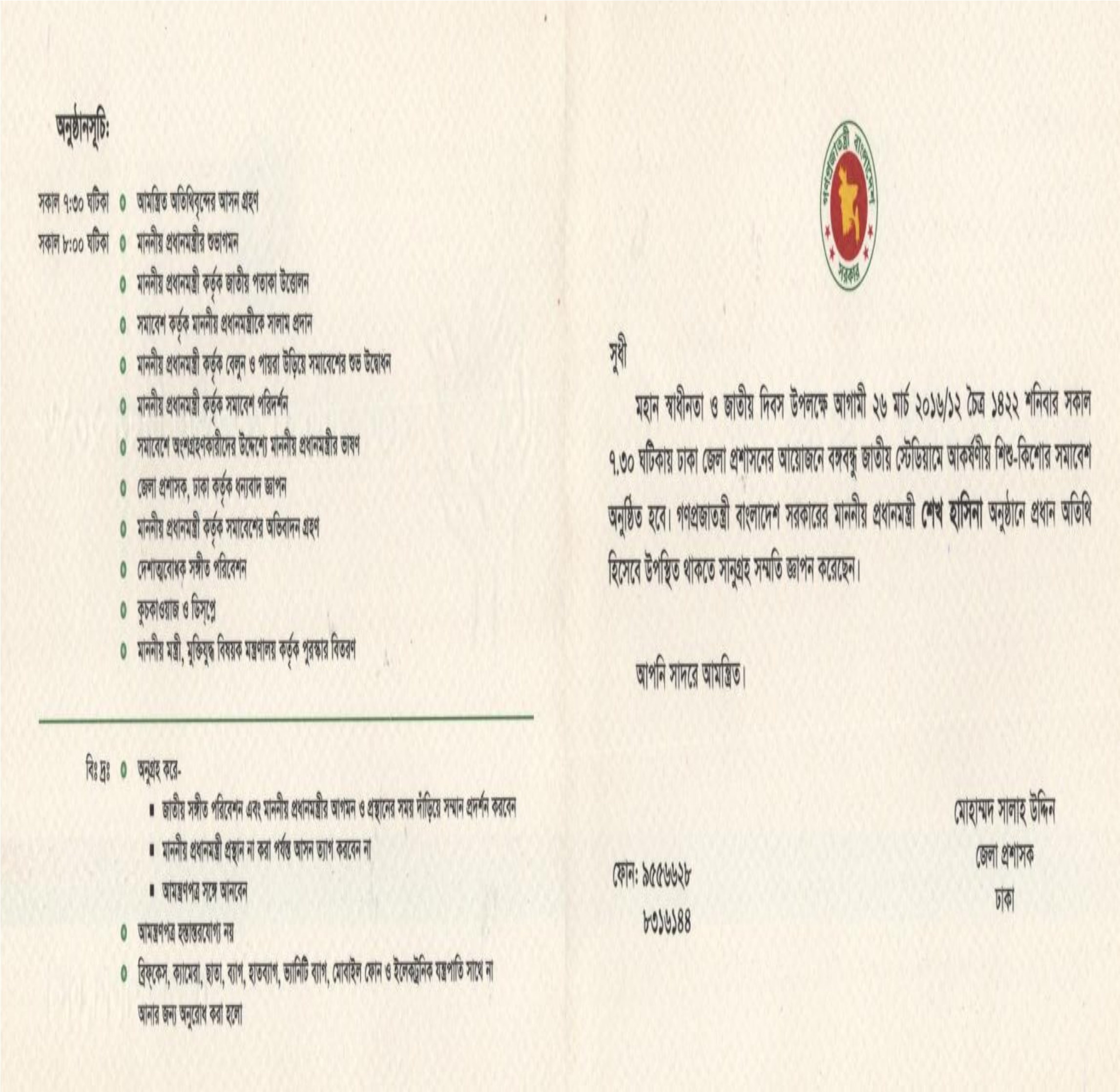

অনুষ্ঠানসূচি:

- সকাল ৭:৩০ ঘটিকা — আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
- সকাল ৮:০০ ঘটিকা — মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভাগমন
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন
- সমাবেশ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম প্রদান
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের শুভ উদ্বোধন
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমাবেশ পরিদর্শন
- সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
- জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমাবেশের অভিবাদন গ্রহণ
- দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন
- কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে
- মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ

বিঃ দ্রঃ

- অনুগ্রহ করে-
  - জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করবেন
  - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্থান না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না
  - আমন্ত্রণপত্র সঙ্গে আনবেন
- আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়
- ব্রিফকেস, ক্যামেরা, ছাতা, ব্যাগ, হাতব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সাথে না আনার জন্য অনুরোধ করা হলো

সুধী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আগামী ২৬ মার্চ ২০১৬/১২ চৈত্র ১৪২২ শনিবার সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় ঢাকা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আকর্ষণীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

আপনি সাদরে আমন্ত্রিত।

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
জেলা প্রশাসক
ঢাকা

ফোন: ৯৫৫৬৬২৮
৮৩১৬১৪৪

চিত্র ১২. বিশ্লেষিত দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

বিশ্লেষিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রটির (দেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন সংক্রান্ত) উক্তিমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট ৫টি অংশ রয়েছে, যথা- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা iii) আমন্ত্রণ জানানো iv) আমন্ত্রণকারীর পদবিসহ নাম এবং v) যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের এই পাঁচটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে প্রদত্ত হলো।

সারণি: ১৪ দাপ্তরিক (মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি অয়োজন করা হয়েছে, প্রধান অতিথি হিসেবে কে উপস্থিত থাকবেন প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য	তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা
৩	সাদরে আমন্ত্রিত	অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ
৪	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	পদবিসহ আমন্ত্রণকারীর নাম
৫	টেলিফোন নাম্বার	কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য

বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রটির বিভিন্ন ভাষিক উপাদানসমূহ (সারণি: ১১) যা সার্লের তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে প্রস্তাব কৃতি নামে পরিচিত তার শুরুতেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করেছেন ‘সুধী’। আমাদের সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠানিক বা বিধিগত পরিবেশে কাউকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীকে সম্বোধনের জন্য এ ধরনের সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। দাওয়াতপত্রের পরবর্তী অংশে রয়েছে দাওয়াত সংক্রান্ত তথ্য বা বিষয়বস্তুর বর্ণনা। দাওয়াতপত্রের এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা এ অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেন, যেমন- কী উপলক্ষে, কবে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কে হবেন প্রভৃতি। তৃতীয় কাঠামোগত অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরবর্তী অংশে দপ্তর প্রধান হিসেবে আমন্ত্রণকারী নিজের নাম, পদবি উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে কয়েকটি ফোন নাম্বার রয়েছে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য।

দাওয়াতপত্রটির কাঠামোগত অংশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় অংশটি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা এর মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। সার্লের তত্ত্ব অনুসারে (Searle, 1969) আমাদের উক্তির মধ্য দিয়ে কাজ নির্দেশিত হয়। সে হিসেবে দাওয়াতপত্রটির লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েও কাজ নির্দেশিত হয়েছে যাতে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় পাঠকের নিকট প্রকাশিত হয়েছে। সার্লের মতে (Searle, 1969) এই 'মনোগত অভিপ্রায়' হলো 'নিবেদন কৃতি'। এই দাওয়াতপত্রের নিবেদন কৃতি হলো আমন্ত্রণগ্রহণকারী যেন উল্লিখিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। প্রস্তাব কৃতির 'মহান স্বাধীনতা .... সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন' অংশটুকু বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। এ অংশে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু বিবৃতি দিয়েছেন। পরবর্তী অংশ 'আপনি ......আমন্ত্রিত' এই প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। সার্ল (Searle, 1969) অনুসারে এই অংশটুকু 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। কেননা এখানে অনুরোধের মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন' অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি, কারণ এই অংশের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করা নির্দেশ করছে।

বক্তা-শ্রোতা, লেখক-পাঠক বা আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার সমন্বিত প্রয়াসে কোন সংজ্ঞাপন সাফল্য লাভ করে। আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি আমন্ত্রণকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা থাকতে না পারলে তা জানিয়ে দেন তাহলে সার্লের (Searle, 1969) মতে প্রতিক্রিয়া কৃতি সুসম্পন্ন হয়।

সার্ল এর বাককৃতি তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে বলা যায়, এই দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী বা আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন মূলত আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, এই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে অতিথিকে অনুরোধ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। প্রস্তাব কৃতির মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি অর্থাৎ আমন্ত্রণকারীর 'অনুরোধ' প্রকাশ পেয়েছে । এই দাওয়াতপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি আমন্ত্রণকারীর লিখিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতা দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন তাহলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যেগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। ফলে এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী দপ্তর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত অতিথিবৃন্দকে দাওয়াতপত্র প্রেরণ করে থাকেন। আলোচ্য দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী কিছু সংখ্যক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতাদের উদ্দেশ্য করে, যেমন- 'সুধী', 'মাননীয়', 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সাদরে আমন্ত্রিত' প্রভৃতি। আমাদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাঁকে সম্মান জানিয়ে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এতে করে আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে আমন্ত্রণগ্রহিতাও সম্মানিতবোধ করেন। তাই আলোচ্য দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) ধারণাসূচকে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। মূলত 'সুধী' সম্বোধনের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথির মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আমন্ত্রণকারী। এর মাধ্যমে তিনি নিজের অভিব্যক্তিও (face) বৃদ্ধি করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির নিকট (Brown and Levinson, 1987)।

দাপ্তরিক শ্রেণির দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রম বা বিশেষ কোন দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজ বা রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। ফলে মহান স্বাধীনতা ও

জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়। এ কারণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে রীতি অনুসারে 'প্রধানমন্ত্রী'-এর পূর্বে 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাননীয়' শব্দটি খুব বিশিষ্ট ব্যক্তির পদবির পূর্বে ব্যবহার করে রীতি অনুসারে 'পদবি' কে সম্মান প্রদর্শন করেছেন আমন্ত্রণকারী। 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায়, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী', এ কারণে তাকে সম্মান জানিয়ে 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া 'সাদরে আমন্ত্রিত' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার জন্য 'অনুরোধ' করেছেন। দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত 'মাননীয়', 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সাদরে আমন্ত্রিত' শব্দ/বাক্যাংশ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্বমতে (Brown and Levinson, 1987) নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। কেননা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহারে আমন্ত্রণগ্রহণকারীর সম্মান বৃদ্ধি পায় একইসাথে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তির ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পায়। কারণ আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অপ্রত্যক্ষরূপ বা অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি অতিথিকে জোর করছেন না। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগই গুরুত্বপূর্ণ।

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

দাপ্তরিক শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্রসমূহের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী কিছু সংখ্যক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির উদ্দেশ্যে, যেমন- 'সুধী', 'মাননীয়', 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'সাদরে আমন্ত্রিত', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি', 'গভীর শ্রদ্ধা', 'ধন্যবাদসহ' ইত্যাদি।

সারণি: ১৫ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	সুধী	অনুমোদিত রীতি
২	মাননীয়	অনুমোদিত রীতি
৩	সানুগ্রহ সম্মান জ্ঞাপন	মিতচারিতা রীতি
৪	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	মিতচারিতা রীতি
৫	সাদরে আমন্ত্রিত	অনুমোদিত রীতি
৬	আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অনুমোদিত রীতি
৭	গভীর শ্রদ্ধা	অনুমোদিত রীতি
৮	ধন্যবাদসহ	সহানুভূতি রীতি
৯	মহান	অনুমোদিত রীতি

আমাদের সামাজিক প্রথা অনুসারে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে অতিথিকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা যেমন প্রকাশ পায়, আমন্ত্রণগ্রহিতাকেও তেমনি সম্মান জানানো হয়।

দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে 'সুধী' সম্বোধন করেছেন। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি 'অনুমোদিত রীতি'। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াপত্রে 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি/বিশেষ অতিথির উদ্দেশ্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পূর্বে 'মাননীয়' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে রীতি অনুসারে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটি 'অনুমোদিত রীতি'র অন্তর্ভুক্ত। 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশসমূহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথিকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সম্মত হয়েছেন সেই বিষয়টিই 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন' এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আমন্ত্রণকারী। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এ দুটি বাক্যাংশই 'মিতচারিতা রীতি'। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করেছেন অনুষ্ঠানের প্রধান/বিশেষ অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য।

নমুনা দাওয়াতপত্রে 'গভীর শ্রদ্ধা','মহান' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ দুইটি আমন্ত্রণপত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান জানিয়ে। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এর মাধ্যমেও 'অনুমোদিত রীতি' প্রকাশ পেয়েছে। 'ধন্যবাদসহ' বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। 'ধন্যবাদসহ' লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সহানুভূতি রীতি'। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২.৭ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

এই গবেষণায় উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণের জন্য দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ভাষা পদযাত্রা' অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র গৃহীত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপিত হলো।

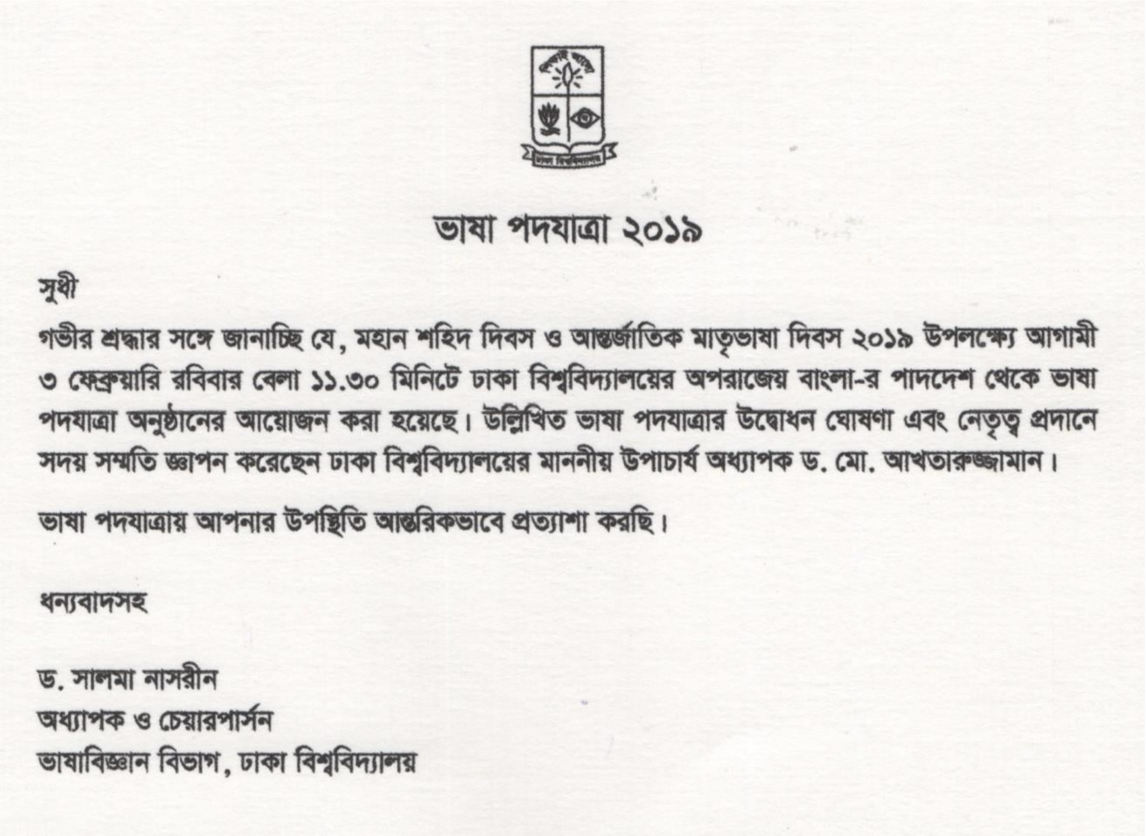

ভাষা পদযাত্রা ২০১৯

সুধী

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা-র পাদদেশ থেকে ভাষা পদযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত ভাষা পদযাত্রার উদ্বোধন ঘোষণা এবং নেতৃত্ব প্রদানে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

ভাষা পদযাত্রায় আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদসহ

ড. সালমা নাসরীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্র ১৩. বিশ্লেষিত দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রটির (ভাষা পদযাত্রা) উক্তিমালা লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে ৪টি অংশ রয়েছে, যথা- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iii) আমন্ত্রণ জানানো এবং iv) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমন্ত্রকারীর নাম। একটি দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের এই চারটি অংশে কোন ধরনের ভাষিক উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হলো।

সারণি: ১৬ দাপ্তরিক (ভাষা পদযাত্রা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে এবং কে উদ্বোধন করবেন প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাবলী	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৩	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ
৪	ধন্যবাদসহ	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক আমন্ত্রণকারীর নাম ও পদবি

উল্লেখ্য, দাওয়াতপত্রটির প্রস্তাব কৃতির প্রথমেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করে 'সুধী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কোন অতিথিকে সম্বোধনের জন্য এরূপ সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী অংশে রয়েছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা।

এ অংশে দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন, যেমন- কখন, কোথায়, কী উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে, কে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন এবং নেতৃত্ব প্রদান করবেন প্রভৃতি। তৃতীয় ভাষিক কাঠামোগত অংশে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রস্তাব কৃতির শেষ অংশে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের রীতি অনুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণকারী নিজের নাম উল্লেখ করেছেন।

দাওয়াতপত্রের উল্লিখিত কাঠামোগত চারটি অংশের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। কারণ এ অংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। সার্লের তত্ত্বমতে (Searle, 1969) আমাদের ব্যবহৃত কথা বা লেখনির মাধ্যমে কাজ নির্দেশিত হয়। দাওয়াতপত্রটির লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়েছে অর্থাৎ আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট প্রকাশিত হয়েছে যা সার্লের তত্ত্ব অনুসারে 'নিবেদন কৃতি'। এই দাওয়াতপত্রটির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা বা নিবেদন কৃতি হলো আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো।

এই দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতির 'গভীর শ্রদ্ধার ..... অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান' অংশটি বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে বিবৃতি বা সাধারণ কিছু তথ্য দিয়েছেন। পরবর্তী অংশ 'ভাষা পদযাত্রায় .... আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি' এই প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। উপরিউক্ত প্রস্তাব কৃতির সাহায্যে আমন্ত্রণকারী আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। সার্ল (Searle, 1969) এই অংশটুকুকে বলেছেন 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। কারণ এখানে 'অনুরোধের' মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। সবশেষে 'ধন্যবাদসহ' প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি, এই অংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে।

বক্তা-শ্রোতা, লেখক-পাঠক, আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহণকারী উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে কোন সংজ্ঞাপন সাফল্য লাভ করে। এক্ষেত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি আমন্ত্রণকারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলে সার্লের (Searle, 1969) মতে প্রতিক্রিয়া কৃতি বা সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হবে। আমাদের সংস্কৃতিতে দেখা যায়, আমন্ত্রণগ্রহিতা সাধারণত আমন্ত্রণকারীর আদেশমূলক নিবেদন কৃতি বা অনুরোধে সাড়া প্রদান করে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বা অপারগতা প্রকাশ করে 'প্রতিক্রিয়া কৃতি' সম্পন্ন করার সাথে সাথে সফল সংজ্ঞাপনও সম্পন্ন করে থাকেন। উল্লিখিত দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র সাধারণত ঐ দপ্তর প্রধান কর্তৃক প্রেরিত হয়। সে হিসেবে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান 'ভাষা পদযাত্রা'র দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে 'সুধী', 'মাননীয়', 'গভীর শ্রদ্ধা', সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' প্রভৃতি।

আমাদের সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে অতিথিকে সম্মান জানিয়ে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে উদ্দেশ্য করে 'সুধী' সম্বোধন করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে 'সুধী' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। কারণ 'সুধী' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করেছেন।

দাপ্তরিক অনুষ্ঠানমালা রীতি অনুসারে সাধারণত বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন একটি পর্বের উদ্বোধন করে থাকেন। 'ভাষা পদযাত্রা'র অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উপাচার্য' উদ্বোধন করবেন, এ কারণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে রীতি অনুসারে 'উপাচার্য' এর পূর্বে 'মাননীয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাননীয়' শব্দটি বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিবর্গের পদবির পূর্বে ব্যবহার করে তাঁর পদবিকে রীতি অনুসারে 'সম্মান' জানানো হয়েছে। এই দাওয়াতপত্রে 'গভীর শ্রদ্ধা', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' শব্দ/বাক্যাংশসমূহের প্রয়োগ লক্ষ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী 'গভীর শ্রদ্ধা' জ্ঞাপন করেছেন ভাষা শহিদের প্রতি। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 'গভীর শ্রদ্ধা' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'ভাষা পদযাত্রা'র অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য উদ্বোধন করতে এবং নেতৃত্ব দিতে সম্মত হয়েছেন বিধায় তাঁকে সম্মান জানিয়ে 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে প্রয়োগ করেছেন। অতিথি যেন আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিব্রতবোধ না করেন বা মনোক্ষুণ্ন না হন, সেজন্য এই বাক্যাংশগুলো ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণকারী।

ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে 'মাননীয়', 'গভীর শ্রদ্ধা', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' শব্দ/বাক্যাংশসমূহ নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহারে আমন্ত্রণগ্রহণকারীর সম্মান যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনিভাবে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পায়। কারণ আমন্ত্রণকারী এক্ষেত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহার করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে দাওয়াতপত্রে এ দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২.৮ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

একাডেমিক শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত 'পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮'র দাওয়াতপত্রটি নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের জন্য দাওয়াতপত্রটি নিচে সংযোজিত হলো।

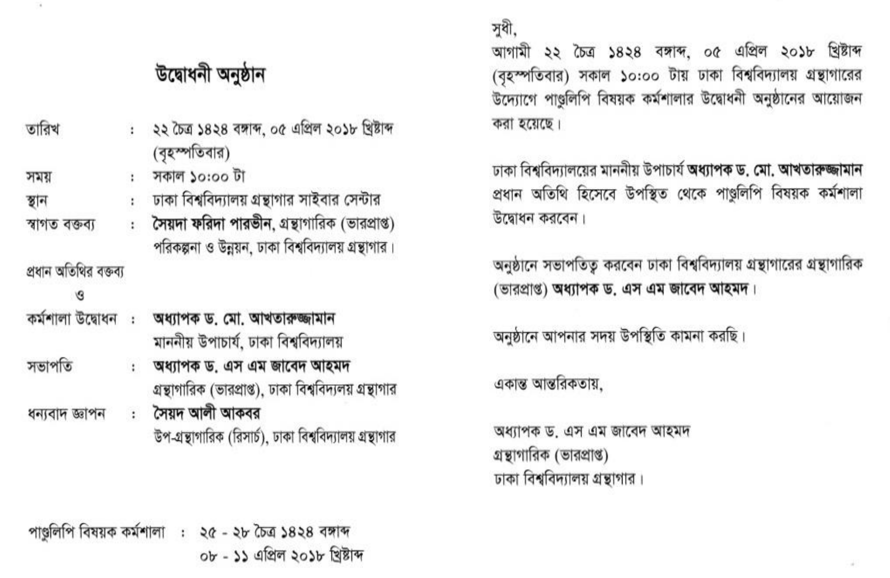

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

তারিখ	:	২২ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সাইবার সেন্টার
স্বাগত বক্তব্য	:	**সৈয়দা ফরিদা পারভীন**, গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।
প্রধান অতিথির বক্তব্য ও কর্মশালা উদ্বোধন	:	**অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান** মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি	:	**অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদ** গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় গ্রন্থাগার
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	:	**সৈয়দ আলী আকবর** উপ-গ্রন্থাগারিক (রিসার্চ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা : ২৫ - ২৮ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৮ - ১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সুধী,
আগামী ২২ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০:০০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য **অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান** প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা উদ্বোধন করবেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত) **অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদ**।

অনুষ্ঠানে আপনার সদয় উপস্থিতি কামনা করছি।

একান্ত আন্তরিকতায়,

অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদ
গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

চিত্র ১৪. বিশ্লেষিত একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রটির উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দাওয়াতপত্রটিতে ৪টি কাঠামোগত অংশ রয়েছে, যেমন- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা iii) অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ এবং iv) বিনম্রতাসূচক শব্দের মাধ্যমে নিজের পদবিসহ নাম উল্লেখ। একটি একাডেমিক দাওয়াতপত্রের এই চারটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ১৭ একাডেমিক (পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, কে উদ্বোধন করবেন প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৩	সদয় উপস্থিতি কামনা করছি	অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণগ্রহিতাকে বিনীত অনুরোধ
৪	একান্ত আন্তরিকতায়	আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট বিনীতভাবে নিজের পদবিসহ নাম উল্লেখ

উল্লিখিত দাওয়াতপত্রটির প্রস্তাব কৃতির শুরুতেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন করে 'সুধী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের সংস্কৃতিতে কাউকে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে সম্বোধনের জন্য এ ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রস্তাব কৃতির পরবর্তী অংশে রয়েছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা।
এ অংশে দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেন। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে দিন, তারিখ, সময় উল্লেখপূর্বক কী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, কে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন প্রভৃতি। তৃতীয় অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছেন এবং সবশেষে একাডেমিক দাওয়াতপত্রের রীতি অনুসারে

আমন্ত্রণকারী বিনীতভাবে নিজের নাম, পদবি উল্লেখ করেছেন। আমন্ত্রণপত্রের উল্লিখিত কাঠামোগত অংশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। এ অংশটির মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করেন।

এই দাওয়াতপত্রের লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়েছে। কেননা এখানে আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট প্রকাশিত হয়েছে। সার্ল (Searle, 1969) এই মনোগত অভিপ্রায়কে নির্দেশ করেছেন 'নিবেদন কৃতি' হিসেবে। এই দাওয়াতপত্রটির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা বা নিবেদন কৃতি হলো উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে আমন্ত্রণ জানানো। মূলত প্রস্তাব কৃতির 'আগামী ২২ চৈত্র ...... অধ্যাপক ড. এস.এম জাবেদ আহমেদ' অংশটি 'বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি' কারণ এখানে লেখক অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে পাঠককে কিছু সাধারণ তথ্য বা বিবৃতি দিয়েছেন। পরবর্তী অংশ 'অনুষ্ঠানে আপনার ...... কামনা করছি' অংশটি 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। এখানে অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বলেছেন। 'অনুরোধের' মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 'একান্ত আন্তরিকতায়' প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি, যেহেতু এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মানসিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে।

এই দাওয়াতপত্রের আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি আমন্ত্রণকারীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বা কোনো কারণে অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলে সংজ্ঞাপন কর্মটি সম্পন্ন হবে। সার্ল (Searle, 1969) একে বলেছেন 'প্রতিক্রিয়া কৃতি'। আমাদের সংস্কৃতিতে সাধারণত দেখা যায়, আমন্ত্রণগ্রহিতা, আমন্ত্রণকারীর অনুরোধের সাড়া প্রদান করে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বা অপারগতা প্রকাশ করে 'প্রতিক্রিয়া কৃতি' বা সংজ্ঞাপন সম্পন্ন করে থাকেন।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রটিতে গ্রন্থাগারিক আমন্ত্রণকারী হিসেবে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই দাওয়াতপত্রে

আমন্ত্রণকারী কিছু সংখ্যক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন, যেমন- 'সুধী', 'মাননীয়', 'উপস্থিতি কামনা করছি', 'একান্ত আন্তরিকতায়' প্রভৃতি। আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে বিধিগত পরিবেশে কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিতগ্রহিতাকে সম্বোধন করেছেন বিনম্রতাসূচক 'সুধী' শব্দের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি আমন্ত্রণগ্রহিতাও সম্মানিত বোধ করেন। পূর্বেই ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে (Brown and Levinson, 1987) 'সুধী' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীকে মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে এই ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি পেয়েছে। একাডেমিক দাওয়াতপত্র যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজন করা হয় রীতি অনুসারে তার উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে তা উদ্বোধন করা হয়। পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উপাচার্য' উদ্বোধন করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে রীতি অনুসারে 'উপাচার্য' এর পূর্বে 'মাননীয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাননীয়' নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পদবির পূর্বে ব্যবহার করে তাঁর পদবিকে রীতি অনুসারে সম্মান জানানো হয়। 'মাননীয়', 'সদয় উপস্থিতি কামনা করছি', 'একান্ত আন্তরিকতায়' বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে (Brown and Levinson, 1987) নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ। আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে এই শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন মনে না করেন যে তাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, এই কারণে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে উপরিউক্ত নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ ব্যবহার করেছেন। মূলত এই নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির নিকট 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস করেছেন (Brown and Levinson, 1987)।

গ. লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণের জন্য উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করে দেখা

যায়, এক্ষেত্রে 'সুধী', 'মাননীয়', 'মহান', 'বিশিষ্ট', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'অলংকৃত করবেন', 'সদয় উপস্থিতি কামনা করছি', 'একান্ত আন্তরিকতায়, 'উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি', 'ধন্যবাদসহ' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি: ১৮ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	সুধী	অনুমোদিত রীতি
২	মাননীয়	অনুমোদিত রীতি
৩	মহান	অনুমোদিত রীতি
৪	বিশিষ্ট	অনুমোদিত রীতি
৫	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	মিতচারিতা রীতি
৬	অলংকৃত করবেন	অনুমোদিত রীতি
৭	সদয় উপস্থিতি কামনা করছি	মিতচারিতা রীতি
৮	একান্ত আন্তরিকতায়	সহানুভূতি রীতি
৯	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অনুমোদিত রীতি
১০	ধন্যবাদসহ	সহানুভূতি রীতি

একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী আনুষ্ঠানিক পরিবেশে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণগ্রহিতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন সামাজিক রীতি অনুসারে। এ শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এটি 'অনুমোদিত রীতি'। 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটি দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি/বিশেষ অতিথিকে সম্মান জানিয়ে ব্যবহার করেছেন। 'বিশিষ্ট' শব্দটিও আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথির ক্ষেত্রে সম্মান জানিয়ে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। এ কারণে

‘মাননীয়’, ‘বিশিষ্ট’ দুইটি বিনম্রতাসূচক শব্দই লিচের অনুমোদিত রীতি নির্দেশ করে। ‘মহান’ শব্দটি ভাষা আন্দোলনে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁদের অবদানকে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করে একুশের পূর্বে ‘মহান’ বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন, এটি অনুমোদিত রীতি। ‘সদয় সম্মতি জ্ঞাপন’ বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশটি আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান/বিশেষ অতিথিকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করেছেন। এটি মিতচারিতা রীতি। এ রীতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে প্রধান/বিশেষ অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ‘অলংকৃত করবেন’ বাক্যাংশটিও এ অনুষ্ঠানের প্রধান/বিশেষ অতিথিকে সম্মান জানিয়ে আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেছেন, তাই এটি ‘অনুমোদিত রীতি’। ‘সদয় উপস্থিতি কামনা করছি’ বাক্যাংশটি আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী নিজে তুচ্ছ হয়ে বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন অতিথির প্রতি। লিচের রীতি অনুসারে এটি ‘মিতচারিতা রীতি’। ‘একান্ত আন্তরিকতায়’, ‘ধন্যবাদসহ’ ‘সহানুভূতি রীতি’, কেননা এই দুইটি বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ‘উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করছি’ বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশটি আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেছেন। এটি লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে ‘অনুমোদিত রীতি’।

৫.২.৯ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

এই গবেষণায় উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ‘জাতীয় সেমিনার’ এর দাওয়াতপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্র নিচে উপস্থাপিত হলো।

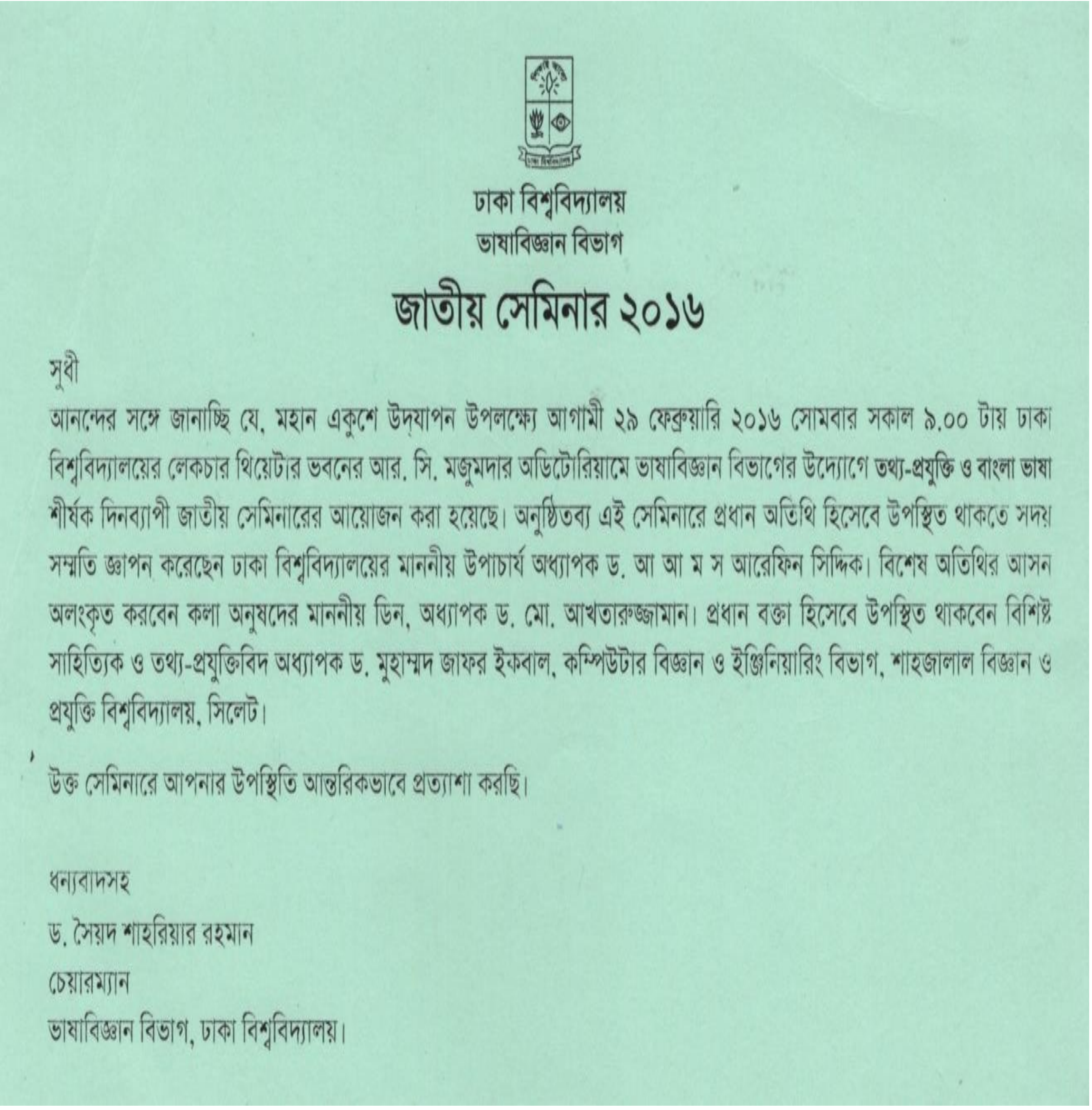

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

জাতীয় সেমিনার ২০১৬

সুধী

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মহান একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সোমবার সকাল ৯.০০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার ভবনের আর. সি. মজুমদার অডিটোরিয়ামে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে তথ্য-প্রযুক্তি ও বাংলা ভাষা শীর্ষক দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠিতব্য এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করবেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন, অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও তথ্য-প্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

উক্ত সেমিনারে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদসহ
ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্র ১৫. বিশ্লেষিত একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২

ক. সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রটির (একটি বিভাগের জাতীয় সেমিনার উদযাপন বিষয়ক) উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট ৪টি অংশ রয়েছে। অংশগুলি হলো i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iii) আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো এবং iv) ধন্যবাদ জানানো। এই চারটি অংশে যে ধরনের ভাষাগত উপাদান, যা বাককৃতির তত্ত্বানুসারে প্রস্তাব কৃতির অন্তর্ভুক্ত, সংযুক্ত হয়েছে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ১৯ একাডেমিক (জাতীয় সেমিনার) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান বক্তা হিসেবে কে উপস্থিত থাকবেন প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য	তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা
৩	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো
৪	ধন্যবাদসহ	রীতি অনুসারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিনম্রতা প্রকাশ

আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের উল্লিখিত প্রস্তাব কৃতির শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন করে 'সুধী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণত আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। দাওয়াতপত্রের পরবর্তী অংশে রয়েছে তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা। এ অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং প্রধান বক্তার নাম প্রভৃতি। এরপর আমন্ত্রণকারী,

আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রস্তাব কৃতির সবশেষে রীতি অনুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণকারী পদবিসহ নিজের নাম ও বিভাগের নাম উল্লেখ করেছেন।
আমন্ত্রণপত্রের উল্লিখিত কাঠামোগত অংশসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। এ অংশটির মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

আমাদের প্রতিনিয়ত উচ্চারিত উক্তি বা লেখনির সাহায্যেও কাজ নির্দেশিত হয়। এই দাওয়াতপত্রের লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়েছে এবং এখানে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এ মনোগত অভিপ্রায়কে সার্ল বলেছেন 'নিবেদন কৃতি'। এই দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় হলো আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, অর্থাৎ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো। সার্লের মতে (Searle, 1969) প্রস্তাব কৃতির 'আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি .... শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট' অংশটি বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে কিছু তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করেছেন। পরবর্তী অংশ 'উক্ত সেমিনারে ...... প্রত্যাশা করছি' এই অংশটি সার্লের (Searle, 1969) মতে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এ অংশে আমন্ত্রণকারী অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠনে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি' প্রকাশ পেয়েছে অনুরোধের মাধ্যমে। সর্বশেষ লিখিত 'ধন্যবাদসহ' প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি, এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মানসিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা জানি আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতা উভয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়। এই দাওয়াতপত্রেও আমন্ত্রণকারীর অনুরোধের সাড়া প্রদান করে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা কোনো কারণে থাকতে না পারলে তা জানিয়ে দেন তাহলে সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হবে। সার্ল (Searle, 1969) একে প্রতিক্রিয়া কৃতি বলেছেন। এভাবেই একটি দাওয়াতপত্রের বাককৃতিটি সুসম্পন্ন হয়।

খ. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক মহান একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানটিতে বিভাগীয় প্রধান আমন্ত্রণকারী হিসেবে দাওয়াতপত্রে বেশ কিছু বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। এসব শব্দ/বাক্যাংশের মধ্যে রয়েছে-'সুধী', 'মহান', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'মাননীয়', 'অলংকৃত করবেন', 'বিশিষ্ট', 'উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি', 'ধন্যবাদসহ' প্রভৃতি। আমাদের সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে রীতি অনুসারে কাউকে সম্বোধন করার জন্য সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। নির্বাচিত এই দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দটির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি মনোযোগ প্রদান করছেন। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে (Brown and Levinson, 1987) 'সুধী' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির নিকট।

অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একুশের পূর্বে 'মহান' বিনম্রতাসূচক শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে সাধারণত প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিবর্গ প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি হিসেবে 'উপাচার্য' এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষদের 'ডিন' উপস্থিত থাকবেন দাওয়াতপত্রটিতে উল্লেখ করা হয়। রীতি অনুসারে 'উপাচার্য' এবং 'ডিন'-কে সম্মান জানিয়ে বিনম্রতাসূচক শব্দ 'মাননীয়' ব্যবহার করা হয়েছে তাঁদের পদবির পূর্বে। 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'অলংকৃত করবেন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে সম্মান জানিয়ে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে যিনি উপস্থিত থাকবেন তিনিও বাংলাদেশে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি, এ কারণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে 'বিশিষ্ট' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লিখিত ‘আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি’ ‘ধন্যবাদসহ’ বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহের সাহায্যে আমন্ত্রণকারী বিনম্রতার সাথে অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। ‘মহান’, ‘সদয় সম্মতিজ্ঞাপন’, ‘মাননীয়’, ‘অলংকৃত করবেন’, ‘বিশিষ্ট’, ‘উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি’, ‘ধন্যবাদসহ’ প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক যে শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন তা ব্রাউন এবং লেভিনসনের তত্ত্বমতে (Brown and Levinson, 1987) নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান বক্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথি কেউই যেন অসম্মানিতবোধ না করেন এ কারণে আমন্ত্রণকারী উল্লিখিত নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। এই নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস করেছেন (Brown and Levinson, 1987)। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারে আমন্ত্রণকারীকে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে আমন্ত্রণগ্রহিতাসহ অন্যান্য অতিথিদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, দুটো বিষয়ই ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে তাৎপর্যপূর্ণ।

৫.৩ বাককৃতিতে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

ভাষার বিনম্রতা প্রধানত শব্দচয়ন, উচ্চারণ প্রকৃতি, বাক্যিক গঠন, প্রতিফলিত বাককৃতি প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। সে বিবেচনায় দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি প্রয়োগে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৫.৩.১ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সারণি: ২০ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	নিবেদন কৃতির ধরন	ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিনম্রতার ধরন	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	জনাব/জনাবা	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি

২	জনাব/বেগম	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৩	আস্সালাম আলাইকুম	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	সহানুভূতি রীতি
৪	পরম করুণাময়	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৫	অশেষ রহমতে	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৬	উপস্থিতি ও দোয়া	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৭	আন্তরিকভাবে কামনা করছি	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৮	শুভেচ্ছান্তে	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	সহানুভূতি রীতি
৯	অভ্যর্থনায়	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাউন এবং লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) বিনম্রতার কৌশল অনুসারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ, আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। একই সাথে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে অনুমোদিত রীতি, সহানুভূতি রীতি এবং মিতচারিতা রীতি আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেছেন। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে মিতচারিতা রীতি, সহানুভূতি রীতি এবং আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতির প্রয়োগ বাংলা দাওয়াতপত্রে লক্ষ করা যায়।

৫.৩.২ ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সারণি: ২১ ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	নিবেদন কৃতির ধরন	ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিনম্রতার ধরন	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	ওঁ শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি

২	সুধী	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৩	বাগ্‌দেবী	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৪	উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৫	নিবেদক	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি

ধর্মীয় নমুনা দাওয়াতপত্রে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশলের বৈশিষ্ট্য (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক এবং ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতার উদ্দেশ্যে। একইসাথে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে লিচের বিনম্রতা রীতি অনুসারে অনুমোদিত রীতি এবং মিতচারিতা রীতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতির প্রয়োগ দাওয়াতপত্রে পরিলক্ষিত হয়।

৫.৩.৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সারণি: ২২ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	নিবেদন কৃতির ধরন	ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিনম্রতার ধরন	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	সুধী	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
২	সম্মানিত সদস্য	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৩	সাদর আমন্ত্রণ	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৪	অশেষ শুভেচ্ছাসহ	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	সহানুভূতি রীতি
৫	বিনীত	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৬	বিনীত অনুরোধ	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতা রীতির বৈশিষ্ট্য (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আবার, একইসাথে লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে, বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে অনুমোদিত এবং মিতচারিতা রীতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রেও অনুমোদিত রীতি ও মিতচারিতা রীতি প্রয়োগ করেছেন। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে সহানুভূতি রীতি দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন।

৫.৩.৪ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সারণি: ২৩ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	নিবেদন কৃতির ধরন	ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিনম্রতার ধরন	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	সুধী	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
২	মাননীয়	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৩	মহান	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৪	সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন	অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৫	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৬	সাদরে আমন্ত্রিত	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৭	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৮	গভীর শ্রদ্ধা	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৯	ধন্যবাদসহ	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	সহানুভূতি রীতি

দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ লক্ষ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশলের (Brown and Levinson, 1987) বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ, অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ, আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী একইসাথে লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে অনুমোদিত রীতি, অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতিতে মিতচারিতা রীতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতি এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে অনুমোদিত ও সহানুভূতি রীতি প্রয়োগ করেছেন।

৫.৩.৫ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সারণি: ২৪ একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতিতে বিনম্রতার স্বরূপ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	নিবেদন কৃতির ধরন	ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিনম্রতার ধরন	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	সুধী	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
২	মাননীয়	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৩	মহান	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৪	বিশিষ্ট	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৫	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৬	অলংকৃত করবেন	অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
৭	সদয় উপস্থিতি কামনা করছি	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	মিতচারিতা রীতি
৮	একান্ত আন্তরিকতায়	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	সহানুভূতি রীতি
৯	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি
১০	ধন্যবাদসহ	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	সহানুভূতি রীতি

একাডেমিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী বিভিন্ন ধরনের শব্দ/বাক্যাংশ বাককৃতিতে প্রয়োগ করেছেন বিনম্রতা প্রকাশের লক্ষে। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশলের রীতি অনুসারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ, আদেশমূলক এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশেও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে অনুমোদিত রীতি, অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে মিতচারিতা ও অনুমোদিত রীতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে মিতচারিতা ও অনুমোদিত রীতি এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে সহানুভূতি রীতি প্রয়োগ করেছেন।

৫.৩.৬ পাঁচ শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত কৃতি অনুসারে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সারণি: ২৫ নমুনা দাওয়াতপত্রের আন্তঃশ্রেণিতে কৃতি অনুসারে বিনম্রতার ধরন

ক্রমিক নং	নিবেদন কৃতির ধরন	ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (1987) অনুসারে বিনম্রতার ধরন	লিচের বিনম্রতার রীতি (1983)
১	বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি	ইতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি সহানুভূতি রীতি
		নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি মিতচারিতা রীতি
২	আদেশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি মিতচারিতা রীতি
৩	প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি সহানুভূতি রীতি মিতচারিতা রীতি
৪	অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি	নেতিবাচক বিনম্রতা	অনুমোদিত রীতি মিতচারিতা রীতি

পাঁচটি শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী সার্লের তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে চার ধরনের বাককৃতি প্রয়োগ করেন তার মনোগত অভিপ্রায় আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট প্রকাশের জন্য, যেমন- বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতি, প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি ও অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির সাহায্যে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অবগত করেন। এক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী অধিকাংশক্ষেত্রে এই কৃতিতে ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্বানুসারে (Brown and Levinson, 1987) ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য প্রয়োগ করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি' আমন্ত্রিত অতিথির নিকট বৃদ্ধি পায় এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর 'অভীক' হ্রাস পায়। লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে আমন্ত্রিত অতিথিকে গুরুত্ব প্রদান, তাকে সম্মানিত করা এবং নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য অনুমোদিত রীতি, মিতচারিতা রীতি ও সহানুভূতি রীতির প্রয়োগ দাওয়াতপত্রে পরিলক্ষিত হয়। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে সর্বদাই আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক বিনম্রতা ব্যবহার করেন। অর্থাৎ আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে জোর করেন না বা তার ওপর বিষয়টি চাপিয়ে দেন না। নেতিবাচক বিনম্রতা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি 'অভীক' হ্রাস করেন। লিচের রীতি অনুসারে এই কৃতিতে অতিথিকে গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে সম্মানিত করার জন্য অনুমোদিত রীতি ও মিতচারিতা রীতি আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেন। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী তার অনুভূতি আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট তুলে ধরার জন্য ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব মতে নেতিবাচক বিনম্রতা ব্যবহার করে 'অভীক' হ্রাস করেন। একই সাথে এই কৃতিতে লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মান বৃদ্ধি, তাকে গুরুত্ব প্রদান এবং আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধির জন্য অনুমোদিত রীতি, সহানুভূতি রীতি ও মিতচারিতা রীতি দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর ভবিষ্যৎ কোনো অঙ্গীকার নির্দেশিত হয়। এই শ্রেণির কৃতিতে আমন্ত্রণকারী ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্বমতে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য ব্যবহার করেন 'অভীক' হ্রাস করার জন্য। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মানকে গুরুত্ব প্রদান ও তা বৃদ্ধির জন্য আমন্ত্রণকারী অনুমোদিত রীতি ও মিতচারিতা রীতির প্রয়োগ দাওয়াতপত্রে করেন।

৫.৪ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

উক্ত গবেষণাকর্মে পাঁচটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিনম্রতাসূচক ও বাককৃতি তত্ত্বের আলোকে। আমন্ত্রণকারী কেন দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করেন তা জানার জন্য এবং উল্লিখিত তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণের জন্য দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর নিকট থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে (দেখুন পরিশিষ্ট-১)। একই সাথে দাওয়াত গ্রহণকারীর নিকট থেকেও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে এবং তত্ত্বমতে তা বিশ্লেষণের জন্য (দেখুন পরিশিষ্ট-২)।

৫.৪.১ দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষণ

সারণি: ২৬ দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের প্রকৃতি

ক্রমিক নং	দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের কারণ	পারিবারিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী	ধর্মীয় দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী	সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী	দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী	একাডেমিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী
১	বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহার	সচেতনভাবে করেন	সচেতনভাবে করেন	সচেতনভাবে করেন	সচেতনভাবে করেন	সচেতনভাবে করেন
২	দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের (জনাব, বেগম, সুধী, মহাশয়, সুহৃদ, সম্মানিত সদস্য প্রভৃতি) প্রয়োগ	অতিথির প্রতি আন্তরিকতা, সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য	অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য	অতিথির প্রতি সম্মান, আন্তরিকতা, বিনম্রতা প্রকাশ করার জন্য	অতিথির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য	অতিথির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রকাশের জন্য

৩	দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের (সাদর আমন্ত্রণ, সবান্ধব উপস্থিতি, সদয় সম্মতিজ্ঞাপন, অনুপ্রেরণা যোগাবে প্রভৃতি) প্রয়োগ	আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি ভদ্রতা, বিনয়, ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য	অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি কামনা করে	আমন্ত্রিত অতিথির নিকট বিনীতভাবে যেন আমন্ত্রণপত্রটি গৃহীত হয়	অতিথির প্রতি সৌজন্য, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য	অতিথির প্রতি আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য

পাঁচটি শ্রেণির ৫ জন দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই সচেতনভাবে দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির উদ্দেশ্যে। উদাহরণস্বরূপ, পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রথানুসারে তারা করেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় অনুভূতি, ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য রীতি অনুসারে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেন। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে 'জনাব', 'বেগম', 'সুধী', 'মহাশয়', 'সুহৃদ', 'সম্মানিত সদস্য', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি যথাযথ সম্মান, বিনয়, আন্তরিকতা প্রকাশের মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্যে। একই সাথে আমন্ত্রণকারীর সদিচ্ছা যেন দাওয়াতপত্রের লিখিতরূপেও প্রতিফলিত হয় এবং অতিথি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেও তিনি এ ধরনের শব্দাবলি ব্যবহার করেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) মতে এই ধরনের শব্দ ইতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। আমন্ত্রণগ্রহিতার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমন্ত্রণকারী এই শব্দসমূহ লিখিত ডিসকোর্সে ব্যবহার করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি (face) আমন্ত্রণগ্রহণকারীর নিকট বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'ক্রটি মার্জনীয়', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'বিনীত নিবেদন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'অনুরোধ করছি' প্রভৃতি বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী

দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি বিনয়, সৌজন্য, আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য। আমন্ত্রণগ্রহণকারীর নিকট বিনীতভাবে যেন আমন্ত্রণপত্রটি গৃহীত হয় এবং আমন্ত্রিত অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এ বিষয়টি লক্ষ রেখেও আমন্ত্রণকারী এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন। দাওয়াতপত্রে প্রয়োগকৃত এ শব্দ/ বাক্যাংশসমূহ ব্রাউন ও লেভিনসন এর তত্ত্বানুসারে (Brown and Levinson, 1987) নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায়, অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে, বিনয়ের সাথে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ আমন্ত্রণকারী অধিক ব্যবহার করেন। আমাদের সংস্কৃতিতে আমন্ত্রিত অতিথিকে সরাসরি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আদেশ করে বলা হয় না। এটি অসৌজন্যমূলক, এভাবে বললে আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা প্রকাশ পায় না এবং অতিথিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন না বলে মনে আমন্ত্রণকারী করেন। আমাদের সমাজে এ রীতি প্রচলিতও না। একইসাথে অতিথি যেন কোন কারণে মনে না করেন, আমন্ত্রণকারী তাকে যথাযথ সম্মানের সাথে, বিনয়ের সাথে আমন্ত্রণ জানান নাই, এ কারণেও নেতিবাকচ বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী অধিক ব্যবহার করে থাকেন। ব্রাউন ও লেভিনসন এর তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) মতে, এই ধরনের নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রকারীর অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক হ্রাস পায়।

লিচ এর বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে, 'জনাব', 'বেগম', 'সুধী', 'মাননীয়', 'সম্মানিত সদস্য', 'মহাশয়', 'সুহৃদ' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ অনুমোদিত রীতির অংশ। আমন্ত্রণকারী এই বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করে আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'সবান্ধব উপস্থিতি', অনুমোদিত রীতি এবং 'সদয় সম্মতিজ্ঞাপন', 'ত্রুটি মার্জনীয়', 'বিনীত অনুরোধ', 'বিনীত নিবেদক' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ মিতচারিতা রীতির অংশ। সার্ল এর বাককৃতি তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে দেখা যায়, দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী বা আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশসমূহ ব্যবহার করেছেন মূলত আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, সেই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের অন্তরালে অতিথিকে অনুরোধ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। এখানে প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি অর্থাৎ 'অনুরোধ' পেয়েছে আমন্ত্রণপত্র প্রণয়নকারীর।

৫.৪.২ দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষণ

সারণি: ২৭ দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের প্রকৃতি (শতকরা)

ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন	উত্তরের প্রকৃতি	পারিবারিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারী (শতকরা)	ধর্মীয় দাওয়াতপত্র গ্রহণকারী (শতকরা)	সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারী (শতকরা)	দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারী (শতকরা)	একাডেমিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারী (শতকরা)	৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের শতকরা পরিমাণ
১	দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের সচেতন ব্যবহার	লক্ষ করেছেন	৬৭	৫৮	৫৮	৬৭	৮৩	৬৭
		লক্ষ করেন নাই	৩৭	৪২	৪২	৩৭	১৭	৩৩
২	দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগ না করলে অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন কিনা	অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না	৫০	৫০	৫০	৫০	২৫	৪৫
		অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে	২৫	২৫	৩৩	৩২	৬৭	৩৭
		অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কম	২৫	২৫	১৭	১৮	৮	১৮
৩	দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কেন ব্যবহার করা হয়	অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য	৫৮	৭৫	৬৭	৫৮	৫০	৬২
		অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য	০৯	-	-	৩৩	২৫	২৩
		সামাজিক রীতি অনুসারে সৌজন্য, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য	৩৩	২৫	৩৩	৯	২৫	১৫

৪	নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্রে প্রয়োগের কারণ	অতিথির প্রতি বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশ করা	৭৫	৫৮	৭৫	৭৫	৭৫	৭০
		অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশ নেন	২৫	২৫	২৫	৫৫	৪০	২০
		অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন	-	১৭	-	-	-	৪
		সামাজিক রীতি	-	-	-	২৫	২৫	৬

পাঁচটি শ্রেণির মোট ১২ জন দাওয়াতপত্রগ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার ৬৭ শতাংশ সচেতনভাবে লক্ষ করেছেন আবার প্রথাবদ্ধ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে আগে ৩৩ শতাংশ কখনো লক্ষ করেন নাই। তবে দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার না করা হলে সেটা সৌজন্য বহির্ভূত হতো বলে সবাই মত প্রকাশ করেছেন এবং এ ধরনের শব্দের ব্যবহার দাওয়াতপত্রে করা না হলে ৪৫ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না। আবার ৩৭ শতাংশের মতে মনোক্ষুণ্ন হলেও সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বলে ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন। ৮ শতাংশ আবার পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার না করাই উত্তম বলেছেন কারণ দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সব ধর্মের ঘনিষ্ঠ সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার আবশ্যিক বলে ৯২ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, এতে ধর্মীয় আবহ বজায় থাকে। ৮ শতাংশ অবশ্য ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার আবশ্যক বলে মনে করেন না। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'জনাব', 'বেগম', 'সুধী', 'মহাশয়', 'সুহৃদ', 'সম্মানিত সদস্য', 'প্রিয় সহকর্মী', 'অভ্যর্থনায়', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেন অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আন্তরিকতা, বিনম্রতা, সৌজন্য, সদয়ভাব প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে সম্বোধনের জন্য। সামাজিকভাবে এই

রীতির প্রচলন রয়েছে এবং অতিথিকে আকৃষ্ট করার জন্যও অনেক সময় আমন্ত্রণকারী এই শব্দাবলি ব্যবহার করেন বলে আমন্ত্রণগ্রহিতা মনে করেন। আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬২ শতাংশ মনে করেন আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, ২৩ শতাংশ মনে করেন অতিথিকে সম্বোধনের জন্য এবং ১৫ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা মনে করেন আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণপত্র প্রণয়নকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসন এর তত্ত্বানুসারে (Brown and Levinson, 1987) এই ধরনের শব্দকে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বলা হয়। আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথির মনোযোগ আকর্ষণ করে আন্তরিকভাবে বিধিবদ্ধ পরিবেশে সম্বোধনের জন্য এই সব বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ লিখিত উক্তিমালা বা ডিসকোর্সে প্রয়োগ করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের অভিব্যক্তি (face) আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট তুলে ধরেন। আবার ‘উপস্থিতি ও দোয়া’, ‘আন্তরিকভাবে কামনা করছি’, ‘ত্রুটি মার্জনীয়’, ‘সবান্ধব উপস্থিতি’, বিনীত নিবেদন’, ‘সদয় সম্মতি জ্ঞাপন’, ‘অনুরোধ করছি’ প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন বিনম্রতা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য বলে উত্তরদাতারা মনে করেন। এই শব্দাবলির ব্যবহারে অতিথির সম্মান যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দাওয়াতপত্র প্রণেতার আন্তরিকতাও মূর্ত হয়ে ওঠে। অতিথির সন্তুষ্টি বা প্রচলিত সামাজিক রীতির কথাও আমন্ত্রণপত্র গ্রহণকারী উল্লেখ করেছেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ আমন্ত্রণকারী বিনম্রতা ও আন্তরিকতা প্রকাশের ব্যবহার করেন বলে ৭২ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা উল্লেখ করেছেন। ২০ শতাংশ উত্তরদাতা/আমন্ত্রণগ্রহিতা মনে করেন আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং ৮ শতাংশ উত্তরদাতা/আমন্ত্রণগ্রহিতা মনে করেন এ ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহার প্রচলিত সামাজিক রীতির অংশ। মূলত আমন্ত্রিত অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, তাকে অনুরোধ জানানোর জন্য এই বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে অধিক প্রয়োগ করেছেন বলে ৪৭ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা মনে করেন। ব্রাউন ও লেভিনসন এর তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত এই বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। প্রচলিত দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক ব্যবহার করা হয়।

সারণি: ২৮ আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ (শতকরা)

আমন্ত্রিত অতিথির সম্মানার্থে	অতিথিকে সম্বোধন অর্থে	অতিথির প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করে
৬২	২৩	১৫

উল্লিখিত সারণিতে (সারণি: ২৮) প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর মধ্যে ৬২ শতাংশ আমন্ত্রিত অতিথির সম্মানার্থে, ২৩ শতাংশ অতিথিকে সম্বোধনের জন্য এবং ১৫ শতাংশ অতিথির প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেন।

সারণি: ২৯ আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ (শতকরা)

অতিথির প্রতি বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশ	অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন	অনুষ্ঠানে অতিথির উপস্থিতি কামনা করে	সামাজিক রীতি
৭০	৪	২০	৬

সারণি: ২৯ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর মধ্যে ৭০ শতাংশ আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশ করার জন্য ৭০ শতাংশ, ৪ শতাংশ অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য, অনুষ্ঠানে অতিথির উপস্থিতি কামনা করে ২০ শতাংশ এবং সামাজিক রীতির অংশ হিসেবে ৬ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা/উত্তরদাতা মনে করেন নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেন।

আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমন্ত্রিত অতিথিকে আদেশ করে সরাসরি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বলা সৌজন্য বহির্ভূত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়। অতিথি যেন মনে না করেন তাকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই এবং তিনি আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা অনুভব করে যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এ কারণে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে অধিক প্রয়োগ করেন বলে ৭২ শতাংশ আমন্ত্রণগ্রহিতা মনে করেন। ব্রাউন ও লেভিনসন এর তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে নেতিবাচক

বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক হ্রাস পায়। লিচ এর বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে, 'জনাব', 'বেগম', 'সুধী', 'মাননীয়', 'সম্মানিত সদস্য', 'মহাশয়', 'সুহৃদ', 'সম্মানিত অতিথি' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ অনুমোদিত রীতির অংশ। উত্তরদাতাদের মতে, আমন্ত্রণকারী বিনম্রতা প্রকাশক এই শব্দসমূহ দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করে আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'সবান্ধব উপস্থিতি' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অনুমোদিত রীতি এবং 'ত্রুটি মার্জনীয়', 'সদয় সম্মতিজ্ঞাপন', 'বিনীত অনুরোধ করছি', 'বিনীত নিবেদক' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ মিতচারিতা রীতির অন্তর্ভুক্ত। এই রীতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতিও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। সার্ল এর বাককৃতি তত্ত্ব (Searle, 1969) অনুসারে এখানে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ মূলত প্রয়োগ করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য। এখানে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় বা আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ করেছেন নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশের মাধ্যমে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

সামাজিক জীব হিসেবে আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলি। প্রতিটি দেশের স্থানীয় অধিবাসী তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত (Al-Khawaldeh & Zegarac, 2013)। এই রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিনম্রতা (politeness)। বিনম্রতা জন্মসূত্রে অর্জিত কোনো গুণাবলি নয় বরং সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ বিনম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করে (Shahrokhi & Bidabadi, 2013)।

বাংলা ভাষায় বিনম্রতা সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়। বয়সভেদে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, পেশাগত, রাজনৈতিক, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার আমাদের ভাষায় প্রচলিত। সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় আমন্ত্রণ বা দাওয়াত প্রদান করা, যা অন্যান্য ভাষিক সমাজের মতো আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিনম্রতা বা সৌজন্য প্রকাশ করে। এই সব সামাজিক সৌজন্য প্রকাশের একটি বিশ্বস্ত কৌশল হলো দাওয়াতপত্র। দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে এক ধরনের সামাজিক এবং ভাষিক সংজ্ঞাপন সুসম্পন্ন হয়। একইসাথে দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সামাজিকতার চিত্রও মূর্ত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তখন তা এককভাবে করা হয় না। পারিবারিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব, দাপ্তরিক বা একাডেমিক প্রভৃতি যেকোনো উৎসবে বা অনুষ্ঠানে সবাইকে একত্রিত করে আয়োজন করা হয়। সবাইকে একত্রিত করে উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যবহার করা হয় দাওয়াতপত্র। দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর এই রীতি সুদীর্ঘকাল ধরে আমাদের সমাজে প্রচলিত। এসব দাওয়াতপত্রে লিখিত ভাষিক রূপের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির বিনম্রতার নানামাত্রিক রূপ ফুটে ওঠে যা বর্তমান গবেষণার মুখ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংযুক্ত ফলাফলেও এই বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত ফলাফলগুলোর পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো।

৬.১ সার্ল এর বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বাককৃতির ফলাফল পর্যালোচনা

প্রতিটি দাওয়াতপত্র বিভিন্ন ধরনের কৃতি প্রকাশ করে। দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্স বা উক্তিমালায় প্রতিফলিত এসব কৃতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী তার আবেগ, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে, আমন্ত্রণকারী মনোগত অভিপ্রায় বা নিবেদন কৃতি প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে থাকেন। এই কারণে বর্তমান গবেষণাকর্মে বিনম্রতা তত্ত্বের সাথে বাককৃতি তত্ত্বের সংযোগ ঘটানো হয়েছে।

সার্ল (Searle, 1969) এর বাককৃতির শ্রেণিবিভাগ অনুসারে বিশ্লেষিত ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্রে বর্ণনামূলক, আদেশমূলক, অঙ্গীকারমূলক এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির প্রয়োগ ঘটেছে। এশিয়ান সংস্কৃতিতে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি সর্বাধিক গৃহীত কৌশল (Harooni & Pourdana, 2017)।

এই গবেষণায় বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রে অনুরোধের মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রকাশ পায়। দাওয়াতপত্রের লিখিত উক্তিমালার ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় 'অনুরোধ' এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আমন্ত্রণকারী অনুরোধের মাধ্যমে অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বলেছেন যা আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বমতে আমন্ত্রণকারী আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন দাওয়াতপত্রে। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আমন্ত্রণগ্রহিতাকে প্রদান করেন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করেন এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী নিজের বিনয়, আন্তরিকতা, সৌহাদ্য আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট উপস্থাপন করেন।

প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি অর্থাৎ ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, অভিনন্দন জানানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেন। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেন। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতিতেও ভবিষ্যতে কোনো অঙ্গীকার প্রদান করার ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেন। দাওয়াতপত্রে ৪ ধরনের নিবেদন কৃতির প্রকাশ ঘটলেও মূলত আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশের জন্যই আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে অন্যান্য কৃতির সংযোগ ঘটিয়েছেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারে নেতিবাচক পরিস্থিতি পরিহার করা যায়, এ কারণে আমন্ত্রণকারী বর্ণনামূলক, আদেশমূলক, অঙ্গীকারমূলক এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার তত্ত্বের সাথে লিচের বিনম্রতার রীতিও প্রয়োগ করেছেন। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে অনুমোদিত রীতি, মিতচারিতা রীতি ও সহানুভূতি রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। দাওয়াতপত্রে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান অর্থাৎ বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করার মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্মানিত করেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতি বা অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানোর ক্ষেত্রেও অতিথির সম্মানকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মানিত করেছেন। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে অনুমোদিত রীতি ও মিতচারিতা রীতি, প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতি, সহানুভূতি রীতি ও মিতচারিতা রীতি আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজে তুচ্ছ হয়ে অতিথির সম্মান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতি বৃদ্ধি করার জন্য দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী এই ধরনেই বিনম্রতা রীতি প্রয়োগ করেন। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতি ও মিতচারিতা রীতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এখানেও আমন্ত্রণকারী নিজে অকিঞ্চিৎকর হয়ে বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে আমন্ত্রণ গ্রহণকারীকে সম্মানিত করেছেন। দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী তার বিভিন্ন কৃতি প্রকাশের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব বা লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে নানা প্রকার বিনম্রতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার ভাষিক যোগাযোগ সুস্পষ্ট হয় এবং আন্তঃসামাজিক সম্প্রীতিও বৃদ্ধি পায়।

৬.২ ব্রাউন ও লেভিনসন এর বিনম্রতার কৌশল অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার ফলাফল পর্যালোচনা

এই গবেষণাকর্মের ফলাফলে ব্রাউন ও লেভিনসন এর বিনম্রতা তত্ত্বের (Brown and Levinson, 1987) যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে। বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই ফলাফলে প্রতিফলিত হয় যে, ব্রাউন ও লেভিনসনকৃত ইতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার ১৫টি কৌশলের মধ্যে বিশ্লেষিত ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ৫টি কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে, যথা- i) শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া ii) বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার অনুভূতি) iii) কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা iv) শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা এবং v) শ্রোতাকে খেয়াল করা। একইভাবে ব্রাউন ও লেভিনসন এর নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার ১০টি কৌশলের মধ্যে ৬টি কৌশলের প্রয়োগ দাওয়াতপত্রসমূহে পাওয়া যায়, যেমন- i) বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া ii) অকিঞ্চিৎকর হওয়া iii) সম্মান দেওয়া iv) রক্ষাকবচ v) স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া এবং vi) হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা। উল্লিখিত কৌশলসমূহ ব্যতীত ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার অবশিষ্ট কৌশলের প্রয়োগ বিশ্লেষিত নমুনা দাওয়াতপত্রে পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ, অবশিষ্ট কৌশলসমূহ যোগাযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে এগুলি ব্যবহার করা হয় না। কৌশলসমূহ অনুসারে পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ৪৫টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ও ৭১টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৩৯ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৬১ শতাংশ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের প্রয়োগ আমন্ত্রণকারী করেছেন। একইভাবে ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ৮টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ এবং ১৪টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শতকরা হিসেবে যার পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬ ও ৬৪ শতাংশ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ২৩টি ইতিবাচক ও ৪৬টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৬৭ শতাংশ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এই শ্রেণির দাওয়াতপত্রে রয়েছে। দাপ্তরিক শ্রেণির দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে ৩৮টি ইতিবাচক এবং ৮৮টি নেতিবাচক বিনম্রতা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়। ৩০ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৭০ শতাংশ নেতিবাচক শব্দ আমন্ত্রণকারী এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

একাডেমিক শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩৩টি ইতিবাচক ও ৭৫টি নেতিবাচক বা ৩১ শতাংশ ইতিবাচক ও ৬৯ শতাংশ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী ব্যবহার করেছেন। সব মিলিয়ে উল্লিখিত ৫টি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে ৩৩ শতাংশ ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং ৬৭ শতাংশ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রতিটি ভাষায় নিজস্ব স্বকীয়তা বিদ্যমান। পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা দ্বারা আমাদের ভাষিক আচরণ প্রভাবিত হয়। সংস্কৃতিগত ভাবেই বাঙালি ভাষিক সমাজে বিনম্রতার বহুল প্রচলন রয়েছে। লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দাওয়াতপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিনম্রতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। অতিথিকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধ তুলে ধরে বিনীতভাবে অনুরোধ করার জন্য দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের সাহায্যে আমন্ত্রণকারী নিজের 'অভিব্যক্তি' আমন্ত্রণকারীর নিকট উপস্থাপন করেন এবং 'অভীক' হ্রাস করার জন্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেন। প্রতিটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ অধিক ব্যবহার করা হয়েছে। অতিথিকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানোর জন্য আমন্ত্রণকারী এই শ্রেণির শব্দ অধিক প্রয়োগ করেছেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের বিনম্রতা, আন্তরিকতা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট প্রকাশ করার পাশাপাশি নেতিবাচক পরিস্থিতিও পরিহার করেন। কারণ এ ধরনের নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি দাওয়াতপত্রে ব্যবহার না করলে আমন্ত্রণগ্রহিতা অসন্তুষ্ট হতেন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন না। এর ফলে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক হ্রাস পেতো। ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের শব্দাবলি ব্যবহারের কারণে আমন্ত্রণগ্রহিতাও আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা, বিনম্রতা, শ্রদ্ধাবোধ, সৌজন্যবোধ অনুভব করে নিজে সম্মানিত হন। বিনম্রতাসূচক এই শব্দসমূহের প্রয়োগ আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ ভাষিক বিনম্রতাকেই নির্দেশ করে এবং একই সাথে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা 'অভীক' হ্রাস করে সমাজে ঐকতান বজায় রাখে (Habwe, 2010)। বিনম্রতাসূচক সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'অভিব্যক্তি' বৃদ্ধি এবং 'অভীক' হ্রাস দুটো বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা দাওয়াতপত্রের লিখিত উক্তিমালা বা ডিসকোর্সে সুস্পষ্ট হয়।

৬.৩ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার ফলাফল পর্যালোচনা

লিচ এর বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে প্রতিটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণকারী নিজের পছন্দকে সীমিত করে, নিজেকে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর করে আমন্ত্রণগ্রহিতার পছন্দকে সম্প্রসারিত করে তাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা, বজায় রাখা তথা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫টি বর্গের দাওয়াতপত্রেই বিনম্রতা প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণপ্রদানকারী অনুমোদিত রীতি, সহানুভূতি রীতি ও মিতচারিতা রীতি প্রয়োগ করেছেন। প্রতিটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে অনুমোদিত রীতি অধিক ব্যবহৃত হয়েছে আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মানকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য। আদেশমূলক নিবেদন কৃতি ও অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে বিনয় প্রকাশের জন্য মিতচারিতা রীতি ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধির জন্য সহানুভূতি রীতির প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয় দাওয়াতপত্রে। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতিথিকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। আমন্ত্রণকারী তার আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধ প্রকাশের জন্য নিজেকে তুচ্ছ করে অতিথির মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। আমন্ত্রণপ্রণয়নকারীর মূল উদ্দেশ্য অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সামাজিক রীতি অনুসারে তিনি বিনম্রতার পরিস্ফূটন ঘটিয়েছেন। লিচের বিনম্রতার অন্য ৩টি রীতির মধ্যে রয়েছে বিচক্ষণ রীতি, উদারতা রীতি ও চুক্তিবদ্ধ রীতি। এই রীতিসমূহেও আমন্ত্রণগ্রহিতার সুবিধা বৃদ্ধি করা, আমন্ত্রণকারীর সুবিধা হ্রাস করা, আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার মতানৈক্য হ্রাস করা নির্দেশ করে। কিন্তু বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রসমূহে এ ৩টি রীতির বিনম্রতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

বিনম্রতার মাধ্যমে আন্তঃসামাজিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) মতে ইতিবাচক বিনম্রতার সাথে লিচের বিনম্রতা রীতির সহানুভূতি রীতি এবং নেতিবাচক বিনম্রতার সাথে অনুমোদিত রীতি ও মিতচারিতা রীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

ইতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি বৃদ্ধি পায়, সহানুভূতি রীতির ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়। একইসাথে দেখা যায়, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী কোন বিষয় আমন্ত্রিত অতিথির ওপর চাপিয়ে দেন না, তিনি পরোক্ষ কৌশল, যেমন- 'অনুরোধ' ব্যবহার করার মাধ্যমে অতিথিকে সম্মান প্রদান করেন। লিচের অনুমোদিত ও মিতচারিতা রীতির ক্ষেত্রেও আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মান বৃদ্ধি করেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) এবং লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) উভয়ক্ষেত্রেই বিনম্রতার বিভিন্ন কৌশল বা রীতি ব্যবহার করা হয় সামাজিক জীব হিসেবে ভাষিক যোগাযোগে পারস্পরিক সংঘাতময় পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য এবং একই সাথে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে মানব জীবনকে সহজ, গতিময় করার জন্য। এই কারণে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্বের (Brown and Levinson, 1987) সালে লিচের বিনম্রতার রীতিও (Leech, 1983) প্রয়োগ করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

৬.৪ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের বিনম্রতা ও বাককৃতির ফলাফল পর্যালোচনা

সাক্ষাৎকার পর্বে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে প্রাপ্ত উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী সচেতনভাবে দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেন আমন্ত্রিত অতিথির উদ্দেশ্যে। পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দও ব্যবহার করা হয়। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে আবশ্যিক হিসেবে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ তারা ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় থাকে বলেও উত্তরদাতা মনে করেন। এছাড়া আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি সম্মান, আন্তরিকতা, বিনম্রতা প্রকাশের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ পারিবেশে তাকে সম্বোধন করার জন্য। ফলাফলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি বিনয়, সৌজন্য, আন্তরিকতা প্রকাশ করে তাকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনুরোধ করে। দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী বিনম্রতার

তত্ত্ব অনুসারে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ অধিক ব্যবহার করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি' বৃদ্ধি পায়, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে আমন্ত্রণকারীর 'অভীক' হ্রাস পায়। আমাদের সংস্কৃতিতে অতিথিকে অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ কারণেও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের আধিক্য দাওয়াতপত্রে পরিলক্ষিত হয়। আমন্ত্রণকারী মনে করেন, বিনম্রতা প্রকাশক শব্দাবলি দাওয়াতপত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ না করলে তা সৌজন্য বহির্ভূত হবে এবং আমন্ত্রিত অতিথি হয়তো উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না।

আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট হতে প্রাপ্ত উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার অনেকেই সচেতনভাবে লক্ষ করেন, কাঠামোবদ্ধ রীতি বলে অনেকে আবার করেন না। তবে দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা প্রকাশক শব্দসমূহ ব্যবহার করা না হলে যে তা সৌজন্য বহির্ভূত হতো, এ বিষয়ে সবাই একমত প্রকাশ করেছেন এবং এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা না হলে অনেকেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না। পারিবারিক এবং ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে মতভেদ রয়েছে। দাওয়াতপত্রগ্রহিতাদের মতে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেন অতিথির প্রতি আন্তরিকতা, বিনম্রতা প্রকাশের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক পরিবেশে সম্বোধনের জন্য। আমাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ীও এ ধরনের শব্দাবলির ব্যবহার সুপ্রচলিত। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব (Brown and Levinson, 1987) মতে এই বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ ইতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। এই ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের 'অভিব্যক্তি' বৃদ্ধি করেন আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট। আবার অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে সৌজন্য, বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এগুলো নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ। এই ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারে অতিথির সম্মান যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর আন্তরিকতাও সুস্পষ্ট হয়।

মূলত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানোর জন্যই এই ধরনের শব্দ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করা হয় বলে আমন্ত্রণগ্রহণকারীগণ মনে করেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল (Brown and Levinson, 1987) অনুসারে বিশ্লেষিত ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিমাণ ৩৩ শতাংশ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ব্যবহারের পরিমাণ ৬৭ শতাংশ। দাওয়াতপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী 'অভীক' হ্রাস করার জন্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক ব্যবহার করেছেন। সাক্ষাৎকার পর্বে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্র প্রণয়নে অধিক ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকটও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক গুরুত্ব বহন করে। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ব্যবহার না করলে তা সৌজন্যবহির্ভূত হতো বলেও আমন্ত্রণপত্রগ্রহিতারা উল্লেখ করেছেন। আমন্ত্রণকারী লিচ এর বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে অনুমোদিত রীতি, মিতচারিতা রীতি, সহানুভূতি রীতি দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেছেন। বাককৃতি প্রকাশের জন্য তারা মূলত বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতি, অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আমন্ত্রণকারী আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ করেছেন তার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য। এক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো।

বিনম্রতাসূচক যোগাযোগের জন্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণাকর্মের নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ, উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাককৃতিতে বিশেষ করে আদেশমূলক বাককৃতিতে লিচের অনুমোদিত রীতি এবং মিতচারিতা রীতির প্রয়োগ ঘটেছে যা মূলত ব্রাউন ও লেভিনসনের নেতিবাচক বিনম্রতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দও বিনম্র যোগাযোগে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে যা লিচের সহানুভূতি রীতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তও এই বিষয়গুলিকেই নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত গবেষণাকর্মের দাওয়াতপত্রে ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson, 1987) বিনম্রতার তত্ত্ব, লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) এবং সার্লের বাককৃতি (Searle, 1969) তত্ত্বের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা অসংখ্য উক্তি ব্যবহার করি সামাজিক তথা ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। দাওয়াতপত্র যেহেতু সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সেকারণে এখানে শব্দ ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বা পূর্বদেশীয় সংস্কৃতিতে উক্তির সাহায্যে প্রকাশিত বাককৃতির মাধ্যমে বিনম্রতার পরিস্ফুটন ঘটে থাকে। দাওয়াতপত্রের উক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাককৃতির মাধ্যমেও সংস্কৃতির ধারক বিনম্রতাসূচক শব্দ প্রকাশ পায়। এসবের মাধ্যমে পারস্পরিক মিথক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ভাষিক বা সামাজিক যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের মতো দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেও বাককৃতি এবং বিনম্রতার সফল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

মানব সমাজে ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং তা রক্ষা করা। আমাদের দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমরা যেসব উক্তি উচ্চারণ করি বা লিখে প্রকাশ করি সেগুলি বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে। মূলত বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াশীলতা বা বাককৃতির মাধ্যমে কোন ধরনের বিনম্রতা প্রকাশ পায় তা উপস্থাপিত হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

প্রতিটি ভাষিক সমাজে বিনম্রতা প্রচলিত থাকলেও সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশে ভিন্নতা ঘটে। যেকোনো ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুরোধের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। একারণে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি এবং বিনম্রতাসমৃদ্ধ ভাষিক উপাদানের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে বিনম্রতার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown and Levinson, 1987) এর বিনম্রতার তত্ত্ব এবং লিচ (Leech, 1983) এর বিনম্রতার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। একইসাথে বিনম্রতা ও বাককৃতি সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য সার্ল (Searle, 1969) এর বাককৃতি তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা ও বাককৃতি অনুধাবনের জন্য গৃহীত দাওয়াতপত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে ইতিবাচক, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেন নিজের অভিব্যক্তি (face) আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট সমুন্নত রাখতে বা বৃদ্ধি করতে এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেন অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (face threatening act) বা অভীক হ্রাস করার জন্য। সঠিক বিনম্রতাসূচক যোগাযোগের জন্য অভিব্যক্তি বৃদ্ধি এবং অভীক হ্রাস, এই দুটো বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া প্রতিটি দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে ক্ষুদ্র করে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্মানিত করেছেন। বাককৃতির তত্ত্বানুসারে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী বর্ণনামূলক (representatives), আদেশমূলক (directives), অঙ্গীকারমূলক (commissives) এবং প্রকাশমূলক (expressives) নিবেদন কৃতি প্রকাশ করেছেন দাওয়াতপত্রের লিখিত উক্তিমালায়। এভাবেই দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সামাজিক সংজ্ঞাপন সুসম্পন্ন হয়।

৭.১ বর্তমান গবেষণাকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রত্যেক গবেষণাকর্মেরই নানা ধরনের তাৎপর্য ও সামাজিক উপযোগিতা থাকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান গবেষণাকর্মের দুইটি তাৎপর্য উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, বিদ্যায়তনিক তাৎপর্য এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক উপযোগিতা। 'বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপ: একটি প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিষয়ক প্রথম গবেষণাকর্ম। পরবর্তীকালে কোনো গবেষক বিনম্রতা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে গবেষণা করলে বর্তমান গবেষণাকর্ম থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারবেন। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের সঠিক ব্যবহার পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা আন্তঃসামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বহন করে। তাই বলা যায়, দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের সঠিক প্রয়োগ সামাজিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়।

৭.২ গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতা

কোনো গবেষণাকর্মই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। বর্তমান গবেষণাকর্মেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দাওয়াতপত্রে, বিশেষ করে পারিবারিক শ্রেণির দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলা ভাষা অপেক্ষা ইংরেজি ভাষায় লিখনের প্রবণতা অধিক। এ কারণে দাওয়াতপত্রের অপ্রতুলতার জন্য উপাত্ত সংগ্রহে কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে চারটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করলেও পারিবারিক এবং ধর্মীয় শ্রেণির দাওয়াতপত্রে মুসলিম ও হিন্দু রীতির বাইরে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান রীতিতে বাংলা ভাষায় লিখিত কোনো দাওয়াতপত্র পাওয়া না যাওয়ায়, এই দুই ধর্মীয় রীতির দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ বর্তমান গবেষণাকর্মে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নাই। এছাড়া বর্তমান গবেষণাকর্মে ৫ শ্রেণির দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু আরও বেশি বর্গের দাওয়াতপত্র পাওয়া সাপেক্ষে যদি এই শ্রেণিবিভাগটি বৃদ্ধি পেতো তাহলে গবেষণাকর্মটি অধিক তথ্য সমৃদ্ধ হতো কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ৫ শ্রেণির অধিক লিখিত দাওয়াতপত্র পাওয়া যায়নি।

৭.৩ সুপারিশমালা

বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে কোনো গবেষণাকর্মই চূড়ান্ত ও শেষ কথা নয়, যেকোনো গবেষণাকর্মের ফলাফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সার্বিক ও সম্পূর্ণ চিত্র লাভ করা সম্ভব হয় না। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। বাংলাদেশে প্রথম বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্র বিষয়ক বর্তমান গবেষণাকর্মে যে ফলাফল অর্জিত হয়েছে ভবিষ্যতে গবেষকগণ এই ফলাফলকে বিবেচনায় রেখে দাওয়াতপত্রের অন্তর্নিহিত অন্যান্য বিষয়, যেমন- দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্স, দাওয়াতপত্রের ভাষা ব্যবহারে প্রাসঙ্গিকতা, সমাজভাষাবিজ্ঞানে এর প্রায়োগিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণা করতে পারেন। ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য এই গবেষণাকর্মটি অণুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

তথ্যপঞ্জি

আরিফ, হাকিম। (২০২২)। *সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান*। যন্ত্রস্ত্র।

খায়রুন্নাহার, খন্দকার। (২০১৫)। অ্যাফেজিয়া রোগীর সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপ। (সম্পা.) হাকিম আরিফ। *অ্যাফেজিয়া ও বাংলাভাষা: ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, ১১৬-১২১। ঢাকা: বুকফেয়ার।

Al-Khawaldeh, N. & Zegarac, vol. (2013). Cross-Cultural Variation of Politeness Orientation & Speech Act perception. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*. vol: 2. No. 3. 231-239.

Arif, H. (2011). Bengali everyday emblematic (BEF) hand gestures: A Pragmatic approach. Berlin. Berlin Technical University. An unpublished PhD Thesis.

Arif, H. (2013). A Brief sketch on the Origin and Development of Pragmatics. *Philosophy and Progress*. vol: LIII-LIV, No. 1-2, 25-41

Arif, H. (2012). On some definitions of Pragmatics and Semantics. *Journal of the Institute of Modern Language*. vol: 23, 53-56.

Austin, J.L. (1962). *How to do things with Words*. Oxford: Oxford University Press.

Bayat, N. (2013). A study on the Use of Speech acts. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 70. 213-221.

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. *American Psychological Association*.

Breslin, G. (2014).(eds). *Collins English Dictionary*. Collins UK.

Blum-Kulka and Olshtain, E. (1984). Request and apologies: A Cross cultural study of speech act realization patterns (CCSARP). *Applied Linguistics*. 5(3). 196-213.

Brown, P. and Levinson, S. (1987). Politeness: *Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cheng, W. (2011). Speech acts, face work, and politeness: Relationship building across cultures. Jackson, J (eds). *Routledge handbook of language and intercultural communication*, 148-163. London: Routledge.

Codreanu, A. & Debu, A. (2011). Politeness in Requests: Some Research Findings Relevant For Intercultural Encounters. *Journal of Defense Resources Management*. vol: 2. No. 2. 127-136.

Creswell, W.J. (2012). *Educational Research*. Boston: Pearson.

Creswell, W.J. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Los Angeles: SAGE.

Deveci, T. & Hmida, I. (2017). The request Speech act in emails by Arab University Students in the UAE. *Journal of Language and Linguistics Studies*. 13(1). 194- 214.

Fukada, A. & Asato, N. (2004). Universal politeness theory: application to the use of Japanese honorifics. *Journal of Pragmatics*: 36. 1991-2002.

Fredsted, E. (2004). Politeness in Denmark: Greeting to the Point. Hicky, L & Stewart, M. (eds). *Politeness in Europe*, 159-173. Trowbridge: Cromwell Press Ltd.

Gu, Y. (1990). Politeness phenomena in modern chinese. *Journal of Pragmatics*. 3. 237-257.

Goffman, E. (1967). On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements of Social Interaction. *Psychiatry: Journal for the study of Interpersonal processes*. vol: 18. 213-231.

Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. In Cole and Morgan (eds). *Syntax and Semantics*. vol: 3. 41-58. New York: Academic Press.

Goffman, E. (1967). *Interaction Ritual: Essays on Face to Face Behaviour*. New York: Anchor Books.

Huang, Y. (2008). Politeness Principle in Cross Cultural Communication. *English Language Teaching*. vol: 1, No-1, 96-101.

Harooni, M. (2017). Politeness and Indirect Request Speech Acts: Gender Oriented Listening Comprehension in Asian EFL Context. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*. vol: 6. No.2. 214-220.

Habwe, J.H. (2010). Politeness Phenomena: A case of Kiswahili Honorifics. *SWAHILI FORUM* 17. 126-142.

Hill, et al. (1986). Universals of linguistic politeness, Quantitative Evidence from Japanese and American English. *Journal of Pragmatics*. 347-371. North Holland.

Ide, S. (1989). Formal Forms and Discernment: Two Neglected Aspects of Universals of Linguistics Politeness. *Multilingua*: 8: 223-248.

Invitation: A Brief History of Wedding Invitation. (2008). *Shine Wedding*. Retrieved from https://www.shineweddinginvitation.com/blog/introduction-a-brief-history-of-wedding-invitation/

Junaidi, M. (2017). Politeness, Speech Act, And Discourse in Sasak Community. *Mabasan*. vol: 11. No. 1. 1-17.

Kallia, A. (2005). Directness as a Source of Misunderstanding: The Case of Requests and Suggestions. Lakoff, T.R. and Ide, S. (eds). *Broadening the Horizon of Linguistic Politeness*. 217-234. Amsterdam: John Benjamins.

Katz, M. (2015). Politeness theory and the classification of speech acts. *Working papers of the Linguistics Circle of the University of Victoria*. vol: 25. No. 2. 45-55.

Lakoff, R. (1990). *Talking power: The politics of language in our lives*. New York: Basic Books.

Lakoff, R. (1975). *Language and women’s Place*. New York: Harper & Row.

Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. New York: Oxford University Press.

Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.

Lin, T. (2013). The concept of “politeness”: A comparative study in chinese and Japanese verbal communication. *Intercultural Communication Studies* XXII, 2. 151-165.

Manno, G. (2004). Politeness in Switzerland: Between Respect and Acceptance. Hicky, L & Stewart, M. (eds). *Politeness in Europe,* 100-115, Trowbridge: Cromwell Press Ltd.

Maskuri, K. Tarjana, S. & Djatmika. (2019). Politeness Strategies in Directive Speech Acts in Local Indonesian Parliament Assembly Proceddings. *International Journal of English Linguistics*. vol: 9. No. 3. 85-94.

Morris, C. (1937). *Logical positivism, Pragatism, and Scientific Empiricism*. Paris: Hermann et cie.

Navratilova, O. (2005). Politeness Strategies In Institutional Speech Acts: *Discourse and Interaction*. vol: 1. 14-25.

Ogiermann, E. (2009). Politeness and in-directress across cultures: A comparison of English, German, polish and Russian requests. *Journal of politeness Research*. vol: 5. 189-216.

Pair, L.R. (2004). Politeness in The Netherlands: Indirect Requests. Hicky, L & Stewart, M. (eds). *Politeness in Europe*, 66-81. Trowbridge: Cromwell Press Ltd.

Putri, D.J. Ermanto. Manaf, N.A. (2018). Speech Act Politeness In Asking And Answering Questions In Discussion of Students At Madrasah Tsanawiyah Negeri: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. vol: 301. 354-360.

Reyes, F. (2008). Polite requests in the classroom: Mixing grammar and Pragmatics instruction. *Entre Lenguas*. vol: 13. 57-70.

Searle, R. (1969). *Speech Acts*: *An Essay in the philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Shahrokhi, M & Bidabadi, S.F. (2013). An Overview if Politeness Theories: Current Status, Future Orientations. *American Journal of Linguistics*. vol: 2. 17-27.

Sifianou, M. (2000). *Politeness phenomena in English and Greece: a Cross-cultural Perspective*. Oxford: Clarendon Press.

Soepriatmadji, L. (2010). Recognizing Speech Acts of Refusals. *Dinamika Bahasa & IImu Budaya*. vol: 4. 52-68.

Summers, D. (1987). (eds). *Longman Dictionary of Contemporary English*. Essex, England.

Valentine, T. M. (1996). Politeness Models in Indian English. *Revista de Lenguas Para Fines Especificos*. vol: 3. 280-300.

Walter, E. (2005).(eds). *Cambridge Dictionary*. Cambridge University Press.

Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.

পরিশিষ্ট-১

দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর প্রতি উপস্থাপিত প্রশ্ন এবং প্রাপ্ত উত্তর

ক. পারিবারিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর জন্য প্রশ্নমালা ও প্রাপ্ত উত্তর

১। পারিবারিক দাওয়াতপত্র প্রনয়ন করার ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কি সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন?

উত্তর: সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছি।

২। দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কেন ব্যবহার করেন?

উত্তর: ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যবহার করেছি।

৩। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('জনাব', 'বেগম', 'সুধী', 'মহাশয়', 'শুভেচ্ছা', 'অভ্যর্থনায়' প্রভৃতি) কেন দাওয়াতপত্রে উল্লেখ করেন?

উত্তর: আমার আন্তরিকতা, সদিচ্ছা যেন দাওয়াতপত্রের লিখিত রূপেও প্রকাশ পায়, এই জন্য করেছি।

৪। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'ত্রুটি মার্জনীয়' প্রভৃতি) কেন দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেন?

উত্তর: ভদ্রতা, বিনয়, ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছি।

৫। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('জনাব', 'বেগম', 'সুধী', 'মহাশয়', 'শুভেচ্ছা', 'অভ্যর্থনায়' প্রভৃতি) অপেক্ষা কেন নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'ত্রুটি মার্জনীয়' প্রভৃতি) অধিক ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: অতিথির কাছে আমার আন্তরিকতা প্রকাশের চেষ্টা করেছি। তিনি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এ কারণে এ জাতীয় শব্দাবলি অধিক ব্যবহার করেছি।

খ. ধর্মীয় দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর জন্য প্রশ্নমালা ও প্রাপ্ত উত্তর

১। ধর্মীয় দাওয়াতপত্র প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কি সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন?

উত্তরঃ যেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র, এ কারণে সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি।

২। দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কেন ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র, এ কারণে রীতি অনুসারে ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করেছি। এছাড়া ধর্মীয় অনুভূতি যেন বজায় থাকে, এ বিষয়টিও লক্ষ রেখেছি।

৩। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'ঈদ মোবারক', 'শারদীয় শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করেছি।

৪। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('একান্তভাবে কাম্য', 'কামনা করি', 'বিনয়াবনত', 'নিবেদক' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ অতিথির প্রতি সম্প্রীতি, বিনয়, সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং একইসাথে অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এই কারণে ব্যবহার করি।

৫। কেন ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'ঈদ মোবাকর', 'শারদীয় শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('একান্তভাবে কাম্য', 'কামনা করি', নিবেদক, 'বিনয়াবনত' প্রভৃতি) অধিক ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অতিথিকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতে এবং আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য এ জাতীয় শব্দ অধিক ব্যবহার করি।

গ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর জন্য প্রশ্নমালা এবং প্রাপ্ত উত্তর

১। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কি সচেতনভাবে ব্যবহার করেন?

উত্তর: সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছি।

২। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'সম্মানিত সদস্য', 'সহৃদয়', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) কেন দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করেন?

উত্তর: অতিথির প্রতি সম্মান, আন্তরিকতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য প্রয়োগ করেছি।

৩। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'সদয় সম্মতিজ্ঞাপন', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করেছেন দাওয়াতপত্রে?

উত্তর: বিনীতভাবে যেন আমন্ত্রণপত্রটি গৃহীত হয়, তাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছি।

৪। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'সম্মানিত সদস্য', 'সহৃদয়', 'শুভেচ্ছা' ইত্যাদি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'সদয় সম্মতিজ্ঞাপন', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে' ইত্যাদি) কেন অধিক ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: বিনয়ের সাথে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। এ কারণে এ ধরনের শব্দ অধিক ব্যবহার করেছি।

৫। দাওয়াতপত্রে সরাসরি (আপনি আসবেন) কেন আমন্ত্রণ জানান নাই?

উত্তর: সরাসরি বললে আমার আন্তরিকতা প্রকাশ পেত না এবং অতিথিও হয়তো বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করতেন না।

ঘ. দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর জন্য প্রশ্নমালা এবং প্রাপ্ত উত্তর

১। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কি সচেতনভাবে প্রয়াগ করেন?

উত্তর: হ্যাঁ, সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছি।

২। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'প্রিয় মহোদয়', 'প্রিয় সহকর্মী', 'সম্মানিত অতিথি', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করেন?

উত্তর: আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩। দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('উপস্থিতি কামনা করছি', 'সম্মতি জ্ঞাপন', 'সানুগ্রহ উপস্থিতি', 'সবিনয় অনুরোধ', 'অনুপ্রাণিত করবে' ইত্যাদি) কেন ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: অতিথির প্রতি সৌজন্য, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছি।

৪। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'প্রিয় মহোদয়', 'প্রিয় সহকর্মী', 'সম্মানিত অতিথি', 'শুভেচ্ছা' ইত্যাদি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('উপস্থিতি কামনা করছি', 'সম্মতি জ্ঞাপন', 'সানুগ্রহ উপস্থিতি', 'সবিনয় অনুরোধ' ইত্যাদি) কেন অধিক ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: আমন্ত্রিত অতিথিকে আমার আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য এই প্রকার শব্দ অধিক ব্যবহার করেছি।

৫। বিনম্রতাসূচক শব্দ প্রয়োগ না করে সরাসরি (আপনি উপস্থিত থাকবেন) কেন আমন্ত্রণ জানানো হয় না?

উত্তর: আমাদের সমাজে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানোর রীতি প্রচলিত নয়। এটি অসৌজন্যমূলক।

ঙ. একাডেমিক দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারীর জন্য প্রশ্নমালা এবং প্রাপ্ত উত্তর

১। একাডেমিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাপ্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ কি সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন?

উত্তর: হ্যাঁ, সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছি।

২। একাডেমিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সম্মানিত অতিথি', 'সুধী', 'মহোদয়', 'জনাব', 'শুভেচ্ছা' ইত্যাদি) কেন ব্যবহার করেন?

উত্তর: অতিথির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করি।

৩। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('বিনীত অনুরোধ', 'সানুগ্রহ উপস্থিতি', 'একান্তভাবে প্রত্যাশা করছি', 'সাদর আমন্ত্রণ' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করেন?

উত্তর: অতিথির প্রতি আমার আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছি।

৪। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'সম্মানিত অতিথি', 'মহোদয়', 'জনাব', 'শুভেচ্ছা' ইত্যাদি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ কেন অধিক ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: এগুলি বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ। এই শব্দগুলির মাধ্যমে আমার আন্তরিকতা অধিক প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে ব্যবহার করেছি।

৫। বিনম্রতাসূচক শব্দ প্রয়োগ না করে সরাসরি (আপনি উপস্থিত থাকবেন) কেন আমন্ত্রণ জানানো হয় না?

উত্তর: সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো সৌজন্য বহির্ভুত। এভাবে আমন্ত্রণ জানালে আমার আন্তরিকতা প্রকাশ পেত না, অতিথিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন না।

পরিশিষ্ট-২

আমন্ত্রণগ্রহিতার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত প্রশ্ন এবং প্রাপ্ত উত্তর

ক. পারিবারিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর জন্য প্রশ্নমালা

১। পারিবারিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, বিষয়টি আপনি সচেতনভাবে লক্ষ করেছেন?

২। আমন্ত্রণকারী যদি দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার না করতেন তাহলে দাওয়াতপত্র কি সৌজন্য বহির্ভূত হতো এবং আপনি সেক্ষেত্রে কি আমন্ত্রণে অংশ নিতেন?

৩। ধর্মীয় রীতি অনুসারে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্রে প্রয়োগ করা হয়, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

৪। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ('জনাব', 'সুধী', 'সুহৃদ', 'শুভেচ্ছা', 'অভ্যর্থনায়' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করা হয়?

৫। দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'ত্রুটি মার্জনীয়' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করা হয়?

খ. ধর্মীয় দাওয়াতপত্র গ্রহিতার জন্য প্রশ্নমালা

১। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, বিষয়টি আপনি সচেতনভাবে লক্ষ করেছেন?

২। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে যদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার না করতেন তাহলে তা কি সৌজন্য বহির্ভূত হতো? সেক্ষেত্রে আপনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন?

৩। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার আবশ্যিক কি না?

৪। দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'ঈদ মোবারক', 'শারদীয় শুভেচ্ছা' ইত্যাদি) কেন ব্যবহার করেন?

৫। দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ('একান্ত কাম্য', 'কামনা করি', 'বিনয়াবনত', নিবেদক' ইত্যাদি) কেন ব্যবহার করেন?

গ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর জন্য প্রশ্নমালা

১। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, বিষয়টি আপনি সচেতনভাবে লক্ষ করেছেন?

২। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগ না করলে তা কি সৌজন্য বহির্ভূত হতো? সেক্ষেত্রে আপনি অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন?

৩। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'সম্মানিত সদস্য', 'মহোদয়', 'শুভেচ্ছা') কেন ব্যবহার করা হয় বলে আপনি মনে করেন?

৪। দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে', প্রভৃতি) কেন আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেন?

৫। দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', সম্মানিত সদস্য', 'মহোদয়', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে', 'বিনীত অনুরোধ' প্রভৃতি) কেন অধিক প্রয়োগ করেন?

ঘ. দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর জন্য প্রশ্নমালা

১। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, বিষয়টি আপনি সচেতনভাবে লক্ষ করেছেন?

২। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগ না করলে কি তা সৌজন্য বহির্ভূত হতো? সেক্ষেত্রে আপনি কি অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন?

৩। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'প্রিয় মহোদয়', 'সম্মানিত অতিথি', শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করা হয় বলে আপনি মনে করেন?

৪। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ, 'উপস্থিতি', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে', 'ধন্যবাদসহ' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করা হয়?

৫। দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'প্রিয় মহোদয়', 'সম্মানিত অতিথি', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে' ইত্যাদি) কেন অধিক ব্যবহার করেন?

ঙ. একাডেমিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর জন্য প্রশ্নমালা

১। একাডেমিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, বিষয়টি আপনি সচেতনভাবে লক্ষ করেছেন?

২। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ যদি ব্যবহার না করতেন তাহলে কি তা সৌজন্য বহির্ভূত হতো? সেক্ষেত্রে আপনি কি অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন?

৩। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সম্মানিত অতিথি', 'সুধী', 'মহোদয়','জনাব', 'শুভেচ্ছা' প্রভৃতি) কেন ব্যবহার করা হয় বলে আপনি মনে করেন?

৪। দাওয়াতপত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে', 'ধন্যবাদসহ' ইত্যাদি) কেন ব্যবহার করা হয়?

৫। দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সুধী', 'সম্মানিত অতিথি', 'মহোদয়', 'জনাব', 'শুভেচ্ছা' ইত্যাদি) অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ('সাদর আমন্ত্রণ', 'সবান্ধব উপস্থিতি', 'অনুপ্রেরণা যোগাবে', 'ধন্যবাদসহ' ইত্যাদি) কেন অধিক ব্যবহার করা হয়?

ক) পারিবারিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর উত্তর

i. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। অবশ্যই সৌজন্য বহির্ভূত। তবে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে।

৩। এটা সংস্কৃতি ও প্রথাবদ্ধ বিষয়।

৪। আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য।

৫। বিনম্রতা ও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য।

ii. ১। আগে সচেতনভাবে খেয়াল করিনি।

২। সৌজন্যমূলক হতো না, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম না।

৩। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ঠিক আছে।

৪। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য।

৫। বিনম্রতা প্রকাশ করার জন্য।

iii. ১। আগে লক্ষ করিনি।

২। সৌজন্যমূলক হতো না, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। সামাজিকভাবে এই প্রথা প্রচলিত।

৪। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। ভদ্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য।

iv. ১। লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো, না যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৩। নিজস্ব ধর্মীয় রীতি অনুসারে করা হয়।

৪। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য।

৫। অতিথির কাছে বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য।

v. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। হ্যাঁ, মনে হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

৪। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। ভদ্রতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

vi. ১। সচেতনভাবে দেখা হয় নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কম।

৩। ধর্মীয় বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার না করাই উত্তম, কারণ সব ধর্মের ঘনিষ্ঠ সবাইকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৪। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য।

vii. ১। লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো, তবে ঘনিষ্ঠ কেউ দাওয়াতপত্র প্রদান করলে অংশগ্রহণ করতাম।

৩। সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব রয়েছে।

৪। দাওয়াতগ্রহিতাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। নত হওয়ার মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য।

viii. ১। হ্যাঁ, খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। সম্পর্কের উপর নির্ভর করে অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম কি না।

৩। প্রথা অনুসারী ধর্মীয় রীতি ব্যবহার করা হয়।

৪। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। ভদ্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশ করে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

ix. ১। না, আগে খেয়াল করা হয় নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে যেতাম না।

৩। ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার সামাজিক রীতি অনুসারে করা হয়।

৪। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য।

৫। অতিথিকে যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এই কারণে করা হয়।

x. ১। সচেতনভাবে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম না।

৩। প্রচলিত রীতি অনুসারে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার করা হয়।

৪। অতিথিকে সম্মান জানিয়ে সম্বোধনের জন্য।

৫। ভদ্রতা প্রকাশের জন্য, অতিথি যেন দাওয়াতে অংশ নেন এই কারণে ব্যবহার করা হয়।

xi. ১। আগে খেয়াল করা হয় নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। সম্পর্কের উপর নির্ভর করে অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম কি না।

৩। ধর্মীয় রীতি অনুসারে ব্যবহার করা হয়।

৪। আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। ভদ্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

xii. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার প্রচলিত।

৪। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠনে অংশ নেন, এজন্য ব্যবহার করা হয়।

খ) ধর্মীয় দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর উত্তর

i. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো, তবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা অন্যান্য নিয়ামকের উপর নির্ভর করে।

৩। আমার মতে ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে এই ধরনের শব্দের ব্যবহার পারিবারিক দাওয়াতপত্রের তুলনায় স্বাভাবিক।

৪। আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে সম্বোধন করার জন্য।

৫। আন্তরিকতা, বিনম্রতা বোঝানোর জন্য। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এই প্রথা প্রচলিত বলে ব্যবহার অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

ii. ১। সচেতনভাবে লক্ষ করি নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। ধর্মীয় দাওয়াতপত্র যেহেতু, সেহেতু আবশ্যক।

৪। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

iii. ১। হ্যাঁ, খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। সম্পর্কের উপর নির্ভর করছে অংশ নিতাম কি না।

৩। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

৪। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। ভদ্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য।

iv. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। কম সৌজন্য প্রকাশ পেতো। অংশগ্রহণ করলেও মন খারাপ থাকতো।

৩। ধর্মীয় রীতির জন্য আবশ্যক।

৪। দাওয়াতগ্রহিতাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। দাওয়াতগ্রহিতাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। এটি ভাষাগত শৈলীরও ব্যবহার।

v. ১। খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। তবে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে অংশ গ্রহণ করা।

৩। আবশ্যক বলে মনে হয় না।

৪। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়।

vi. ১। আগে লক্ষ করি নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

৪। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। অতিথি যেন উপস্থিত থাকেন, এ কারণে ব্যবহার করা হয়।

vii. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হলেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতাম।

৩। এ ধরনের শব্দের ব্যবহার আবশ্যিক ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে।

৪। অতিথির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য।

৫। অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য।

viii. ১। সচেতনভাবে দেখা হয়।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো, অংশগ্রহণ করা হয় না।

৩। ধর্মীয় দাওয়াতপত্রে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার যৌক্তিক বলে মনে হয়।

৪। অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫। আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য।

ix. ১। না, আগে লক্ষ করিনি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

৪। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য।

৫। ভদ্রতা প্রকাশের জন্য।

x. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এ ধরনের শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক।

৪। অতিথিকে সম্মান জানিয়ে সম্বোধনের জন্য।

৫। আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য।

xi. ১। না, আগে লক্ষ করিনি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হলেও অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম।

৩। যেহেতু ধর্মীয় দাওয়াতপত্র, তাই ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার থাকা প্রয়োজন।

৪। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, এ কারণে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

xii. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। ধর্মীয় রীতি অনুসারে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

৪। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য, ভদ্রতা প্রকাশের জন্য।

৫। আন্তরিকতা, ভদ্রতা অতিথির কাছে প্রকাশের জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

গ) **সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর উত্তর**

i. ১। আলাদা করে লক্ষ করা হয় নাই। সব কার্ডের টেক্সট কাছাকাছি মনে হয়, তাই।

২। হ্যাঁ, সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করতাম কি না সেটা অন্যান্য বিষয়ের উপরও নির্ভর করে।

৩। নম্র, বিনয়ীভাব প্রকাশের জন্য।

৪। আমন্ত্রণকারী সত্যিই সবার উপস্থিতি কামনা করছেন, তাই এ ধরনের শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন।

৫। বিনম্রতা প্রকাশের জন্য এবং একই সাথে অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সেজন্যও এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

ii. ১। সচেতনভাবে আগে লক্ষ করা হয় নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো, অনুষ্ঠানে হয়ত যেতাম।

৩। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য।

৪। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য এবং বিনম্রতা প্রকাশের জন্য।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, এ কারণে এই ধরনের শব্দাবলি আমন্ত্রণকারী অধিক ব্যবহার করেছেন।

iii. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। অতিথিকে সম্মান করে ব্যবহার করেছেন।

৪। বিনয় প্রকাশ করার জন্য, নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করেছেন।

৫। অনুষ্ঠানে যেন অতিথি অংশ নেন, এ কারণে ব্যবহার করেছেন।

vi. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে বাধ্য না হলে যেতাম না।

৩। দাওয়াতগ্রহিতাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৪। আমন্ত্রণগ্রহিতাকে আকৃষ্ট করার জন্য।

৫। বিনম্রতা প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণকারী এ ধরনের শব্দ অধিক প্রয়োগ করেছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এটি করা হয়।

v. ১। লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হতো না।

৩। সৌজন্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। বিনম্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

vi. ১। না, আগে লক্ষ করা হয় নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য।

৪। ভদ্রতা, বিনম্রতা প্রকাশ করার জন্য।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন এ জন্য এ ধরনের শব্দ অধিক প্রয়োগ করেছেন।

vii. ১। হ্যাঁ, আগে খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য কম মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কম।

৩। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৪। বিনম্রতা প্রকাশের জন্য। একইসাথে এটা প্রচলিত রীতি।

৫। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অতিথিকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

viii. ১। আগে খেয়াল করা হয় নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে যেতাম না।

৩। অতিথিকে সম্মান করে ব্যবহার করেছেন।

৪। সামাজিকভাবে প্রচলিত এই ধরনের শব্দের ব্যবহার।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন, এ জন্য ব্যবহার করেছেন।

ix. ১। খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম কি না বলতে পারছি না।

৩। আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান দেখানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। অনুষ্ঠানে অতিথির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশ নেন, এই কারণে ব্যবহার করেছেন।

x. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। অতিথিকে সম্মান করে ব্যবহার করেছেন।

৪। বিনম্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। প্রচলিত রীতি অনুসারে অতিথিকে খুশি করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

xi. ১। আগে লক্ষ করি নাই।

২। সৌজন্য প্রকাশ পেত না, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। প্রথা অনুসারে অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। বিনম্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। আন্তরিকতা দেখানোর জন্য এবং অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, সেজন্য ব্যবহার করেছেন।

xii. ১। হ্যাঁ, আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য প্রকাশ পেত না, অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতাম, অংশগ্রহণ করব কিনা।

৩। আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আমন্ত্রণকারী নিজের বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অনুষ্ঠানে অতিথি যেন উপস্থিত থাকেন, এ কারণে এ ধরনের শব্দ আমন্ত্রণকারী অধিক প্রয়োগ করেছেন।

ঘ) দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর উত্তর

i. ১। এই ধরনের শব্দের ব্যবহার বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক। তাই আলাদাভাবে লক্ষ করা হয় না।

২। হ্যাঁ, অবশ্যই। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে রীতি অনুসারেই এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৪। রীতি অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। অতিথি যেন কিছু মনে না করেন এ কারণেও ব্যবহার করা হয়।

৫। অনুষ্ঠানে অতিথি যেন উপস্থিত থাকেন।

ii. ১। সচেতনভাবে আগে খেয়াল করা হয়নি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতাম।

৩। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন এ কারণে ব্যবহার করেছেন।

iii. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য প্রকাশ পেত না, অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতাম।

৩। রীতি অনুসারে অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য।

৪। সৌজন্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশ নেন, এই কারণে ব্যবহার করেছেন।

iv. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। যেহেতু আনুষ্ঠানিক পরিবেশ, তাই অংশ নিতাম না।

৩। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। অতিথি মনে করেন এ ধরনের শব্দের ব্যবহারে তার সম্মান বৃদ্ধি পায়, তাই আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেন।

৫। অনুষ্ঠানে অতিথির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য।

v. ১। লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অংশ নিতাম না।

৩। সৌজন্যতার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আমন্ত্রণকারী বিনম্রতা, আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন।

vi. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। ভদ্রতা, বিনম্রতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, এই কারণে এই ধরনের শব্দ অধিক ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

vii. ১। আগে খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য কম মনে হত। অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা কম।

৩। অতিথিকে সম্মান দেখানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। আন্তরিকতা আরো সুদৃঢ় করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

viii. ১। আগে খেয়ার করেছি।

২। সৌজন্য প্রকাশ পেতো না। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। অতিথিকে সম্মান করে ব্যবহার করেছেন।

৪। সামাজিক রীতির জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে অংশ নেন, এজন্য ব্যবহার করেছেন।

ix. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে যাবার সম্ভাবনা কম।

৩। রীতি অনুসারে অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৪। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য।

৫। সৌজন্যবোধ থেকে ব্যবহার করেছেন।

x. ১। সচেতনভাবে লক্ষ করা হয় নাই।

২। সৌজন্য কম প্রকাশ পেত। অনুষ্ঠানের গুরুত্বের উপর নির্ভর করছে, অংশগ্রহণ করতাম কি না।

৩। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অনুষ্ঠানে অতিথি যেন অংশগ্রহণ করেন সেজন্য ব্যবহার করেছেন।

xi. ১। আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। সামাজিকতার অংশ হিসেবে অতিথিকে সম্বোধনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রচলিত রীতি, আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

৫। অতিথির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন।

xii. ১। আগে খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হলেও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হলে অংশগ্রহণ করতাম।

৩। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য।

৪। আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। সৌজন্য প্রকাশক, একই সাথে প্রচলিত রীতি।

ঙ) একাডেমিক দাওয়াতপত্র গ্রহণকারীর উত্তর

i. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো, অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম কিনা সেটা অন্যান্য বিষয়ের উপরও নির্ভর করে।

৩। নম্রতা, বিনয় প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আন্তরিকতা এবং সদয়ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অংশগ্রহন করেন, সে কারণে এই ধরনের শব্দ অধিক ব্যবহার করেন।

ii. ১। আগে খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনা করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতাম।

৩। অতিথিকে সম্মান জানিয়ে ব্যবহার করেছেন।

৪। সৌজন্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, সেজন্য এ ধরনের শব্দ বেশি ব্যবহার করেছেন।

iii. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতাম।

৩। প্রথানুসারে অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রথানুসারে আমন্ত্রণকারী নিজের আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। প্রথানুসারে নিজের বিনম্রতা, সৌজন্যবোধ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণকারী এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন।

iv. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। অতিথির প্রতি সৌজন্যবোধ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। সৌজন্য প্রকাশ এবং অতিথিকে আকৃষ্ট করার জন্য এই ধরনের শব্দ অধিক ব্যবহার করেছেন।

v. ১। লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের সম্ভাবনা কম।

৩। সৌজন্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। বিনম্রতা ও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথিকে আগ্রহী করে তোলা এবং অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য ব্যবহার করেছেন।

vi. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত। অংশ নিতাম।

৩। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আন্তরিকতা, বিনম্রতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এ জন্য ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

vii. ১। আগে খেয়াল করেছি।

২। সৌজন্যতা কম মনে হতো। যেহেতু অ্যাকাডেমিক অনুষ্ঠান, এ কারণে অংশ নিতাম।

৩। অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। প্রচলিত রীতি, তাই ব্যবহার করেছেন।

viii. ১। লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো কিন্তু অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম।

৩। অতিথিকে সম্মান দেখানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। সামাজিক রীতি এ কারণে ব্যবহার করেছেন।

৫। সামাজিক রীতি অনুসারে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

ix. ১। না, আগে লক্ষ করি নাই।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো। অংশ নিতাম না।

৩। প্রচলিত রীতি অনুসারে অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রচলিত রীতি অনুসারে অতিথির প্রতি বিনম্রতা, আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

x. ১। হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতাম।

৩। অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আমন্ত্রণকারী নিজের আন্তরিকতা, বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথিকে অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য, তিনি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

xi. ১। হ্যাঁ, আগে লক্ষ করেছি।

২। সৌজন্য বহির্ভূত মনে হতো। অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না।

৩। অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। আন্তরিকতা, ভদ্রতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। এ ধরনের শব্দের মাধ্যমে অধিক আন্তরিকতা প্রকাশ পায় বলে আমন্ত্রণকারী তা ব্যবহার করেছেন।

xii. ১। আগে সচেতনভাবে লক্ষ করা হয় নাই, সব কার্ডের লেখা প্রায় একই ধরনের হয়ে থাকে।

২। সৌজন্য বহির্ভূত হতো, অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতাম।

৩। অতিথিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রচলিত রীতি অনুসারে আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৫। অতিথি যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, তাই এ ধরনের শব্দ অধিক ব্যবহার করেছেন।